NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

পুরুলিয়ায় দীর্ঘস্থায়ী ট্রেন বিলম্ব নিয়ে বিজেপি সাংসদকে তোপ অভিষেকের

পৃঃ ২

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

কলকাতা ২১ এপ্রিল ২০২৬ ৭ বৈশাখ ১৪৩৩ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ৩০৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.04.2026, Vol.19, Issue No. 309, 8 Pages, Price 3.00

কঠোর কমিশন

■ পোস্টাল ব্যালট ঘিরে বিতর্কের মধ্যেই প্রিসাইডিং অফিসারদের জন্য নতুন ফরমান জারি করল নির্বাচন কমিশন। ভোটের আগে বিতরণ কেন্দ্রে ২০ থেকে ৩০ মিনিটের শেষ মুহূর্তের ব্রিফিংয়ে হাজির থাকতে হবে তাঁদের। সেখানেই নির্বাচন পরিচালনার খুঁটিনাটি আর একবার ঝালিয়ে নিতে হবে। তারপরই দিতে হবে লিখিত মুচলেকা। মুচলেকায় লিখতে হবে, 'প্রিসাইডিং অফিসারের কর্তব্য সমূহ শীর্ষক পুস্তিকা পড়া হয়েছে এবং কমিশনের সব নির্দেশ মানা হবে। জেলাশাসকদের কাছে পাঠানো নোটিসে বলা হয়েছে, সই করা এই নথি ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত রিটার্নিং অফিসারদের কাছে সংরক্ষিত থাকবে।' এই নির্দেশের আগে মধ্যমগ্রামের একটি স্কুলে পোস্টাল ব্যালটে ভোট ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। ভোটকর্মীদের অভিযোগ, 'ব্যালট বক্সটা কোনওভাবেই সিল করা নেই। তাতে কোনও ট্যাগ লাগানো নেই। পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে।' তাঁদের দাবি, সিল ছাড়াই ব্যালট ইস্যু হয়েছে এবং ঘরে অপ্রয়োজনীয় লোকের ভিড় ছিল। ইতিমধ্যে কমিশনে নালিশ জমা পড়েছে। তার পরেই এই কড়া পদক্ষেপ। কমিশনের বক্তব্য, গোপনীয়তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতেই বাড়তি সতর্কতা।

বঙ্গে ড্রাই ডে

■ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে 'ড্রাই ডে' কার্যকর করার নির্দেশ জারি করল নির্বাচন কমিশন। আইন অনুযায়ী ভোটের আগে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মদ বিক্রি, পরিবেশন ও বণ্টনে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৩ এপ্রিল প্রথম দফা এবং ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় প্রতিটি পর্যায়ের ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের আগের ৪৮ ঘণ্টা 'ড্রাই ডে' হিসেবে ঘোষণা করতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য প্রশাসনকে। অর্থাৎ ওই সময়সীমার মধ্যে কোনওভাবেই মদ বিক্রি বা পরিবেশন করা যাবে না। শুধু ভোটের দিন নয়, গণনার দিনও একই নিয়ম বলবৎ থাকবে।

নুসরতকে তলব

■ এবার অভিনেত্রী তথা তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ নুসরত জাহানকে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। রেশন দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আগামী ২২ এপ্রিল, বুধবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে যেতে বলা হয়েছে তাঁকে। যদিও এ নিয়ে অভিনেত্রী তথা বসিরহাটের প্রাক্তন সাংসদের এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে নুসরতের ঘনিষ্ঠদের সূত্রে খবর, ইডি-র ডাকে সাড়া দেবেন অভিনেত্রী। কিন্তু তিনি কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে নয়, দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সংস্থার সদর দপ্তরে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

আজ বঙ্গে শাহ

■ এক দিনে পাঁচ কেন্দ্রে ঝড় তুলতে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ দার্জিলিং, আসানসোলের কুলটি, ঝাড়গ্রামের শালবনি ও কাঁথির চণ্ডীপুরে পরপর জনসভা করবেন তিনি। দিন শেষে যাদবপুরের সোনারপুর দক্ষিণে পথসভায় যোগ দেবেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ, এক দিনে চার জেলা ছুঁয়ে প্রচারে ঝাঁপাচ্ছেন কেন্দ্রীয় নেতা। কর্মীদের কথায়, 'ভোটের আগে এই সফর বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে।' রাজ্য নেতৃত্বের আশা, শাহের সভা মিছিলের ভিড়েই স্পষ্ট হবে বদলের হাওয়া।

খাদে বলি ১৫

■ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা জম্মু ও কাশ্মীরে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ল যাত্রী বোঝাই বাস। সোমবার সকালে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৫ জনের। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। এক্স হ্যান্ডলে এই দুর্ঘটনার কথা প্রকাশ্যে এনেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উদ্ধারকারী দল। শুরু হয় উদ্ধার কাজ। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গুরুতর আহতদের এয়ারলিফট করে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে এখনও পর্যন্ত ১৫ জনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে।

অনেককে অ্যারেস্ট করার পরিকল্পনা করেছে: মমতা

'ঝালমুড়ি' কটাক্ষ

■ মোদীর এই 'মুড়ি পে চর্চা'-কে কটাক্ষ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বীরভূমের মুরারইতে তাঁর জনসভা ছিল। মমতার দাবি, ঝালমুড়ি কিনে খাওয়া এবং খাওয়ানোর বিষয়টি মোদীর 'নাটক'। আগে থেকে দোকানে ক্যামেরা এবং মাইক বসানো ছিল বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এসপিজি-ই ঝালমুড়ি তৈরি করে দিয়েছে।

জনসভা থেকে মমতা বলেন, 'দোকানে মাইক ফিট করে, এসপিজি-কে দিয়ে ঝালমুড়ি তৈরি করিয়েছেন। ১০ টাকা কখনও পকেটে থাকে ওঁর? কত নাটক!' এর পরেই মোদীর পূর্বের কিছু পোস্টকে কটাক্ষ করেন মমতা। বলেন, 'নির্বাচনের সময় গুহায় বসে থাকেন। কখনও ভোটের সময় বলেন, আমি চা-ওয়ালা। এখন ১০ টাকা বার করে ঝালমুড়ি খাচ্ছেন! বুঝুন! আর যদি তৈরি করা না-ই হবে, তাহলে দোকানে আগে থেকে ক্যামেরা ফিট করা ছিল কী করে? সব নাটক। মানুষ কি বোঝে না?' মোদী তাঁর জনসভায় বাইরে থেকে ট্রেনে করে লোক নিয়ে যান বলেও দাবি করেছেন মমতা।

মৃণালজিৎ গোস্বামী

আগামী ২৩ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। তার আগে জেলায় জেলায় ঘুরে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার তাঁর প্রথম জনসভা ছিল বীরভূমের মুরারইতে। তার পর খড়দহ এবং বেলেঘাটাতেও জনসভা করেন তিনি।

মুরারইয়ে খান ক্রিকেট গ্রাউন্ডে নির্বাচনী জনসভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে ফের একবার হুংকার দেন মমতা। তাঁর অভিযোগ, 'নির্বাচনের আগে অনেককে অ্যারেস্ট করার পরিকল্পনা করেছে। সেই লিস্ট আমরা পেয়ে গিয়েছি, আমরা কোর্টে যাব প্রত্যেকটা কেসে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতেই লড়বো।' সংবাদ মাধ্যমের কাছ থেকে সেই তথ্য এসেছে, দাবি করে মমতা প্রশ্ন তুলে বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের সব চোর আর বিজেপির সবাই সাধু?' মমতা নাম না করে বলেন, 'বিজেপির এক নেতা বীরভূম থেকে লড়ছেন। যিনি কয়লা থেকে কোটি কোটি টাকা কামান, কোটি কোটি টাকার তিন চার বছরের সম্পত্তি হয়েছে। ভদ্রতার খাতিরে তার নাম বলছি না। তার কাছে কে কে টাকা পাঠায় সেই লিস্টও তাঁর কাছে আছে বলেই দাবি করেন মমতা।

মমতা আরও দাবি করেন, 'মোদী এসআইআর করে অনেকের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।' আর সুপ্রিম কোর্টে ৩২ লক্ষ নাম তুলে দাবি করে মমতা বলেন, বাকি নামও ওঠাতে হবে। মোদীর নাম না-করে মমতা বিদ্রুপ করে বলেন, নির্বাচনের সময় গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন, কখনো নির্বাচনের সময় বলেন 'আমি চায়েওয়ালা'। এদের লোকজন কেউ নেই, এজেন্সিকে দিয়ে কাজ করায় প্রশাসনকে চাপে রাখতে চায়। মমতার দাবি, ২১ দিন পর ফের ক্ষমতায় আসতে চলেছে তৃণমূল সরকার। এরপরই সাবধানী দিয়ে মমতা মা-বোনেদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'ভোটের দিন পান্তা-ভাত খেয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিন, বিজেপিকে শায়েস্তা করুন।' মা-বোনেদের কাছে, দলীয় কর্মী-নেতৃত্বদের কাছে সকাল সকাল লাইনে দাঁড়িয়ে শান্তিতে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান মমতা। এমনকি, ভোট গণনা কেন্দ্রে ভোট যাতে লুট না হয় তার জন্য দলীয় কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি দলীয় ভোট কর্মীদের সতর্ক থাকার পরামর্শও দেন মমতা।

মমতা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বলেন, ভোটের আগে 'জগাই মাধাই'-রা রাজ্যে আসেন, বাকি সময় থাকেন না। ভোটের পর আবার ওরা পালিয়ে যাবেন। এই নির্বাচনী মঞ্চ থেকে শান্তির জন্য, ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য সকলকে লড়ার আহ্বান জানিয়ে মমতা বলেন, তৃণমূল সরকার থাকলে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত থাকবে।

ট্রাইব্যুনাল: রিপোর্ট তলব সুপ্রিমের

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল: ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে গড়া আপিল ট্রাইব্যুনাল আদৌ চলছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই হস্তক্ষেপ করল শীর্ষ আদালত। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে এ বিষয়ে আজই প্রতিবেদন চেয়ে পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ২৪ এপ্রিল, প্রথম দফার ভোট মেটার পরদিন, মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে বিষয়টি তোলেন

প্রবীণ আইনজীবী দেবদত্ত কামাত। তিনি জানান, 'ট্রাইব্যুনালগুলো কাজ করছে না বলে অভিযোগ উঠছে। আইনজীবীদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। শুধু অনলাইন আবেদন নেওয়া হচ্ছে।'

প্রায় প্রতিদিন বাংলার এসআইআর নিয়ে মামলার উল্লেখে বিরক্তি প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে আমরা আজই একটি রিপোর্ট চেয়ে পাঠাব।' এর আগে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, ২১ ও ২৭ এপ্রিলের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল যাঁদের নাম তালিকায় তোলার নির্দেশ দেবে, তাঁদের নিয়েই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে। তালিকা থেকে বাদ পড়া কেউ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন থাকলে ভোট দিতে পারবেন না বলেও জানায় আদালত।

হাজিরা এড়ালেন আইপ্যাক ডিরেক্টর

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল: রাজ্যে ভোটের মুখে শাসকদলের ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাকের বিরুদ্ধে তদন্তের গতি বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। রবিবার রাতে আইপ্যাকের অন্যতম ডিরেক্টর ঋষি রাজকে জরুরি তলব করেছিল ইডি। সোমবার তাঁকে দিল্লির ইডি দপ্তরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাতে হাজিরা দিলেন না। এনিয়ে দ্বিতীয়বার ইডির তলব এড়ালেন ঋষি রাজ।

আইপ্যাকের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তে সক্রিয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এই মামলায় গত সপ্তাহে সংস্থার পরিচালক ভিনেশ চান্দেলকে গ্রেপ্তার করার পর সোমবার আইপ্যাকের অন্যতম ডিরেক্টর ঋষি রাজকে তলব করেছিল ইডি। সূত্রের খবর, মূলত

সংস্থার আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগের তদন্তে এই তলব। আইপ্যাক নিয়ম বহির্ভূতভাবে কিছু লেনদেনের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ। এর জন্য রবিবার ঋষি রাজকে নোটিস পাঠিয়ে জানানো হয়, সোমবারই দিল্লির ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে হবে। ইডির এই 'অতিসক্রিয়তা'য় রাজনৈতিক অভিসন্ধি দেখছে ওয়াকিবহাল মহলের একটা বড় অংশ।

সোমবার নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও আইপ্যাক ডিরেক্টর ঋষি রাজ দিল্লির ইডি অফিসে হাজিরা দেননি বলে খবর। এনিয়ে দ্বিতীয়বার তিনি ইডির তলব এড়িয়েছেন। এর আগে যখন আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈনকে কলকাতা থেকে দিল্লির ইডি দপ্তরে তলব করা হয়েছিল, তখনও একইসঙ্গে ঋষি রাজকেও ডাকা হয়। কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। সোমবারও গেলেন না। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তবে কি এবার তৃতীয় সমন পাঠানো হবে তাঁকে? নাকি সরাসরি আদালতের দ্বারস্থ হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা? তা নিয়ে আলোচনা চলছে ইডির অন্দরে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 20/04/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 11271 নং এফিডেভিট বলে আমি **Sk Rafique (old name)** S/o. Abdul Mujit, R/o. Goula, Polba, Hooghly-712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sk Rafique নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র **Sk Rafik (New Name)** নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি **Sk Rafik, Sekh Rafik & Sk Rafique S/o. Abdul Mujit** সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Badsha.

CHANGE OF NAME

I, **FERDOUSI ARA BEGAM**, W/O - Abdur Rasid Mallik, D/O - Golam Kuddus Molla, Vill - Kumruli, P.O - Hadipur, P.S - Deganga, Dist - (N) 24 PGS. PIN - 743424, Solemnly declare that **I, FERDOUSI ARA BEGAM & FEROUSI ARA & FERDOUSI TARA BEGAM** is the same and one identical Person, before the judicial Magistrate Barasat court vide affidavit Sl. No-6128 Dated - 9/4/2026,

Change of Name

I, **C.P. SHARMA @ CHANDAN PRASAD SARMA** S/o Lt. S.P. Sharma, residing at Kharida, Bidhanpally, Ward No.- 17, P.O.- Kharagpur, P.S.- Kharagpur (T), Dist. - Paschim Medinipur, W.B, PIN- 721 301 shall henceforth be known as **CHANDAN PRASAD SHARMA** as declared Before the Notary Public at Kharagpur vide Affidavit No. N/10, Dated 16/04/2026. **C.P. SHARMA @ CHANDAN PRASAD SARMA** and **CHANDAN PRASAD SHARMA** both are same and identical person.

Change of Name

I, **PRATIK KUMAR SHARMA** S/o Chandan Prasad Sharma, residing at H. No.- 172, Bidhanpally, near Mata Mandir, Kharida, P.O.- Kharagpur, P.S.- Kharagpur (T), Dist.- Paschim Medinipur, W.B, PIN - 721301 shall henceforth be known as **PRATICK KUMAR SHARMA** as declared In the Court of Ld Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide Affidavit No. 5009, Dated 18/04/2026. **PRATIK KUMAR SHARMA** and **PRATICK KUMAR SHARMA** both are same and identical person.

PUBLIC NOTICE

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This **Public Notice** is hereby given that the Leave & Licence Agreement dated 24.09.2025 executed between Smt. Sajini Jhunjhunwala (Licensor) and M/s Duroque Apparels Pvt. Ltd. (CIN: U47711WB2025PTC276482), represented by its Directors Sri Ram Naresh Ray and Sri Kartik Verma (Licensee) stands terminated and cancelled with immediate effect. Any other agreement/document purportedly in respect of the said premises, being an office space at QUBE, Office Unit No. 520, Plot No. 11D/31/1, Street No. 1111 (Major Arterial Road), within AA-11D, New Town, District: North 24 Parganas, measuring approximately 361 sq. ft. (super built-up area) situated on the 5th Floor of the said premises, bearing the same date/tenure is false, forged, unauthorized and not binding on the Licensor.

All members of the public, government authorities, statutory bodies and any agency are hereby strictly cautioned not to deal with, recognize or act upon any such document or representation in relation to the said premises, failing which they shall do so at their own risk and consequences.

Place: Kolkata, West Bengal
Date: 19.04.2026
Sd/-
SRIRAM KRISHNA JAJODIA
ADVOCATE

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন

সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র

সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,

সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,

প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

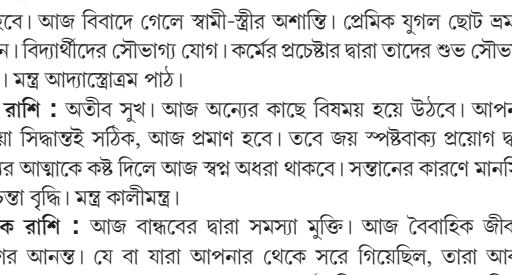

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১শে এপ্রিল, ৭ই বৈশাখ মঙ্গল বার। চতুর্থী তিথি, জন্মে বৃষ রাশি অষ্টোত্তরী রবি ও বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(আজ আদিগুরু শ্রী শ্রী শঙ্করাচার্য র শুভ ভুমিষ্ঠ তিথি।
কলিকাতা সারস্বত সমাজের উৎসব। বৈশাখী ষটপঞ্চমী। বিবাহ তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ট্রেন সময়মতো চালাতে পারে না, উন্নয়ন আনবে?

পুরুলিয়ায় দীর্ঘস্থায়ী ট্রেন বিলম্ব নিয়ে বিজেপি সাংসদকে তোপ অভিষেকের

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

৫ বছর ক্ষমতায় ছিল ওঁরা। ২০১৯ সাল থেকে পুরুলিয়া ডবল ইঞ্জিন সরকার দেখছে। কিন্তু বলরামপুরের মানুষ কী পেল? মঞ্চে উপস্থিত প্রার্থী ও সকল সাংগঠনিক নেতৃত্ব ও প্রণাম জানিয়ে অভিষেক নিজের ভাষণ শুরু করেন এবং বলরামপুর থেকে শান্তিরাম মাহাতোকে জয়ী করার আবেদন জানান। ২০১১ সালে আমাদের সরকার গঠনের আগে এই জায়গার অবস্থা কী ছিল? থানায় তালা ঝুলত, পুলিশকে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হত। এখন বলরামপুরে থানা দিনরাত খোলা থাকে। পাশাপাশি, মানুষ এখন মধ্যরাত পর্যন্ত নিশ্চিন্তে ঘোরাফেরা করতে পারেন। একসময় এই বলরামপুরেই দুই বিজেপি নেতার রহস্যজনক মৃত্যু হয়। একজন ত্রিলোচন মাহাতো, অন্যজন দুলাল কুমার। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিজেপি নোংরা রাজনীতি করেছিল এবং এখানে হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল। বিজেপি ২০১৯ ও ২০২১ সালে এই আসন থেকে জিতেছে। ২০২১ সালে শান্তিরাম মাহাতো মাত্র ৪৫০ ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন। যারা মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করে; অমিত শাহ তখন বলেছিলেন যে মৃত দুইজনের পরিবারকে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি দেবেন। ৮ বছর কেটে গেছে, আজ যদি তাদের ভাইয়েরা জ্যোতির্ময় মাহাতো সহ কোনও বিজেপি নেতাকে ফোন করে, তাদের ফোন পর্যন্ত ধরা হয় না। যারা নিজের দলের লোকদের কাছে করা প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি, তারা বলরামপুরের মানুষকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কোনও অবস্থায় নেই।

আমি এই বছরের জানুয়ারিতে পুরুলিয়ায় এসেছিলাম, আর এখানে যে ট্রেনগুলো চলে তার কথা বলেছিলাম। কোনও ট্রেনই সময়মতো চলে না। এখানকার সাংসদ, যিনি ট্রেনগুলো সময়মতো চালাতে পারেন না, তিনি কি এখানে উন্নয়ন আনতে পারবেন? বিজেপি মানে জিরো ওয়ারেন্টি। ওরা ৫ বছর ক্ষমতায় ছিল। ২০১৯ সাল থেকে পুরুলিয়া ডবল ইঞ্জিন সরকার দেখছে। কিন্তু বলরামপুরের মানুষ কী পেল? তবে, এখানে আমাদের খারাপ ফল সত্ত্বেও, গত ২ বছরে প্রায় ৮,০০০ পরিবার বাংলার বাড়ি-র টাকা পেয়েছে, আর এতে কেন্দ্রের কোনও অবদান নেই। এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রায় ৬৩,০০০ মহিলা লদীর ভাণ্ডার পান। বিজেপি বলছে তারা ক্ষমতায় এলে সব মহিলাকে ৩,০০০ টাকা করে দেবে। কিন্তু মনে রাখবেন, ওদের সব প্রতিশ্রুতি ভুয়ো। কৃষক বন্ধুতে ৪০,০০০ কৃষক উপকৃত হয়েছেন। যুবসাথীর অধীনে এই বিধানসভা থেকে ইতিমধ্যেই ২৮,০০০ যুবক উপকৃত হয়েছেন। পথশ্রী রাস্তাশ্রী-র অধীনে ৪৫ কোটি টাকার রাস্তা তৈরি হয়েছে। আসন্ন ভোটে শান্তিরাম মাহাতো জিতলে সব যোগ্য পরিবার বাংলার বাড়ির টাকা পাবেন। মহিলারা চিরকাল লদীর ভাণ্ডার পাবেন, এবং কেউ তা বন্ধ করতে পারবে না। আগামী পাঁচ বছরে প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছবে। এটাই আমাদের প্রতিশ্রুতি। আমাদের আরেকটি প্রতিজ্ঞা হল দুয়ারে চিকিৎসা; দুয়ারে সরকার শিবিরের মতো প্রতি ব্লক ও শহরে বার্ষিক স্বাস্থ্য শিবির। আর শেষ প্রতিজ্ঞা হল যেসব বয়স্ক মানুষ বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদন করেছেন; আমাদের সরকার আবার গঠিত হলে ৬ মাসের মধ্যে তাঁরা তা পাবেন। পুরুলিয়া শান্তি দা'র মতো নিবেদিতপ্রাণ প্রতিনিধি আর পাবে না। তাই নিশ্চিত করুন তিনি যেন জেতেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিন শেষ, এবার ভালো দিন আসছে, নিজের গড়ে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নন্দীগ্রাম: প্রথম দফার ভোটের দু'দিন আগে নিজের দুর্গ মেদিনীপুরে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপালেন শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার কখনও পথসভা, কখনও জনসভা; প্রতিটি মঞ্চ থেকেই তাঁর তির ছুটেছে মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূলের 'কৈশোরিক' রাজনীতির দিকে। পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরানো নিয়ে বড় প্রতিশ্রুতি দিলেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর ঘোষণা, রাজ্যে বিজেপি এলে নন্দীগ্রাম ও মেদিনীপুরের প্রায় ত্রিশ হাজার পরিযায়ী শ্রমিকের জন্য নিজের জেলাতেই কাজ ও থাকার বন্দোবস্ত হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি বিঁধে শুভেন্দুর মন্তব্য, উনি সেদিনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস পাননি। নন্দীগ্রাম আমার জন্মভূমি, মানুষের হৃদয়ে আমি আছি।

বদলের ডাক দিয়ে তিনি বলেন, পনেরো বছরের 'চোর' শাসন সরিয়ে একবার 'রাম'-কে সুযোগ দিন। ভোটারদের উদ্দেশে আশ্বাস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিন শেষ, এবার ভালো দিন আসছে। নির্ভয়ে বুথে যান। সারা দিন তাঁর চলাফেরায় ছিল বাড়তি আত্মবিশ্বাসের ছাপ। বোঝালেন, ২০২৬-এর এই লড়াই শুধু ভোট নয়, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় প্রচারের পারদ আরও চড়বে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

হাওড়া উত্তরে উন্নয়নের 'সংকল্প পত্র' নিয়ে তৈরি পদ্ম শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ২৯ এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট। তার আগে হাওড়া উত্তরের ঘরে ঘরে প্রতিশ্রুতির সংকল্প পত্র পৌঁছে দিচ্ছে পদ্ম শিবির। হাওড়া উত্তরের বিজেপি প্রার্থী উমেশ রায়ের প্রচারপত্রের মূল সুর, পাল্টানো দরকার, চাই নতুন সরকার। উমেশের দাবি, আমি এই কেন্দ্রে নির্বাচিত হলে আগামী দু'বছরে জমির অধিকার মিটিয়ে নিকাশির মূল মানচিত্র তৈরি হবে। অতীতের শিল্প নগরীর অন্যতম এই কেন্দ্রে ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য আলাদা কারখানা অঞ্চল গড়া হবে।

পুরাতন বাজারের স্থানে আসবে বাতানকুল বাজার, সালকিয়া, হাওড়া স্টেশন এলাকায় বহুতল গাড়ি রাখার ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ আছে তার বিধানসভার 'সংকল্পপত্রে'।

পাশাপাশি হাওড়া উত্তর বিধানসভার অন্যতম ইস্যু নিয়েও সরব বিজেপি প্রার্থী। তাই নিয়মিত নালা সাফাই, খোলা নর্দমা ঢেকে দেওয়া, এক বছরের মধ্যে উত্তর হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জলের সঙ্কট মেটানোর উপর জোর দিচ্ছেন উমেশ। এছাড়াও তার সংকল্পপত্রে শতাধিক বছর প্রাচীন জিটি রোড থেকে নস্করপাড়া রোড; সমস্ত পুরনো রাস্তা সাজবে নতুন সাজে। সালকিয়া উড়ালপুল দ্রুত চালু করে যানজট কমানোর আশ্বাসও দিচ্ছেন বিজেপির প্রার্থী উমেশ রাই।

উমেশের অভিযোগ, এই কেন্দ্রে কোনও হাসপাতাল, পলিটেকনিক কলেজ নেই। তাই তিনি নির্বাচিত হলে এই কেন্দ্রে স্থানীয় যুবকদের জন্য দু'বছরে তৈরি হবে কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র। দেশের যে কোনও প্রান্ত থেকে আসা কলকাতার প্রবেশদ্বার হাওড়া স্টেশন লাগোয়া এলাকাতে তৈরি হবে বিশ্বমানের বাস ও ট্যাক্সি স্ট্যান্ড।

পাশাপাশি ধুঁকতে থাকা সত্যবালা হাসপাতালে একশো শয্যার নতুন বিভাগ সহ একাধিক জ্বলন্ত ইস্যুকে প্রতিশ্রুতির তালিকায় সাজিয়েছেন এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী উমেশ রাই। উমেশ বলেন, এই এলাকায় সাহেববাগান মাঠ-সহ সব খেলার জায়গা শিশু ও বয়স্কদের উপযোগী করে তোলা হবে। প্রতি এলাকায় বাসিন্দাদের সমস্ত অভিযোগের 'জনশুনানি' হবে, যাতে অভিযোগ মিটবে দ্রুত। সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এই নির্বাচনের মাধ্যমে হাওড়া উত্তর তথা পশ্চিমবঙ্গে ভয় দূর হোক, ভরসা আসুক।

ভোটের ময়দানে যোগীর 'উন্নয়ন' বনাম 'খেলা শেষ' বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পিংলা: পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী উত্তাপের মাঝে রাজ্যে এসে কড়া সুরে বার্তা দিলেন যোগী আদিত্যনাথ। পিংলার জনসভা থেকে তিনি নিজের রাজ্যের উদাহরণ টেনে দাবি করেন, ২০১৭-এর আগে উত্তরপ্রদেশজুড়ে অরাজকতা ছিল। এখন দাঙ্গা নেই, কার্ফু নেই, গুণ্ডা-মাফিয়াদের অস্তিত্ব নেই। তাঁর কথায়, উন্নয়ন দেখতে হলে উত্তরপ্রদেশে আসুন, সব চাঙ্গা।

একই সঙ্গে শাসক দলকে নিশানা করে তিনি বলেন, গত পনেরো বছরে মমতা দিদির নেতৃত্বে অরাজকতা চলছে। মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাঁর সাফ বার্তা, তওরা বলে খেলা হবে, আমি বলছি খেলা শেষ, উন্নয়ন শুরু।

এর আগে উত্তরবঙ্গেও একই সুরে আক্রমণ শানিয়েছিলেন তিনি। হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, যারা এখন ধমকি দিচ্ছে, চার মে-র পর তাদের উল্টো গুনতি শুরু হবে। মাফিয়া দমনে তাঁর সরকারের ভূমিকার প্রসঙ্গ টেনে যোগীর মন্তব্য, বুলডোজার চলেছে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে গরিবদের ঘর বানানো হয়েছে। ফলে ভোট যত এগোচ্ছে, ততই রাজনৈতিক ভাষণের তাপমাত্রা বাড়ছে; আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণে সরগরম রাজ্য রাজনীতি।

নতুন শোরুমের উদ্বোধন করলেন বলিউড অভিনেত্রী টিনা আহুজা

কলকাতা কলকাতার: বারাসাতে মেহানাজ জুয়েলস বাই কান্দা ব্রাদার্স-এর শোরুমের সফল ও জমকালো উদ্বোধনের মাধ্যমে গয়নার খুচরো ব্যবসার জগতে এক নতুন মাইল ফলকের সূচনা হল। এই নতুন প্রিমিয়াম শোরুমের উদ্বোধন করলেন কিংবদন্তী অভিনেতা গোবিন্দার কন্যা বলিউড অভিনেত্রী টিনা আহুজা। কলকাতার বারাসাত পোস্ট অফিসের পাশে অবস্থিত এই শোরুমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাসিন্দা এবং গয়না প্রেমীদের বিশাল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কান্দা ব্রাদার্সের ডিরেক্টর সাহেব সিং, ডিরেক্টর জশনপ্রিত সিং এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও করণজিৎ সিং।

ভোটের অশান্তি মোকাবিলা করতে বিপুল কুইক রেসপন্স টিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রথম দফার বিধানসভা ভোটে যেকোনও রকম অশান্তির ঘটনার দ্রুত মোকাবিলা করতে বিপুল সংখ্যক কুইক রেসপন্স টিম তৈরি করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফার ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য মোট ২ হাজার ১৯৩টি দল মোতায়েন করা হচ্ছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে। কুইক রেসপন্স টিম মোতায়েনের ক্ষেত্রে অশান্তি প্রবণ ও সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলাতেই সর্বাধিক ২১৯টি কুইক রেসপন্স টিম রাখা হয়েছে। তার পরেই রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর, যেখানে মোতায়েন হচ্ছে ২৫৩টি টিম। পশ্চিম মেদিনীপুরেও থাকছে ২৪৮টি টিম। উত্তরবঙ্গেও ব্যাপক সংখ্যায় মোতায়েনের পরিকল্পনা রয়েছে। কোচবিহারে ১৩৩, আলিপুরদুয়ারে ৭০, জলপাইগুড়িতে ৮৩ এবং জলপাইগুড়ি পুলিশ জেলায় ৬৯টি টিম রাখা হয়েছে। দার্জিলিংয়ে ৫২, শিলিগুড়িতে ৩৯ এবং কালিম্পংয়ে ১৭টি টিম থাকবে। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ পুলিশ জেলায় ৬৫ এবং ইসলামপুর পুলিশ জেলায় ৫৪টি টিম মোতায়েন করা হচ্ছে। দক্ষিণ দিনাজপুরে থাকছে ৭৫টি টিম। জঙ্গলমহল এলাকাতেও কড়া নজরদারি থাকছে। বাঁকুড়ায় ১৮০, পুরুলিয়ায় ১৩৯ এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ২৪৮টি টিম থাকবে। বীরভূমে ১৬১ এবং মালদায় ১৫৭টি টিম মোতায়েনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। শিল্পাঞ্চলেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটে ১১৩ এবং ব্যারাকপুর কমিশনারেটে ৬৬টি কুইক রেসপন্স টিম থাকবে।

ভোটের দিন যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে দ্রুত হস্তক্ষেপ করতেই এই বিশেষ বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। কমিশন সূত্রে খবর, কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে এই টিমগুলি কাজ করবে।

কলকাতা বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী আকিব গুলজারের সমর্থনে প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ আজহারউদ্দিন রোড শো। ছবি: অদিতি সাহা

সিভিক, ভিলেজ ও গ্রিন পুলিশকে ভোটের ডিউটি থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে সিভিক পুলিশ, ভিলেজ পুলিশ এবং গ্রিন পুলিশদের এবার ভোটের ডিউটি তো বটেই অন্য কোনো কাজেই ব্যবহার করা যাবে না। প্রথম দফার ভোটের মাত্র তিন দিন আগে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। ওই কর্মীদের রিজার্ভ পুলিশ লাইনে পাঠাতে হবে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের জারি করা নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, ভোটের তিন দিন আগে অর্থাৎ পি মাইনাস থ্রি ডেতে সমস্ত সিভিক পুলিশ, ভিলেজ পুলিশ এবং গ্রিন পুলিশ সেখানে থাকাকালীন তাঁদের নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও কাজেও তাঁদের নিযুক্ত করা যাবে না বলে স্পষ্ট জানানো হয়েছে।

তবে ভোটের দিন তাঁরা সাধারণ পোশাকে এসে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। ইউনিফর্ম পরে ভোটকেন্দ্রে আসার অনুমতি নেই বলেও নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত পুলিশ কমিশনার, জেলা পুলিশ সুপারদের এই নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করার কথা বলা হয়েছে।

কোনও রকম অন্যথা হলে তা গুরুতরভাবে দেখা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন একের পর এক কড়া পদক্ষেপ করছে। বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থেকে শুরু করে সিসিটিভি নজরদারি; সব দিকেই নজর রাখা হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে এবার সিভিক ভলান্টিয়ারদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২১ এপ্রিল ২০২৬, ৭ বৈশাখ ১৪৩৩ মঙ্গলবার

উধাও ডিসি? দুই ছেলে-সহ ইডির তলব শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাল গোটাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বেহালার প্রোমোটার জয় কামদারকে ধরার পর এবার নজরে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিংহ বিশ্বাস। ফার্ন রোডের বাড়িতে তল্লাশির পর তাঁকে সল্টলেকের দপ্তরে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে ইডি। সঙ্গে ডাক পড়েছে তাঁর দুই ছেলেরও। যদিও তদন্তের ডাকে সাড়া না দিয়ে আচমকাই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। কেন্দ্রীয় সংস্থার তলব সত্ত্বেও তিনি হাজির না হওয়ায় রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে।

রবিবার ভোরে তাঁর বালিগঞ্জের বাসভবনে দীর্ঘ তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কিন্তু গোটা সময়জুড়ে তাঁকে সামনে পায়নি তদন্তকারীরা। যদিও তাঁর পুত্রের দাবি, বাবা বাড়িতেই ছিল। জাস্ট নরমাল একটা এনকোয়ারি চলছে। এই বক্তব্যের সঙ্গে তদন্তকারী সংস্থার দাবি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তদন্তকারীদের সন্দেহ, বেহালার এক ব্যবসায়ী ও আরেক বিতর্কিত ব্যক্তির সঙ্গে আর্থিক যোগসূত্র থাকতে পারে। সেই সূত্রেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে ও তাঁর দুই পুত্রকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে কেউই হাজির না হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে; ইচ্ছাকৃত এড়িয়ে যাওয়া, না কি অন্য কোনও কারণ? প্রশাসনিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে; এই ঘটনায় আরও বড় তথ্য সামনে আসতে পারে। তদন্তকারীদের দাবি, সোনা পাপ্পু ও ধৃত প্রোমোটার জয়ের সঙ্গে শান্তনুর যোগসূত্র মিলেছে। কালীঘাট থানার দায়িত্বে থাকার সময় এই পরিচয় গড়ে উঠেছিল কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে, জানাচ্ছে সংস্থা। জয়ের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন হয়েছে কি না, তা জানতেই বাবা-ছেলে তিনজনকে মুখোমুখি বসাতে চায় ইডি। রবিবার দীর্ঘ জেরার পর জয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকরা ছাড়লে আদালতে তোলা হবে। শান্তনুর এক পুত্রের দাবি, বাবাকে আগেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। যদিও ইডি বলছে, তল্লাশির সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। বালিগঞ্জের গোলমালে নাম জড়ালেও সোনা পাপ্পু এখনও অধরা। এর আগে এক আইপিএসকেও ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। প্রশাসনিক মহলের প্রশ্ন, আইনের রক্ষকের সঙ্গে অভিযুক্তের সখ্য কতটা গভীর? উত্তর খুঁজছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

বেলডাঙা মামলায় নতুন মোড়

■ বেলডাঙার অশান্তি ঘিরে আইনি লড়াইয়ে নতুন অধ্যায় শুরু। ১৫ জন অভিযুক্তের জামিনের বিরুদ্ধে এবার ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি সরাসরি দরজায় কড়া নাড়ল কলকাতা হাইকোর্ট-এর ডিভিশন বেঞ্চে। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেঞ্চে এই আবেদন ওঠায়, আগামী শুনানি ঘিরে জোর জল্পনা। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, সাধারণ মামলায় চার্জপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা ৯০ দিন হলেও, এই ক্ষেত্রে বিশেষ আইনের আওতায় সময়সীমা ১৮০ দিন। তাদের যুক্তি, এই বিধান সম্পর্কে আদালতকে আগেই জানানো হয়েছিল। ঘটনার সূত্রপাত মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় সহিংসতায়। ভাঙচুর, হামলা, এমনকি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধির উপর আক্রমণের অভিযোগও ওঠে। সেই প্রেক্ষিতে তদন্তভার নেয় এনআইএ। এর আগে আদালতের নির্দেশেই এই তদন্ত শুরু হয়, যদিও সেই নির্দেশ নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে টানাপোড়েনও কম হয়নি।

তৃণমূলকে সরানোর ডাক রিজিজুর

■ কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু মনে করালেন পুরনো দিনের কথা। বললেন, একটা সময় ছিল যখন পশ্চিমবঙ্গ যা আগে ভাবত, পরে পুরো দেশ সেটা ভাবত। আজ সেই রাজ্যের কতটা অবনতি হয়েছে, দেখে খারাপ লাগে। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গের হারানো সম্মান ফেরাতে তৃণমূলকে সরাতেই হবে। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার অলিগলি; সর্বত্র পরিবর্তনের হাওয়া বইছে বলেও জানান তিনি। মানুষ তৃণমূলকে সরাবেই। এটা নিশ্চিত। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিই সরকার গড়বে, মন্তব্য মন্ত্রীর। মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ না হওয়া নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করে রিজিজু বলেন, দেরি হলেও এই বিল পাশ হবেই। বিজেপি মেয়েদের জন্য কাজ থামাবে না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজে মহিলা হয়েও দল বিলের বিরোধিতা করেছে, এই নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। এই দলগুলোর নারী-বিরোধী চেহারা সামনে চলে এসেছে, বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অনুপ্রবেশ, সংখ্যালঘু তোষণ ও নারী নিরাপত্তা নিয়েও সরব হন তিনি।

তৃণমূলকে কটাক্ষ নাড্ডার

■ রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে এসে শাসক দলকে একযোগে নারী-বিরোধী ও দুর্নীতিগ্রস্ত বলে কটাক্ষ করলেন জেপি নাড্ডা। তাঁর অভিযোগ, বাংলায় নারী নির্যাতন, অপহরণ ও খুনের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। সভামঞ্চ থেকে তিনি বলেন, এখানে নারীরা নিরাপদ নন, এই সরকার তাঁদের শক্তিকে রুদ্ধ করছে। সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষণ বিলের বিরোধিতা প্রসঙ্গ টেনে নাড্ডার বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা অসম্মান করেছে রাজ্যের সরকার। পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও আর্থিক অনুদান নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের দ্বন্দ্বও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর দাবি, কেন্দ্র বহু গুণ বেশি অর্থ দিয়েছে, কিন্তু রাজ্য সেই সুবিধা গ্রহণ করছে না। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প নিয়েও তোপ দেগে বলেন, তআট বছর ধরে বলছি, মানুষের স্বার্থে এই প্রকল্প নিন, তবু রাজ্য পিছিয়ে। কৃষকদের আর্থিক ক্ষতির কথাও তুলে ধরে তাঁর মন্তব্য, চাষিরা বঞ্চিত, অথচ দুর্নীতির জাল বিস্তৃত। শাসক দলের বিরুদ্ধে কাটমানি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে নাড্ডা বলেন, যে অর্থ মানুষের প্রাপ্য, তা লুঠ হয়েছে। সভার শেষে তাঁর দাবি, রাজ্যের মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে মনস্থির করেছে; এবার ধুলো ঝেড়ে ফেলার সময় এসেছে।

জনতার রায়েই বিদায় তৃণমূলের, ইডি-সিবিআই লাগবে না: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে শাসক দলের 'ধরপাকড়-ভয়' উড়িয়ে দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর সাফ কথা, বাংলার মানুষ মনস্থির করে ফেলেছে। তৃণমূলকে এবার নির্বাসনে পাঠাবে। পুলিশকর্তা শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের গ্রেপ্তারি নিয়ে প্রশ্নে শমীকের নির্লিপ্ত জবাব, উনি সরকারি আধিকারিক। কেন ডাকা হচ্ছে, কেন জেরা হচ্ছে; আমাদের জানা নেই। জানার দরকারও মনে করি না। জয় কামদার, সোনা পাপ্পু যোগের প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি বলেন, দেবাশিস কুমার হোন বা অন্য কেউ, কে ধরা পড়ল তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কেন্দ্রীয় সংস্থা দিয়ে সরকার ফেলা যায় না বলেই দাবি তাঁর। হরিয়ানায় বদল হয়েছে, দিল্লিতেও হয়েছে। রাহুল গান্ধি সুবিধা নিয়ে দলকে কিছু

দিতে পারেননি। তৃণমূল ভাঙছে জনতার চাপে, বলেন শমীক। কমিশনের তালিকা নিয়ে তৃণমূলের মামলাকে কটাক্ষ করে তাঁর মন্তব্য, আইন যাঁরা মানেন না, তাঁদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ জমা পড়েছে। শেষে হুঁশিয়ারি, এখনও ঘরে ঘরে গিয়ে ভয় দেখানো চলছে, পোস্টার ছেঁড়া হচ্ছে। কমিশন ব্যবস্থা নিক। নিলেই বোঝা যাবে।

ভোটের আবহে কমিশনের সাঁড়াশি অভিযান, এক রাতে পুলিশের জালে শতাধিক দাগি

ভোটের মুখে ধরপাকড়ের ভয়, আদালতের দরজায় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে প্রথম দফার ভোটের বাদ্যি বাজার আগেই ময়দানে নেমেছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে অশান্তি রুখতে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে সোমবার রাতে রাজ্যজুড়ে এক বিশাল তল্লাশি অভিযান চালাল পুলিশ। কমিশনের কড়া নির্দেশে ঘুম উড়েছে অসামাজিক তত্ত্বর। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে কোচবিহার থেকে মুর্শিদাবাদ; রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাকড়াও করা হয়েছে ১০৬ জন দাগি অপরাধীকে।

নির্বাচন ভবনের স্পষ্ট বার্তা ছিল, যাদের বিরুদ্ধে পুরনো ফৌজদারি মামলা রয়েছে বা যারা এলাকায় গোলমাল পাকাতে ওস্তাদ, তাদের কোনোভাবেই রেয়াত করা যাবে না। সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে সোমবার রাতভর সক্রিয় ছিল প্রশাসন। পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, সুষ্ঠুভাবে ভোট করানোই আমাদের লক্ষ্য। তাই তালিকা ধরে সমাজবিরোধীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এই অভিযানে কোনও রাজনৈতিক রং দেখা হচ্ছে না। তবে এই ব্যাপক ধরপাকড় নিয়ে আমজনতার মিশ্র প্রতিক্রিয়া মিলেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক বাসিন্দা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, রাতের অন্ধকারে যাদের আনাগোনা ভয়ের কারণ ছিল, তারা শ্রীঘরে যাওয়ায় অন্তত নির্ভয়ে বুথে যেতে পারব বলে

মনে হচ্ছে। অন্যদিকে, বিরোধী শিবিরের একাংশের মতে, এই অভিযান যেন কেবল নির্দিষ্ট কয়েকজনের ওপর সীমাবদ্ধ না থাকে। ২৩ এপ্রিলের রণক্ষেত্রে প্রায় ৪০ হাজার রাজ্য পুলিশ এবং বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে কার্যত দুর্ভেদ্য নিরাপত্তার চাদর বিছিয়ে দিতে চাইছে কমিশন। সাধারণ মানুষের এখন একটাই দাবি; রক্তপাতহীন এক গণতান্ত্রিক উৎসব।

অন্যদিকে, ভোটের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে গ্রেপ্তারির আতঙ্কে কাঁপছে শাসক শিবির। তৃণমূলের দাবি, প্রথম দফার বল ভোটের আগে আটশো জনকে তুলে নেওয়া হতে পারে। তালিকায় মাঠের কর্মী থেকে প্রার্থী; বাদ নেই কেউই। সোমবার দানিশ শেখ নামে এক আবেদনকারী কলকাতা হাইকোর্টে আর্জি জমা দেন। তাঁর বক্তব্য, কমিশনই নামের ফর্দ বানিয়েছে। অবিলম্বে বিচার বিভাগ নাক গলাক। আজ তার শুনানি হতে পারে। প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের কাছে বিষয়টি তোলা হয়েছে।

দলীয় সূত্রের অভিযোগ, পরিকল্পনা করে ভোটের আগে সংগঠন ভাঙার চেষ্টা চলছে। প্রসঙ্গত, কয়লা মামলায় ভোটকুশলী সংস্থার কর্তা ভিনেশ চান্ডেল ইতিমধ্যে ধৃত। আরও কয়েকজনকে ডেকেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এর মধ্যেই এক রাতে একশো পঁয়ত্রিশ জনকে পাকড়াও করেছে পুলিশ। প্রশাসনের দাবি, রুটিন অভিযান। কিন্তু ভোটের কয়েক ঘণ্টা আগে একসঙ্গে এত লোক ধরা পড়ায় সরব রাজনৈতিক মহল।

গত ১২ এপ্রিল, খণ্ডঘোষের সভা থেকে বড়সড় ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা প্রকাশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মমতা বলেন, বিরোধীদের প্ল্যান স্লো ভোটিং। স্লো কাউন্টিং। প্রথমে দেখাবে বিজেপি জিতছে। অনেককে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করছে। মধ্যরাত থেকে অপারেশন শুরু হবে। খবর আমরাও পাই। টিভিতে যদি দেখায় ওরা জিতছে, মিথ্যে বলছে। বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে কমিশন তৃণমূলের বিরুদ্ধে এহেন নানা চক্রান্ত করছে বলেই সরব হন মমতা।

অভিষেক এখনও শিশু আছেন

অপরাজিতা বিল ইস্যুতে কটাক্ষ অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অপরাজিতা বিল ইস্যুতে এবার অভিষেক ব্যানার্জিকে নিশানা করলেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, রবিবার পানিহাটিতে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে এসে অভিষেক ব্যানার্জি অভয়ার মায়ের কাছে আবেদন রেখেছেন, আগামী ২৪ এপ্রিল সভা মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীকে বলতে যাতে রাষ্ট্রপতি অপরাজিতা বিল পাশে সম্মতি দেন। এপ্রসঙ্গে সোমবার সকালে ভাটপাড়ার দলীয় প্রার্থী পুত্র পবন কুমার সিংয়ের সমর্থনে ভোট প্রচারে বেরিয়ে নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, অভিষেক এখনও শিশু আছেন। ওই শিশুটাকে আগে ওকে বড় হতে দিন। অভিষেকের অভিযোগ, বিজেপি নাকি লাশের ওপর রাজনীতি করে। এই বিষয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১০০ জন খুন হয়েছেন। ২০২১ সালের পর ৭০ জনকে খুন করা হয়েছে। তাহলে লাশের ওপর কে রাজনীতি করে, তা সকলেই জানেন। প্রসঙ্গত, রবিবার

বালিগঞ্জের ফার্ন রোডে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বাড়িতে এবং বেহালায় ব্যবসায়ী জয় কামদারের বাড়িতে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি অভিযান চালান ইডির আধিকারিকরা। জয়কে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা ইডি কিংবা সিবিআই দিয়ে ভয় দেখানোর বিষয় নয়। ইডির আধিকারিকরা চোরদের ধরতে গিয়েছিল। মমতা ব্যানার্জিকে নিশানা করে প্রাক্তন সাংসদ তথা লড়াকু পদ্ম নেতা বলেন, মমতা ব্যানার্জি যেই রাস্তায় হাঁটছেন, সেই রাস্তায় উনি জবাব পাচ্ছেন। রবিবার ঝাড়গ্রামে প্রচারে এসে মোদীজি বলেছেন, অনেক জেলায় তৃণমূল শূন্য হয়ে যাবে। এপ্রসঙ্গে তাঁর দাবি, তৃণমূল শূন্য হয়ে যাবে না, তৃণমূল শূন্য হয়ে গেছে।

দলীয় প্রার্থী সুদীপ্ত দাসকে সঙ্গে নিয়ে হালিশহরে রোড শো মিঠুন চক্রবর্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার বিকেলে দলীয় প্রার্থী সুদীপ্ত দাসকে সঙ্গে নিয়ে হালিশহরে রোড শো করেন মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী। এদিন তিনি হুডখোলা গাড়িতে চেপে বীজপুর কেন্দ্রের হালিশহর চৌমাথা বাজার থেকে সরকার বাজার পর্যন্ত রোড শো করেন। সঙ্গে ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ, হালিশহরের প্রাক্তন পুরপ্রধান রাজু সাহানি। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা অগণিত মানুষজনকে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানালেন মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী। রোড শো শেষে বীজপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস বলেন, মহানায়ক হলেন উত্তম কুমার। আর বাংলার নায়ক মিঠুন চক্রবর্তী। তাঁর কটাক্ষ, মমতা ব্যানার্জির সাজানো মহানায়ক নয়। বাঙালির মনে মননে গেঁথে রয়েছেন উত্তম কুমার ও মিঠুন চক্রবর্তী। তাই বাংলার নায়ককে দেখতে সাধারণ মানুষ রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমিয়েছিলেন। সুদীপ্তের কথায়, মানুষের উচ্ছ্বাস দেখে মনে হচ্ছে, মানুষ পরিবর্তন চাইছে।

নির্বাচনী প্রচারে বরানগরের তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধে অভিনেত্রী নুসরতকে তলব করল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতি মামলায় এবার ডাক পড়ল অভিনেত্রী নুসরত জাহানের। রেশন দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ২২ এপ্রিল বুধবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে যেতে বলা হয়েছে তাঁকে। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, একটি বিশেষ সূত্র ধরে রেশন দুর্নীতি মামলায় অভিনেত্রীর নাম উঠে এসেছে। কয়েক বছর আগে যখন বাংলাদেশে গম পাচারের অভিযোগ উঠেছিল, সেসময়ে নুসরত জাহান বসিরহাটের সাংসদ ছিলেন। সেই সময়ে কোনও আর্থিক লেনদেন হয়েছিল কিনা, সেটা খতিয়ে দেখতেই টলিউড অভিনেত্রীকে আগামী বুধবার ইডির দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তবে নুসরতের ঘনিষ্ঠদের সূত্রে খবর, ইডি-র ডাকে সাড়া দেবেন অভিনেত্রী। কিন্তু তিনি কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে নয়, দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সংস্থার সদর দপ্তরে যাবেন বলে জানিয়েছেন। আগে

ফ্ল্যাট-প্রতারণা মামলায় নুসরতকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। ২০২৩ সালে বসিরহাটের তৎকালীন তৃণমূল সাংসদকে প্রায় ৬ ঘণ্টা সিজিও কমপ্লেক্সে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন তদন্তকারীরা। সাংসদ-অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে ফ্ল্যাট-প্রতারণার অভিযোগ এনেছিলেন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা। উল্লেখ্য, কিছু দিন আগেই সঙ্গী যশ দাশগুপ্তের সঙ্গে ছুটি কাটাতে বিদেশে গিয়েছিলেন নুসরত, যদিও ইডির ডাক প্রসঙ্গে অভিনেত্রীর তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ভয় কাটিয়ে রাস্তায় মানুষ, নীরব স্রোতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত!

বাংলার ভোটে বাড়ছে বিজেপির প্রতি ঝোঁক

দেবাশিস দে

রাজ্যের নির্বাচনী আবহ যত ঘনাচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে এক ভিন্ন বাস্তবতা। প্রকাশ্যে বড় কোনও 'হাওয়া' চোখে না পড়লেও, নীরবে তৈরি হওয়া 'চোরা স্রোত' এখন ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এই স্রোতের কেন্দ্রে রয়েছে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, হতাশা এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা; যা ধীরে ধীরে বিজেপির দিকে সমর্থন হিসেবে গড়ে উঠছে। ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। বহু জায়গায় দেখা যাচ্ছে, মানুষ ভয় কাটিয়ে প্রকাশ্যে রাস্তায় নামছেন এবং নিজেদের মতামত স্পষ্টভাবে তুলে ধরছেন। ওই বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এই পরিবর্তনই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, নীরব সমর্থন এখন ধীরে ধীরে প্রকাশ্য রূপ নিতে শুরু করেছে। রাজ্যের শাসনব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিনের অভিযোগ; তোলাবাজি, কাটমানি ও সিন্ডিকেট রাজ নিয়ে সাধারণ মানুষের অসন্তোষ ক্রমশ তীব্র হয়েছে বলে দাবি উঠছে। গ্রাম, শহর ও আধা-শহর; সব ক্ষেত্রেই এই সমস্যার প্রভাব পড়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। পাশাপাশি, কৃষকদের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য এবং

ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা গ্রামীণ অর্থনীতিতে চাপ বাড়িয়েছে। ফলে কৃষক সমাজের মধ্যেও ক্ষোভ জমা হয়েছে। নারী সুরক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি বাড়ছে বলেই দাবি করা হচ্ছে। এই সব মিলিয়ে একধরনের সামগ্রিক অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, যা এখন ভোটের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে উঠছে। এর পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের গুণীজনদের একাংশ;বিশেষত প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক ও পেশাজীবীদের মধ্যে; খোলাখুলি বিজেপির প্রতি সমর্থনের কথা সামনে আসছে বলে জানা গিয়েছে। অতীতে যা খুবই বিরল ছিল, সেই প্রবণতার পরিবর্তনকেও রাজনৈতিক মহল তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের দাবি, এই পরিস্থিতির জেরেই মানুষ ধীরে ধীরে বিকল্প শক্তির দিকে ঝুঁকছেন এবং সেই জায়গায় বিজেপি নিজেদের একটি গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটব্যাংকের মধ্যে একধরনের ঐক্যবদ্ধ প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে তাঁদের মত। অন্যদিকে, নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ঘিরে উত্তেজনাও বাড়ছে। বিজেপির বিভিন্ন অনুমোদিত কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া এবং প্রচারে বিঘ্ন ঘটানোর অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এই ধরনের ঘটনাগুলি শাসক দলের অস্বস্তি বা চাপে থাকার ইঙ্গিত বহন করতে পারে। ইতিমধ্যেই ভবানীপুরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সমর্থনে লাগানো পোস্টার, ব্যানার ও পতাকা ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ সামনে এসেছে। শুধু একটি এলাকাই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই একই ধরনের খবর পাওয়া যাচ্ছে বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের একাংশের। এই ঘটনাগুলি ঘিরে প্রশ্ন উঠছে; নির্বাচনের ময়দানে প্রতিযোগিতা যত বাড়ছে, ততই কি শাসক দল চাপ অনুভব করছে?

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সাম্প্রতিক জনসভাগুলিতেও আগের মতো স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে দাবি করা হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে প্রকাশ্যেই সরকারের প্রতি অনাস্থার কথাও উঠে আসছে বলে জানা গিয়েছে।

এই সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ থেকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের অভিমত, এবারের নির্বাচনে শাসক দল আগের তুলনায় অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে এবং ফলাফল নিয়ে একধরনের শঙ্কাও তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, সেই শূন্যস্থানেই বিজেপির প্রতি সমর্থন ক্রমশ সংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

তবে শাসক দল সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে উন্নয়নমূলক কাজ ও সামাজিক প্রকল্পের সাফল্যের কথাই তুলে ধরছে। তাদের দাবি, বিরোধীরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এবং বাস্তবে মানুষের সমর্থন এখনও সরকারের পক্ষেই রয়েছে।

সব মিলিয়ে, বাংলার ভোট রাজনীতিতে এখন সবচেয়ে বড় আলোচ্য বিষয়;এই নীরব কিন্তু ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠা 'চোরা স্রোত'। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই স্রোতই শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের ফলাফলে নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে।

সম্পাদকীয়

দল বলছে এক, দলনেত্রী বলছেন আর এক, আইপ্যাক নিয়ে বিভ্রান্ত তৃণমূল

তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি। নেপথ্যে একটি নেহাতই মামুলি ই-মেইল। একটি সংস্থা তাদের কর্মীদের পাঠিয়েছে ওই ই-মেইল। আপাত ভাবে ওই মেইলের সঙ্গে বাংলার আম জনতার কোনও সম্পর্ক নেই, থাকার কথাও নয়। কিন্তু আইপ্যাক কর্তৃপক্ষের সাময়িক কাজ বন্ধের বার্তা ঝড় তুলে দিয়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে। এর অভিঘাত এমনই, যার জেরে প্রকাশ্য জনসভা থেকে মুখ খুলতে হয়েছে খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি বলছেন, আইপ্যাকের একজনেরও চাকরি যাবে না, আমরা প্রয়োজনে ওদের এখানে চাকরি দেবো। এদিকে খোদ দলনেত্রী যখন এমন কথা বলছেন, তখন সংবাদমাধ্যমে মেজ, সেজ তৃণমূল নেতারা বলে বেড়াচ্ছেন ভুয়ো খবর। 'সব ঠিক হ্যায়'। বুঝুন অবস্থা! কী বলবেন একে, দ্বিচারিতা নাকি বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা! বাস্তবটা হল। একের পর দুর্নীতি ও বিদেশে টাকা পাচারের অভিযোগে কার্যত।জেরবার আইপ্যাক ও তার শীর্ষকর্তারা। এই নিয়ে বহুদিন থেকেই তারা ইডির স্ক্যানারে। এবার ইডি সক্রিয় হতেই একেবারে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে ওই ভোটকুশলী সংস্থার। এর আগে কলকাতায় সংস্থার অন্যতম কর্তা প্রতীক জৈনের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি করে ইডি। তখনকার মতো সরকারি কর্মকর্তা ও পুলিশ নিয়ে গিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে গিয়ে ইডির তল্লাশিতে বাধা দেন। কয়েকদিন আগেই ইডির হাতে গ্রেফতার হন সংস্থার আর এক কর্তা ভিনেশ চান্দেল। বাস্তবে ভিনেশ গ্রেফতার হতেই একেবারে খাদের কিনারে চলে যায় আইপ্যাক। এরপর সংস্থার পক্ষে তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। এর ওপর আর এক কর্তা ঋষিরাজ সিংকে এবার দিল্লিতে তলব করেছে ইডি। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শনিবার বেশি রাতে তারা কর্মীদের কাজ বন্ধ রাখার ও আপাতত অফিসে না আসার নির্দেশ দেয়। যে বার্তা নিয়েই আপাতত তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি। তবে তৃণমূল যে এতে বড়সড় প্যাঁচে পড়েছে তা দলের মধ্যে একাধিক বক্তব্যেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কারণ, তৃণমূলের হয়ে ভোটগণনা পর্যন্ত সবটাই ছকে রেখেছিল তারা। ফলে তৃণমূল এখন মাঝ সমুদ্রে দিশাহীন নৌকা।

শব্দছক ১৩৭

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	৫
	■	৬			■	৭	
৮	৯		■	১০	১১	■	
১২		■	১৩			১৪	■
■	১৫	১৬			■	১৭	১৮
১৯	■	২০		■	২১		
২২	২৩	■	২৪			■	
২৫				■	২৬		

পাশাপাশি: ১. পরিধেয় বস্ত্র ৩. পাকা ব্যবস্থা ৬. আকাশ ৭. নক্ষত্র ৮. ছানার মত দুগ্ধজাত বস্তু ১০. পক্ক ১২. ভারত লাগোয়া মরুভূমি ১৩. সমাধান ১৫. ভারতীয় নারী ১৭. গুণি-র কাব্যরূপ ২০. বুক ২১. সর্বোচ্চ ২২. বৃহৎ সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী ২৪. পাট বিহিন ২৫. অসংলগ্ন বুল কথাবার্তা ২৬. কম্পন প্রাপ্ত

ওপর-নিচ: ১. বনের রাস্তা ২. শহর ৩. উত্তরাখণ্ডের গাঢ়োয়াল হিমালয়ের এক হিমবাহ ৪. পর্ণ ৫. ব্যাধ ৯. অন্তাক্ষরহীন 'নীরভাসা' ১১. বাবার ভাই ১৩. প্রতিক্ষণের সূচক ১৪. মস্করা ১৬. উচ্চধ্বনি ১৮. ডোবানো ১৯. প্রতিনিধি ২১. আপেক্ষিক সৌন্দর্য ২৩. সাদৃশ

সমাধান ১৩৬ — পাশাপাশি: ১. ঘর ২. পরিচয় ৪. বাচা ৬. রাজধানী ৮. কাশন ১০. তলা ১১. অন্তরা ১২. শশক ১৪. সন ১৬. চয়ন ১৭. পুরনর ১৯. রাম ২০. জনগণ ২১. অতি

ওপর-নিচ: ১. খয়রাত ২. পচানী ৩. চন্দ্রকান্ত ৪. বাধা ৫. বন ৭. জলাশয় ৯. শরাসন ১৩. শনশন ১৫. নরপতি ১৬. চক্র ১৭. পুরাণ ১৮. রস

আজকের দিন

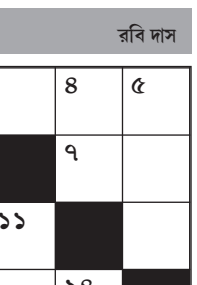

■ **১৯১৮** — প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সেরা বিমানচালক ম্যানফ্রেড ভন রিখটোফেন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।

■ **১৯২৬** — রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন।

■ **২০১৬** — প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী প্রিন্স মিনেসোটায় তাঁর নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জন্মদিন

১৯৪২ *বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৫০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শিবাজি সতমের জন্মদিন।*

১৯৫৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাজেন্দ্র সিং রাঠোরের জন্মদিন।*

জয়দীপ মুখোপাধ্যায়

ট্রাইব্যুনালে ভোটের আশা নেই, রাজনৈতিক আবহাওয়া অস্বস্তিতে

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবাংলায় উষ্ণতার তারতম্য দেখা গেলও ভোটের আবহাওয়ায় উষ্ণতার পারদ ক্রমেই বাড়ছে। আর এই উত্তাপ যত বাড়ছে ততই মানুষের মনে আবেগ ঘনীভূত হতে দেখা যাচ্ছে। প্রচার প্রসার প্রায় অন্তিম লগ্নে হাজির হয়েছে। পশ্চিমবাংলা সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোই তাদের নিজেদের সেরা আয়োজনে নেমে পড়েছে ভোট যুদ্ধে। এ বলে আমায় দেখ তো ও বলে আমায় দেখ। অর্থাৎ একটা জোড় কম্পিটিশন দেখা যাচ্ছে একে অপরে। কেউ এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি নয়। অনেকেই মনে করছেন এবারের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পশ্চিমবাংলায় বিগত দিন গুলোর মত নয়। অনেক ইস্যু রয়েছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। তাই প্রধান বিরোধী শিবিরে চরম উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে। অনেকে মনে করছেন পাল্টানো দরকার। আবার শাসক শিবিরের স্লোগান পাড়ায় পাড়ায় গলিতে গলিতে ঘুরছে — 'যতই কর হামলা আবার জিতবে বাংলা'। মানে উল্লাসের হুড়োহুড়ি। আবার এসআইয়ের এর মত একটি প্রক্রিয়া সমগ্র বাংলার মানুষের কাছে এক আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুতরাং যারা বিবেচনাধীন যাঁরা ডিলি টেড তাদের নিয়েও যথেষ্ট চাপে আছে রাজনৈতিক অবস্থান। তাই ভোটার মেরুকরণ কোন দিকে যেতে চলেছে তা এখন সময়ের অপেক্ষা।

এবারের ভোট, ঠিক অন্যবারের ভোটের মতো নয় বলে মনে করছে সাধারণ মানুষ থেকে বিশেষজ্ঞ মহল। কারণ এবারে বিভিন্ন বিষয় মানুষকে তার নিজস্ব আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সত্য মিথ্যা, নাকি মিথ্যা ও ঘোর মিথ্যার মিশ্রণ কি চায় মানুষ তা দেখা যাবে এবারে মানুষের রায়ে। দুর্নীতি ইস্যু রয়েছে দুটি ছোট বিরোধী দলে। যারা একটা সময়ে বৃহত দল ছিল। কিন্তু বর্তমানে অবস্থান একেবারে তলানিতে। এই পর্যন্ত চেনা জানা। কিন্তু সমস্যাটি অন্য জায়গায়। সংখ্যালঘু ভোট এখন একটি বড় রাজনৈতিক ইস্যু হতে চলেছে। কারণ আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল যারা কিনা এই সংখ্যালঘুদের ভোট দিয়ে এবারের ভোটের রাজনীতিতে আসন সংখ্যা বাড়াতে চাইছে। এখন প্রশ্ন হলো সেই দল কখনো বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করতে পারবে না এটা সকলেই জানে। তবে তাদের অবস্থান কোন দিকে যাবে — সেটাই এখন দেখার।

ট্রাইব্যুনালে দারস্থদের ভোটের আশা নেই। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত মহাশয় জাগিয়েছেন — যারা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন, তাদের ভোট দিতে দেওয়ার প্রশ্ন কোথায় আসছে? তা হলে যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় উঠেছে(কিন্তু নাম অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আপত্তি উঠেছে), তাঁদের ভোট দেওয়া আটকাতে হয়। অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টের আরেক বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী জানিয়েছেন — যদি হার জিতের ব্যবধান দুই শতাংশ হয়, এবং ১৫ শতাংশ ' ম্যাপড 'ভোটার ভোট না দিতে পারেন তাহলে হয়তো সেটা ভিত্তি (ভোট বাতিলের) হতে পারে। আমরা কোন মত প্রকাশ করছি না। তবে আমরা ভেবে দেখব। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ মুখে বলেছেন ভোট দেওয়ার অধিকার শুধু সাংবিধানিক নয় তার সঙ্গে আবেগ জড়িত। নির্বাচন কমিশন যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের এস আই আর এ তথ্যগত অসঙ্গতির (লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সী) প্রয়োগ করেছে সে কথাও বিচারপতিরা উল্লেখ করেছেন।

আমরা জানি ২০০২ এ ভোটার তালিকায় যাদের নাম ছিল তাদের কোন নথি দিতে হবে না বলে নির্দেশিকা জারি করেও নির্বাচন কমিশন তাদের নথি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। — সে কথাও সুপ্রিম কোর্ট মনে করিয়ে দিয়েছেন। আর তথ্যগত অসঙ্গতির জন্য হাজার খানেক যে নথি চাওয়া হয়েছে সেই নথির খতিয়ে দেখতে গিয়ে বিচারকদের যে কিছুটা সময় বেশি লাগতে পারে বা তাদের ক্ষেত্রেও ভুল হতে পারে সে আশঙ্কা ও প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্ট বলেছে যে ৭০ শতাংশ ঠিক সিদ্ধান্ত হলেই তা দারুন ভালো ফল হিসাবে বলে মনে করা হবে। আর কোন বিধানসভা কেন্দ্রে হার জিতের ব্যবধান যত তার থেকে বেশি ভোটারের নাম কাটা গিয়ে থাকলে সেই ভোট বাতিল হতে পারে কিনা তাও মন্তব্য করেছেন।

বিবেচনাধীন ভোটারদের তালিকা থেকে যাদের নাম বাদ গিয়েছে এবং সেই ভোটারদের মধ্যে যাদের নাম অ্যাপিল ঝুলে রয়েছে তাদের এবার বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে দেওয়ার অনুভূতি দেওয়া যায় না। যদিও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের কাছে যারা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন কিন্তু এখনো ফায়সালা হয়নি তাদের এবার ভোট দিতে দেওয়া হোক এই প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু সেই প্রস্তাবে সুপ্রিম কোর্ট সম্মত হননি। আমরা জানি রাজ্যে বিবেচনাধীন ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের মধ্যে প্রায় ২৭ লক্ষ ১৬ হাজার ৩৯৩ জনের নাম বাতিল হয়ে গিয়েছে। এই ২৭ লক্ষের বেশি মানুষকে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে হলে ইতিমধ্যেই কলকাতার জোকায় অ্যাপিল ট্রাইব্যুনালে দারস্থ হতে হচ্ছে। গত সোমবার থেকে ট্রাইব্যুনালে যে কাজ শুরু হয়েছে তাতে ১১ ই এপ্রিল পর্যন্ত ৩৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৭৪টি আবেদন জমা পড়েছে। এর অর্থ এই ২৭ লক্ষ বাতিল ভোটারদের একাংশের সঙ্গে আগে বাদ পরা ভোটাররাও ট্রাইবুনালে আবেদন করে থাকতে পারেন।

সুতরাং একটা বৃহত্তর সমস্যার মধ্য দিয়ে এবারের নির্বাচন হতে চলেছে সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা জানি যে নির্বাচনে মানুষের রায়ের উপরে একটি সরকার গঠন হয়। তাই সুস্থ,নিরপেক্ষ, অবাধ, গণতান্ত্রিক রায়দান হওয়াই দরকার। কিন্তু এবারের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনেকটাই অন্যরকম। কারণ একদিকে এস আই আর,অন্যদিকে ট্রাইব্যুনাল,সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যালঘু ভোট এর মতো নানা বিষয় মানুষের মধ্যে কাজ করছে। সুতরাং রাজনৈতিক অবস্থানে জনমনে কি ভূমিকা নিতে চলেছে তা জানা যাবে আরো কিছুটা সময় পরে।

ধমনীর অগ্নিকুণ্ডে জ্বলন্ত চেতনা নিবেদিতা

বেবি চক্রবর্তী

'ফুল হয়ে তিনি ভারতমাতার চরণে তিলে তিলে শুকিয়ে যাবেন। ধূপ হয়ে পলে পলে নিজেকে জ্বালিয়ে করবেন তাঁর আরতি। দীপ হয়ে দিনে দিনে নিঃশেষ করে দেবেন নিজের অস্তিত্বকে।'... তিনি নিবেদিতা। নিবেদিতা যখন ভারতবর্ষে এলেন তখন ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন। অশিক্ষায় তমসাচ্ছন্ন। নিবেদিতার মনে পড়ল তাঁর জন্মভূমি আয়ার্ল্যান্ডকে । সে দেশ ও এমনি পরাধীন, এমনি উৎপীড়িত। নির্যাতিতের তো কোনও জাতি নেই। তার একটাই পরিচয় — সে দুঃখী, সে হতভাগ্য। আর এই হতভাগ্যের দুঃখ দূর করাই তো তাঁর চিরদিনের স্বপ্ন। এটাই নিবেদিতার ভারতপ্রীতির মর্মকথা। তিনি নিজেকে আত্মহুতি দেন নবীন ভারতের হোমাগ্নিশিখায়।

ক্ষ্মএ জগত অমৃতময় আর আমরা অমৃতের অধিকারী। অমৃতলাভের আহ্বান চিরদিন নারীর অন্তর স্পর্শ করেছে। অধীর আবেগে সর্বস্ব ত্যাগ করে সে জীবন উৎসর্গ করেছে এই মহান ব্রতে। বিবেকানন্দের কণ্ঠে একসময় ধ্বনিত হয়েছিল — 'নারী অনন্ত শক্তির আধার। জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হলে কখনও সম্ভব নয়। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার কখনও হবে না।'

ভারতে সেই মহাশক্তি জাগ্রত করে তুলবার প্রয়োজনেই নিবেদিতার আবির্ভাব। বৈদিক যুগের ব্রহ্মবাদিনীর প্রতিচ্ছবি তিনি।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনকাহিনী যিনি সম্পূর্ণ জানবার সুযোগ পেয়েছেন তিনি স্বামীজি, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব ও পরবর্তী জীবন তুলনা করলেই বুঝতে পারবেন—তাঁর কেবল ওই মহাপুরুষ সংশ্রবটাই যেন বাকি ছিল। যখন তা ঘটল অমনি তাঁর পূর্ববর্তী জীবনের খোলসটি বিদীর্ণ করে আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পেল। সেই লগ্নে সেই অনির্বচনীয় আনন্দের প্লাবন বেগ তাকে কী রকম বিহ্বল করেছিল — তা তিনি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

যে মুহূর্তে সর্বত্যাগ— সেই মুহূর্তে সর্বপ্রাপ্তি।

গুরু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কানে উচ্চারণ করেছিলেন— 'আত্মনঃ মোক্ষর্থং জগদ্ধিতায় চ' এখন থেকে তিনি এই মন্ত্রের সাধিকা। এই মন্ত্রের গুণেই আইরিশ দুহিতা মার্গারেট হলেন ভারত-দুহিতা নিবেদিতা।

ভারতীয় নারীর আদর্শ এই বিদেশিনি নারীর চরিত্রে পূর্ণ বিকাশ লাভ করল কেমন করে ? এই দেশ,এই জাতি ও এই সমাজে নিজেকে এমন করে বিকিয়ে দেওয়া তো কেবল ইচ্ছা ও সংকল্পমাত্রেই সম্পন্ন হতে পারে না। বাঙালি হিন্দু সমাজ তাঁকে গ্রহণ করেনি। তিনি তার উঠানের একপাশে একটা স্থান করে নিয়েছিলেন। সেজন্য নিজেকে কিছুমাত্র পর বা পৃথক মনে করতেন না। সমাজ তাঁকে গ্রহণ না করলেও নিবেদিতা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন। নিবেদিতার বয়স তখন উনত্রিশ বৎসর।

সেই প্রাপ্তির অফুরন্ত ভান্ডার থেকে ভগিনীর সেই অফুরন্ত দান। তেমন করে না পেলে এমন করে দান করতে কেউ পারে না। তাঁর অন্তরে সত্য ছিল। ছিল অসামান্য ত্যাগ ও প্রেমের শক্তি। নিঃসন্দেহে তা বিবেকানন্দকে বিস্মিত ও শ্রদ্ধান্বিত করেছিল।

ভগিনী নিবেদিতা নিজেই বলেছেন, ''ইনি যে বীরোচিত উপাদানে গঠিত ছিলেন, তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম এবং তাঁর স্বজাতি প্রেমের কাছে আমি সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করতে ইচ্ছুক হয়েছিলাম। কিন্তু এই যে আমার আনুগত্য স্বীকার এ শুধু তাঁর চরিত্রের কাছেই , তাঁর চরিত্র মাহাত্ম্যে অতীব মুগ্ধ হয়েই আমি তাঁর শিষ্য হয়েছিলাম।ক্ষ্ম স্বামী বিবেকানন্দের সেই প্রজ্বলন্ত রূপ তেজস্বিনী নিবেদিতাকে আকর্ষণ করেছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। স্বামী বিবেকানন্দের ছিল দুর্ধষ বীর বৈদান্তিকের প্রেম, যা পর্বতের মতো অটল, মা পাষাণের মতো কঠিন। সেই পুরুষের অন্তরে যে প্রেমের সুধানিঃসরণ নত্য প্রবাহিত ছিল তা সকলের কাছে বোধগম্য ছিল না। — 'মুকুল যেন পূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদলে পরিণত হয়েছিল।' একদিকে জ্ঞানসূর্য নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের পরশে হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ আর মার্গারেটকেও ঠিক বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে হয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তেজস্বিনী কল্যাণরূপে নিবেদিতা নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করলেন মাতৃস্বরূপে এই ভারতবর্ষে। ভারতের নারীসমাজের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করতে অগ্রসর হলেন।নিজের আদর্শকে সার্থক করে তুলবার জন্য সকলের মাঝখানে থেকে যুগচক্র ঘোরাতে হয়েছিল এঁদের দুজনকেই। এটাই ছিল ইতিহাস বিধাতার নেপথ্যবিধান। স্বামীজি বলতেন — 'ব্রহ্মচর্য শিরায় শিরায় জলন্ত আগুনের মতো প্রবাহিত থাকা চাই। এই অনন্তের মধ্যে সান্তের বিলাপসাধন তাঁর কাছে সমস্ত মহৎ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে হত। গোঁড়ামি দ্বারা বিভীষিকা রাজত্ব তৈরি করা যায়। প্রশংসা পাওয়া যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে নিজেকে বিকশিত হওয়া যায় না।'

তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন, যে কোন কাজ যাতে মন , হৃদয় আর শরীরের সর্বোত্তম বিকাশসাধনের প্রয়োজন তার প্রস্তুতির জন্য সরস্বতী পূজা একান্ত আবশ্যক। তিনি মূর্তি পূজার বিরোধী ছিলেন। অবশ্য সরস্বতী পূজা বলতে তিনি বুঝতেন ভাবরাজ্য গভীর তন্ময়তা আর পূর্ণ সংযম।

বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন 'এ কথা সত্য যে এমন কিছু নারী আছেন, যাদের উপস্থিতি মানুষকে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় আবার এমন নারী ও আছেন যারা নরকের দিকে ঠেলে দেয়।' প্রেম নিজেকে বিনামূল্যে বিলিয়ে দেয়। প্রেম অহেতুক আর প্রতিদানের আকাঙ্খারহিত। তিনি যে সবসময় অনাসক্তভাবে ভালোবাসার কথা বলতেন এটাই এর অর্থ। তিনি ইংল্যান্ডে বলেন — 'প্রেম সব সময়ই আনন্দে বিকাশ মাত্র। তার উপর লেশমাত্র দুঃখের ছায়া পড়ার অর্থ দেহসু, কামনা ও স্বার্থপরতা।'

তিনি আরও বলেন 'ফুল দিয়ে যে হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় আবার একই ফুল দিয়ে মৃতদেহ ঢেকে রাখা হয়।' হৃদয়ের ভাবনা ভক্তির উপর নির্ভরশীল চিন্তা, সেই চিন্তা শক্তির দূরদর্শিতা।

সালটা ১৯০২ সম্ভবত ২রা জুলাই নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়ালেন বিবেকানন্দ। তিনি বলছেন — গুরুদেব, এ আপনি কী করছেন? হাসলেন, স্বামীজি বললেন কেন? বাইবেলে যীশু তাঁর সমস্ত শিষ্যদের নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছেন। নিবেদিতা বললেন সে তো মৃত্যুর আগে। হাসলেন বিবেকানন্দ, সে দিনটা ৪ঠা জুলাই, ঘুম ছিল না চোখের তারায়, ভোরবেলা কে যেন সেই ভয়ংকর বাণী শুনিয়েছিল ভগিনীর কানে কানে। পরদিন ৫ জুলাই বেলুড় মঠে ছুটে গেলেন, গেরুয়া বস্ত্রের দাউ দাউ জ্বলে উঠছে বহ্নিশিখা। হঠাৎ চোখের সামনে একটি খন্ড তাঁর পায়ের কাছে এসে পড়ল — সেই খন্ডটি মাথায় তুলে নিলেন। — যা আমার প্রার্থিত। স্বামীজি দেহত্যাগের খবর নিবেদিতাকে প্রথম জানান স্বামী সারদানন্দ। তাঁর লেখা সংক্ষিপ্ত চিঠিতে 'My Dear Nivedita' The end has come. Swamiji has slept last night at nine– never to rise again.'

হে মহাপ্রাণ জাগো। জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে !!

চর্চাবাসর ১৩১

এটিকে প্রায়শই সংস্কৃত শব্দ 'ভাগ' (भग)-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়, যার অর্থ সৌভাগ্য, ভাগ্য বা সুখ, যা থেকে এই ধারণা করা হয় যে বোনটি হলো 'ভাগ্যবতী/সুখী'। একে প্রায়শই ভগ + ইনী (স্ত্রীলিঙ্গ বা অধিকার নির্দেশক একটি প্রত্যয়) হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়। এটি বোন অথবা বোনের মতো বিবেচিত কোনো নারীকে বোঝায় (যা প্রায়শই আত্মীয়তা, শ্রদ্ধা বা পারিবারিক ভালোবাসা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়)।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিজেপির ক্ষমতায় এলে দাঙ্গাবাজদের ধরে জেলে ভরা হবে: রাজনাথ সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: সোমবার বীরভূমে নির্বাচনী জনসভা করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। সাঁইথিয়া থানার ভবানীপুরে বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহার সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করেন তিনি সভার প্রথমেই বাংলা ভাষায় বাংলার মাটি ও বাংলার মানুষকে প্রণাম জানিয়ে কর্মী সমর্থকদের মন জয় করে নেন। প্রচণ্ড গরম সত্ত্বেও কর্মী, সমর্থকের উপস্থিতি দেখে রাজনাথ বলেন, 'বাংলার মানুষ জোড়া ফুল ছেড়ে এবার পদ্মফুল ফোটাবে। বিজেপি সুরক্ষিত, বেরোজগার, নির্ভয় বাংলার স্বপ্ন দেখে। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য যা ভাবে, তার অনেক আগেই বাংলা ভেবে থাকে। বাংলা সব সময় এগিয়ে থাকে। কিন্তু মমতার সরকার গঠনের পর থেকেই বাংলা কমার্স অফিসে পড়েছে।

যেখানে অন্যান্য রাজ্যে শিল্পকর্ম, কলকারখানা বাড়ছে। সেখানে এ রাজ্যে শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কল কারখানা অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে।' মন্ত্রীর আবেদন, '১০ বছরের জন্য বিজেপিকে বাংলা উপহার দিন। বিজেপি সরকার গঠন করার পর বাংলার উন্নয়ন আরও বেড়ে যাবে। বাংলা এগিয়ে থাকবে।' প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর অভিযোগ, 'তৃণমূল সরকার গঠন হওয়ার পর রাজ্যে দুর্নীতি বেড়েছে, শুরু হয়েছে মাফিয়া রাজ।' হুংকার দিয়ে রাজনাথ বলেন, 'বাংলায় বিজেপি সরকার এলে এই সমস্ত দুর্নীতিবাজ এবং মাফিয়া রাজ বন্ধ হবে, হয় তাঁরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাবে, না হয় জেলে থাকবে, না হয় উপরে চলে যাবে।' এখানে মহিলারা সুরক্ষিত নেই জানিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, 'বাংলায় বিজেপি সরকার হলে মহিলাদের জন্য 'দুর্গা বাহিনী' করা হবে, সকলের স্বাস্থ্যের জন্য ৫ লক্ষ টাকার আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু থাকবে।' রাজ্যের উন্নতির জন্য সাঁইথিয়ার বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহাকে পদ্মফুলে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে মঞ্চ ছাড়েন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তবে সাঁইথিয়ার নির্বাচনী জনসভার আগেই নানুরে দলীয় প্রার্থী খোকন দাসের সমর্থনে রোড শো করেন তিনি।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ব্যাঙ্ক জালিয়তি পরীক্ষা প্রক্রিয়া শুরু করেছে এ/সি আবদুর রহমান মোল্লা, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, **বেলিয়াঘাটা শাখার** সঙ্গে যুক্ত। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত কারণ দর্শানোর নোটিশ তারিখ ১৭.০৩.২০২৬ নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা, বিক্রেতা এবং ডিএসএ এর প্রতি ইস্যু করা হয়েছে।
উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশে ব্যাঙ্ক ঋণগ্রহীতা, বিক্রেতা এবং ডিএস এর বিরুদ্ধে -যারা জালিয়াতি করেছে বলে অভিযোগ তাদের যাচাই করার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের অভিযোগের ব্যাপারে জবাবদিহি করার জন্য কারণ দর্শানের নোটিশ পাওয়ার ২১ দিনের মধ্যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সংশ্লিষ্ট নোটিশ রেজিস্টার্ড ডাকে নথিভুক্ত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা, বিক্রেতা এবং ডিএসএ কে প্রেরিত কারণ দর্শানোর নোটিশ অবন্টিত হিসেবে ফেরত এসেছে। নিম্নোক্ত মতে প্রাপকগণের ঠিকানা :

ক্রম	নাম	পদাধিকার	ঠিকানা	
১.	শ্রী আবদুর রহমান মোল্লা	ঋণগ্রহীতা	পিতা ইসমাইল মোল্লা, রকি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২/৭, ৩য়তল, থানা-নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৩।	ফ্ল্যাট নং ১সি, ২য়তল, ১৮/৭এ, পিকনিক গার্ডেন ৩য়লেন, কলকাতা-৭০০০৩৯
২.	শ্রী মেঘনারায়ণ সিং	বিক্রেতা	পিতা শ্রী মন্টু সিং, ১৮/৭এ, পিকনিক গার্ডেন, ৩য় লেন, তিলজলা-থানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৩৯।	
৩.	শ্রী নারায়ণ চন্দ্র দে	ডিএসএ	৯২, সুরেন সরকার রোড, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা-৭০০০১০।	

সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে ব্যাঙ্ক -ঋণগ্রহীতা, বিক্রেতা এবং ডিএসএ গণকে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বেলিয়াঘাটা শাখায় (ঠিকানা : পি২১৪ সিআইটি রোড স্কিম নং ৪, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা, পব-৭০০০১০ শাখা ম্যানেজার -শ্রী বিক্রম কুমার, মো : ৯৯৫৫৪২৫৯৫৮) এর কাছ থেকে নোটিশ প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ সংগ্রহের পরামর্শ দিচ্ছে, নোটিশ সংগ্রহের ২১ দিনের মধ্যে জবাব দেওয়ার জন্য। কোনও কারণে নোটিশ প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ সংগ্রহ না করলে এবং ২১ দিনের মধ্যে কোনও জবাব গৃহীত না হলে, তাদের জবাব দেওয়া কিছু নেই এবং ব্যাঙ্ক পরবর্তীতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তারিখ : ২০.০৪.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা বেলিয়াঘাটা শাখা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ব্যাঙ্ক জালিয়তি পরীক্ষা প্রক্রিয়া শুরু করেছে এ/সি **জহর আলি সরদার,** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জিএলটি শাখার সঙ্গে যুক্ত। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত কারণ দর্শানোর নোটিশ তারিখ ১৭.০৩.২০২৬ নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা, বিক্রেতা এবং ডিএসএ এর প্রতি ইস্যু করা হয়েছে।
উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশে ব্যাঙ্ক ঋণগ্রহীতা, বিক্রেতা এবং ডিএস এর বিরুদ্ধে -যারা জালিয়াতি করেছে বলে অভিযোগ তাদের যাচাই করার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের অভিযোগের ব্যাপারে জবাবদিহি করার জন্য কারণ দর্শানের নোটিশ পাওয়ার ২১ দিনের মধ্যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সংশ্লিষ্ট নোটিশ রেজিস্টার্ড ডাকে নথিভুক্ত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা, বিক্রেতা এবং ডিএসএ কে প্রেরিত কারণ দর্শানোর নোটিশ অবন্টিত হিসেবে ফেরত এসেছে। নিম্নোক্ত মতে প্রাপকগণের ঠিকানা :

ক্রম	নাম	পদাধিকার	ঠিকানা
১.	জহর আলি সরদার	ঋণগ্রহীতা	পিতা মসলেম সরদার ২/৭ রকি অ্যাপার্টমেন্ট, মিষ্টি মুখ কমল গাজি রোড কলকাতা ৭০০১০৩। বনমালিপুর, পো : বনসার, থানা : জীবনতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পব ৭৪৩৩৬৩।
২.	মেসার্স অটোসটিক্স,	(সাব ডিলার/ডিএসএ- মুকেশ হুন্ডাই-অনুমোদিত ডিলার- হুন্ডাই মোটরস)	২য়তল, ৮৪ কালিকাপুর রোড, কলকাতা- ৭০০০৯৯।

সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে ব্যাঙ্ক -ঋণগ্রহীতা, বিক্রেতা এবং ডিএসএ গণকে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বেলিয়াঘাটা শাখায় (ঠিকানা : ১২৩/৪/১ গোপাল লাল ঠাকুর রোড, বনহুগলি, আলমবাজার, কলকাতা, পব - ৭০০০৩৫ শাখা ম্যানেজার - শ্রী প্রণত সাহা মো : ৯১৪৭০ ৬২১৯৮) এর কাছ থেকে নোটিশ প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ সংগ্রহের পরামর্শ দিচ্ছে, নোটিশ সংগ্রহের ২১ দিনের মধ্যে জবাব দেওয়ার জন্য। কোনও কারণে নোটিশ প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ সংগ্রহ না করলে এবং ২১ দিনের মধ্যে কোনও জবাব গৃহীত না হলে, তাদের জবাব দেওয়া কিছু নেই এবং ব্যাঙ্ক পরবর্তীতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তারিখ : ২০.০৪.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা জিএলটি রোড শাখা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ, এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়ার সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭১

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) সঙ্গে পঠিত পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী)

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর অনুমোদিত অফিসার ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ চুক্তিভিত্তিক সুদের হারে এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণকে বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য সুদ এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ এক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) বর্তমান তারিখে বকেয়া খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১) জনাব কামালউদ্দিন বিশ্বাস ২) মিসেস মনুজা বিবি ৩) জনাব তোরাফ আলী বিশ্বাস	ক) লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৯০৩০০৮৯০৩৭০১২-এর অধীনে **৬,৩৭,০৮৭.০০ টাকা** ১২.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫.০৫.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে), এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৯০৩০০৮৯০৩৯০৯২-এর অধীনে **৫২,০১৭.৮৪ টাকা** ১২.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫.০৫.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। খ) ২৪.১১.২০২৫ গ) ২০.০৪.২০২৬

বন্ধকীকৃত সম্পদের বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি পরিমাপে কমবেশি ১.৮৩৩ ডেসিমাল যা মৌজা - নলহাটি, জে.এল. নং ৫৩, এল.আর. খতিয়ান নং ১১২২৭, ১১২২৮, এল.আর. দাগ নং ১০৮১, থানা - নলহাটি, জেলা - বীরভূম-এ অবস্থিত এবং সেই সাথে উক্ত জমির উপর অবস্থিত সকল বিল্ডিং ও কাঠামো, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং মাটির সাথে সংযুক্ত বা মাটির সাথে সংযুক্ত কোনো কিছুর সাথে স্থায়ীভাবে আটকানো বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি।

তারিখ: **২১.০৪.২০২৬,** স্থান: **পশ্চিমবঙ্গ** স্বা/- **অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ব্যাঙ্ক জালিয়তি পরীক্ষা প্রক্রিয়া শুরু করেছে **এ/সি বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বেলিয়াঘাটা শাখার** সঙ্গে যুক্ত। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত কারণ দর্শানোর নোটিশ তারিখ ১৭.০৩.২০২৬ নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা, বিক্রেতা এবং ডিএসএ এর প্রতি ইস্যু করা হয়েছে।
উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশে ব্যাঙ্ক ঋণগ্রহীতা, বিক্রেতা এবং ডিএস এর বিরুদ্ধে -যারা জালিয়াতি করেছে বলে অভিযোগ তাদের যাচাই করার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের অভিযোগের ব্যাপারে জবাবদিহি করার জন্য কারণ দর্শানের নোটিশ পাওয়ার ২১ দিনের মধ্যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সংশ্লিষ্ট নোটিশ রেজিস্টার্ড ডাকে নথিভুক্ত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা, বিক্রেতা এবং ডিএসএ কে প্রেরিত কারণ দর্শানোর নোটিশ অবন্টিত হিসেবে ফেরত এসেছে। নিম্নোক্ত মতে প্রাপকগণের ঠিকানা :

ক্রম	নাম	পদাধিকার	ঠিকানা	
১.	শ্রী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস	ঋণগ্রহীতা	পিতা মহাশঙ্কর বিশ্বাস, ৪৫/১৫, বিবেকানন্দ সরণি, হালতু, কলকাতা -৭০০০৭৮, ফোন : ৯৮৩২৮১৯৫০৭।	ফ্ল্যাট নং ২/এ, দিয়া লিটল টাওয়ার, ২৪৬ রামচন্দ্র পথ, ওয়ার্ড নং ১৩, নোয়াপাড়া, কলকাতা-৭৪৩১৪৪।

সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে ব্যাঙ্ক -ঋণগ্রহীতা, বিক্রেতা এবং ডিএসএ গণকে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বেলিয়াঘাটা শাখায় (ঠিকানা : পি২১৪ সিআইটি রোড স্কিম নং ৪, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা, পব-৭০০০১০ শাখা ম্যানেজার -শ্রী বিক্রম কুমার, মো : ৯৯৫৫৪২৫৯৫৮) এর কাছ থেকে নোটিশ প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ সংগ্রহের পরামর্শ দিচ্ছে, নোটিশ সংগ্রহের ২১ দিনের মধ্যে জবাব দেওয়ার জন্য। কোনও কারণে নোটিশ প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ সংগ্রহ না করলে এবং ২১ দিনের মধ্যে কোনও জবাব গৃহীত না হলে, তাদের জবাব দেওয়া কিছু নেই এবং ব্যাঙ্ক পরবর্তীতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তারিখ : ২০.০৪.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা বেলিয়াঘাটা শাখা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ব্যাঙ্ক জালিয়তি পরীক্ষা প্রক্রিয়া শুরু করেছে এ/সি **রুমা গুপ্তা,** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বেলিয়াঘাটা শাখার সঙ্গে যুক্ত। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত কারণ দর্শানোর নোটিশ তারিখ ১৭.০৩.২০২৬ নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা, বিক্রেতা এবং ডিএসএ এর প্রতি ইস্যু করা হয়েছে।
উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশে ব্যাঙ্ক ঋণগ্রহীতা, বিক্রেতা এবং ডিএস এর বিরুদ্ধে -যারা জালিয়াতি করেছে বলে অভিযোগ তাদের যাচাই করার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের অভিযোগের ব্যাপারে জবাবদিহি করার জন্য কারণ দর্শানের নোটিশ পাওয়ার ২১ দিনের মধ্যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সংশ্লিষ্ট নোটিশ রেজিস্টার্ড ডাকে নথিভুক্ত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা, বিক্রেতা এবং ডিএসএ কে প্রেরিত কারণ দর্শানোর নোটিশ অবন্টিত হিসেবে ফেরত এসেছে। নিম্নোক্ত মতে প্রাপকগণের ঠিকানা :

ক্রম	নাম	পদাধিকার	ঠিকানা
১.	শ্রীমতি রুমা গুপ্তা	ঋণগ্রহীতা	স্বামী দীপঙ্কর গুপ্তা, বিসি রোড, কালীতলা ইন্দ পাকমারা গলি মুচিপাড়া, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩১০১। ফ্ল্যাট নং ৪০৭, ফেজ ২, ব্লক বি, ১৩৯ ফিডার রোড, মদুসূদন রায়চৌধুরী, বেলঘড়িয়া, কলকাতা ৭০০০৫৬।
২.	শ্রীমতি ফাল্গুনি মুখার্জি	বিক্রেতা	পিতা প্রয়াত গোপাল চন্দ্র রায়চৌধুরী, ১৫১, ফিডার রোড,কামারহাটি উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৫৬।
৩.	শ্রীমতি চৈতালী ব্যানার্জি	বিক্রেতা	পিতা প্রয়াত গোপাল চন্দ্র রায়চৌধুরী, ১৫১, ফিডার রোড,কামারহাটি উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৫৬।

সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে ব্যাঙ্ক -ঋণগ্রহীতা, বিক্রেতা এবং ডিএসএ গণকে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বেলিয়াঘাটা শাখায় (ঠিকানা : পি২১৪ সিআইটি রোড স্কিম নং ৪, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা, পব-৭০০০১০ শাখা ম্যানেজার -শ্রী বিক্রম কুমার , মো : ৯৯৫৫৪২৫৯৫৮) এর কাছ থেকে নোটিশ প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ সংগ্রহের পরামর্শ দিচ্ছে, নোটিশ সংগ্রহের ২১ দিনের মধ্যে জবাব দেওয়ার জন্য। কোনও কারণে নোটিশ প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ সংগ্রহ না করলে এবং ২১ দিনের মধ্যে কোনও জবাব গৃহীত না হলে, তাদের জবাব দেওয়া কিছু নেই এবং ব্যাঙ্ক পরবর্তীতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তারিখ : ২০.০৪.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা বেলিয়াঘাটা শাখা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বৈঁক আঁফ় ইংডিয়া Bank of India BOI
Relationship beyond Banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
কামারহাটি শাখা
১৭/২ বি টি রোড, জেলা : ২৪ পরগনা (উত্তর)
পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০০৫৬

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কামারহাটি শাখা** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **৩১.০১.২০২৬** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী অর্জুন সাহা এবং শ্রীমতী শম্পা সাহা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৯,০৭,৯৩৯.২৫ টাকা (২৮.০১.২০২৬ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক পাওনা এবং ২৯.০১.২০২৬ থেকে ৮.৩০ শতাংশ হারে সুদ সহ,** মাস অন্তর জরিমানা সুদ ২ শতাংশ বার্ষিক হারে সামগ্রিক শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয়ের উপর) এবং ৪,৯২,৮৭৫.০০ টাকা চুক্তি মোতাবেক বকেয়া ২৮.০১.২০২৬ পর্যন্ত এবং সুদ ৮.৭০ শতাংশ বার্ষিক হারে ২৯.০১.২০২৬ থেকে মাস অন্তর জরিমানা সুদ ২ শতাংশ বার্ষিক হারে ব্যাঙ্কের দ্বারা সামগ্রিক শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয়ের উপর)। পরবর্তীতে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১৮ এপ্রিল ২০২৬** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কামারহাটি শাখার নিকট বকেয়া ১৯,০৭,৯৩৯.২৫ টাকা (২৮.০১.২০২৬ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক পাওনা এবং ২৯.০১.২০২৬ থেকে ৮.৩০ শতাংশ হারে সুদ সহ, মাস অন্তর জরিমানা সুদ ২ শতাংশ বার্ষিক হারে সামগ্রিক শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয়ের উপর) এবং ৪,৯২,৮৭৫.০০ টাকা চুক্তি মোতাবেক বকেয়া ২৮.০১.২০২৬ পর্যন্ত এবং সুদ ৮.৭০ শতাংশ বার্ষিক হারে ২৯.০১.২০২৬ থেকে মাস অন্তর জরিমানা সুদ ২ শতাংশ বার্ষিক হারে ব্যাঙ্কের দ্বারা সামগ্রিক শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয়ের উপর)।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট অংশ ফ্ল্যাট নং ৪০৬, ৫মতল, ব্লক-বি,গ্রিন বার্ড অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস নং -২৮/১, বি এল ঘোষ রোড, পো -আড়িয়াদহ, থানা : বেলঘড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৫৭, মৌজা-আড়িয়াদহ, জেএল নং ১, আরএস নং ১২, তৌজি নং -১৭৩, আরএস দাগ নং -৩৫০৫, আরএস খতিয়ান নং ২১৩৯, কামারহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ৮ ,পুরানো হোল্ডিং নং ৬৪৪, ৬৪৪/১ এবং ৬৪৪/৩, বর্তমানে সংযুক্ত হোল্ডিং নং ৬৪৪, জেলা :- উত্তর ২৪ পরগনা,অধীন। স্বত দলিল নং ১-৪৬২৯-২০১৯ এরিয়া-১২০৯ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া)। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে:** সত্য ভূষণ মিত্র। **দক্ষিণে :** বিহারী লাল ঘোষ রোড। **পূর্বে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং শান্তি রঞ্জন পাল এবং অন্যান্যর সম্পত্তি। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা। **দক্ষিণে :** করিডর এবং লিফট। **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং ৪০৭ এবং খোলা জায়গা। **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।

তারিখ : ১৮.০৪.২০২৬ স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কামারহাটি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
টালিগঞ্জ শাখা
৯৩, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৩

দখল নোটিশ - ধারা ১৩(৪) (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৭.০১.২০২৬ তারিখে ঋণগ্রহীতা **১. মুনমুন ঘোষ - প্রয়াত বিমল ঘোষের কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) - প্রয়াত, ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং বি, ৩য় তল, উত্তর-পূর্ব দিকে, প্রেমিসেস নং এইচবি-১৬/১, জনপথ, পূর্ব বাগুইপাড়া (জ্যাংরা) পো - অশ্বিনীনগর, থানা - বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ২২ (পূর্বতন ওয়ার্ড নং ১৬) কলকাতা - ৭০০১৫৯ আরও ঠিকানা - প্রেমিসেস নং এইচবি-১০/৩, জনপথ, পূর্ব বাগুইপাড়া (জ্যাংরা) পো - অশ্বিনীনগর, থানা - বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ২২ (পূর্বতন ওয়ার্ড নং ১৬) কলকাতা - ৭০০১৫৯ ২. সবুজ ঘোষ - প্রয়াত বিমল ঘোষের ছেলে এবং আইনি উত্তরাধিকারী (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) - প্রয়াত, ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং বি, ৩য় তল, উত্তর-পূর্ব দিকে, প্রেমিসেস নং এইচবি-১৬/১, জনপথ, পূর্ব বাগুইপাড়া (জ্যাংরা) পো - অশ্বিনীনগর, থানা - বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ২২ (পূর্বতন ওয়ার্ড নং ১৬) কলকাতা - ৭০০১৫৯ আরও ঠিকানা - প্রেমিসেস নং এইচবি-১০/৩, জনপথ, পূর্ব বাগুইপাড়া (জ্যাংরা) পো - অশ্বিনীনগর, থানা - বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ২২ (পূর্বতন ওয়ার্ড নং ১৬) কলকাতা - ৭০০১৫৯** প্রাপ্ত ঋণ সুবাধিদি টালিগঞ্জ - ২ শাখা নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৩,৭৯,৬৩০.০০ টাকা (তেত্রিশ লাখ উনআশি হাজার ছশো তিরিশ টাকা) ০৬.০১.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত, নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **৩৩,৭৯,৬৩০.০০ টাকা (তেত্রিশ লাখ উনআশি হাজার ছশো তিরিশ টাকা) ০৬.০১.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

বন্ধকদত্ত সম্পদ : সম্পত্তির তপশিল

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট (লিফট সহ) অবস্থিত তিনতলায়, ফ্ল্যাট নং বি, উত্তর পূর্ব দিকে জি-৪ তলা ভবনে, নাম টিউলিপ অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাপ আনুমানিক ৭০৩ বর্গফুট এসবিএ অবস্থিত প্রেমিসেস নং এইচবি-১৬/১, জনপথ, বাগুইপাড়া (জ্যাঙ্গরা) পো : অশ্বিনীনগর, থানা -বাগুইআটি, কলকাতা- ৭০০১৫৯, স্থানীয় বিধাননগর পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ১৬(পুরানো) বর্তমানে ওয়ার্ড নং ২২ (নতুন), হোল্ডিং নং ৪৬/৮/২১৪১, ব্লক বি, অংশ উল্লিখিত প্রথম তপশিল সম্পত্তি অনুযায়ী , ২ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম,২ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি, এবং সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ উক্ত ভবনে।
**২০০২ সালের সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৪) অধীনে ইস্যুকৃত পূর্বের দখল নোটিশ প্রত্যাহৃত এবং বাতিল গণ্য হল।

তারিখ : ১৮.০৪.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, টালিগঞ্জ - ২ শাখা

SBI
এসবিআই এইচএলসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পোস্ট - ব্যারাকপুর,
জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১২০
ইমেল- sbi.64076@sbi.co.in
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকাউন্ট নং- ৩৯১০১৯৬১১০০ (এইচবিএল), ৩৯১০২৪৭৬৫৪৪ (এসবিআই- সুরক্ষা), ৩৯২১২৮৯৪৭৮২ (টপ আপ-১) এবং ৪০৭২৫০৮৩৬৫৬ (টপ-আপ-২)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি ব্যারাকপুর** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২(২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে ০২.০২.২০২৬ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা- **শ্রী অভিজিৎ বণিক (ঋণগ্রহীতা), পিতা- জীবন বণিক এবং শ্রীমতী শিবানী বণিক (সহ-ঋণগ্রহীতা), স্বামী- জীবন বণিক, ঠিকানা- বৈষ্ণব বাগান, পোঃ- পাতুলিয়া, খড়দহ (এম), থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১১৯ এবং শ্রীমতী শিবানী বণিক (সহ-ঋণগ্রহীতা), স্বামী- জীবন বণিক, ঠিকানা- বৈষ্ণব বাগান, পোঃ- পাতুলিয়া, খড়দহ (এম), থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১১৯** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **৫,০৮,৭৬৬.৫৭ টাকা (এইচবিএল) + ২০,০১৮.৬৬ টাকা (এসবিআই- সুরক্ষা) + ৫,৭৮,৫৫৫.৯৮ টাকা (টপ-আপ-১) + ৬,৯৭,৬৪৫.৬৩ টাকা (টপ-আপ-২) মোট বকেয়া ১৮,০৪,৯৮৭.৮৪ টাকা (আঠারো লক্ষ চার হাজার নয়শত সাতাশি টাকা এবং চুরাশি পয়সা মাত্র) ০২.০২.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং উক্ত তারিখ পর্যন্ত সঞ্চিত সুদ সহ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা উক্ত টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০ এপ্রিল, ২০২৬** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে ০২.০২.২০২৬ তারিখ হিসাবে **৫,০৮,৭৬৬.৫৭ টাকা (এইচবিএল) + ২০,০১৮.৬৬ টাকা (এসবিআই- সুরক্ষা) + ৫,৭৮,৫৫৫.৯৮ টাকা (টপ-আপ-১) + ৬,৯৭,৬৪৫.৬৩ টাকা (টপ-আপ-২) মোট বকেয়া ১৮,০৪,৯৮৭.৮৪ টাকা (আঠারো লক্ষ চার হাজার নয়শত সাতাশি টাকা এবং চুরাশি পয়সা মাত্র)** এবং উক্ত তারিখ পর্যন্ত সঞ্চিত সুদ এবং এর ওপর ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি ব্যারাকপুর** শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার খড়দহ থানার অন্তর্গত পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন মৌজা- পাতুলিয়া, জে.এল. নং ৪, আর.এস. নং ৬৬, তৌজি নং ৬, আর.এস. দাগ নং ৩০৫, এল.আর. দাগ নং ৬৯৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৩৩৪, প্লট নং '১/বি'-তে অবস্থিত ১ কাঠা ৮ ছটাক কম-বেশি পরিমাপের জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও নির্মাণের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এটি এ.ডি.এস.আর. ব্যারাকপুর-এর ২০০৯ সালের ১ নম্বর বই, সিডি ভলিউম নং ২১, পৃষ্ঠা ২৬৬ থেকে ২৭৬-এ ০৬১২০ নম্বর দলিল হিসাবে নিবন্ধিত।
সম্পত্তিটি শ্রীমতী শিবানী বণিক-এর নামে রয়েছে।
সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ:- উত্তরে : '১/এ' নম্বর প্লট, **দক্ষিণে :** পঞ্চায়েত রাস্তা, **পূর্বে :** ১০ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ এবং **পশ্চিমে :** পরেশ চন্দ্র এবং সুনীল বোস-এর সম্পত্তি।

তারিখ: ২০.০৪.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: পাতুলিয়া স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. ১ শেক্সপীয়র সরণি, এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং,
৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. **মেসার্স সানায়া গার্মেন্টস,** বিও-৯৫ নিউ বোগা নোওয়া পাড়া তেতুলতলা স্কুল রোড, পো এবং থানা : মহেশতলা , ওয়ার্ড নং ২১, মেমানপুর চন্দননগর, কলকাতা- ৭০০১৪১। ২. **শ্রী নাজিরুদ্দিন খানা (স্বত্বা.)** মাতা সফিয়া বিবি, আকরা বোগা নোওয়া পাড়া, পো এবং থানা : মহেশতলা, কলকাতা- ৭০০১৪১।	**ক)** ৬০,১৫,৯৬০.০২ টাকা লোন এ/সি নং **********7214, ৩০.১১.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া **খ)** ২৯.০৪.২০২৫ **গ)** ১৮.০৪.২০২৬

জামিনদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সমুদয় জমির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাপ ৪ কাঠা ১০ ছটাক কমবেশি , এবং তদস্থিত দোতলা ভবন নির্মিত, আরএস/এল,বি, দাগ নং ৩২৬ এবং ৩২৭, আরএস খতিয়ান নং ৩০৬ এবং ৯০, এল বি খয়িান নং ৩১৮, ১২১০, ১২১২, ২৪৮ (দলিল অনুযায়ী) এলবি, খতিয়ান নং ৪৫৫৯ (পর্চা অনুযায়ী), জব নং ৪, আরএস নং ১০৭, জোজি নং ১৭২, মৌজা - ফিঙ্গা,অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ২৫২/১, বাড়ি ফিঙ্গা (এম এ সরণি), কলকাতা- ৭০০০৪৯, থানা : নিমতা, ওয়ার্ড নং ০৪ উত্তর দম দম পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ এবং চৌহদ্দি : উত্তরে : অংশত আরএস/এলআর দাগ নং ৩২৬ এবং ৩২৭। দক্ষিণে : অন্যান্যর জমি। পূর্বে : আরএস দাগ নং ৩২৮ এবং অন্যান্যর জমি। পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ৩২৫।
জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক স্পেস দোতলায় পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২২০০ বর্গফুট, কমবেশি (সিমেন্টের মেঝে এবং লিফট সুবিধা ব্যতীত) তদস্থিত দোতলা ভবন নির্মিত জমি উক্ত সম্পত্তিভুক্ত আরও বিস্তারিতভাবে উক্ত তপশিল তদস্থিত যথাযথ অংশ অবিভক্ত সম্পত্তির উক্ত সম্পত্তি বাণিজ্যিক স্পেস সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. **মেসার্স দাব্যা ফ্যাশন,** ১০/১/১সি, ডা. রাম মনোহর লোহিয়া সরণি, কলকাতা- ৭০০০০৭। ২. **শ্রী রোহিত খান্ডেলওয়াল (স্বত্বা.)** পিতা গোপাল দাস খান্ডেলওয়াল, শান্তিনিকেতন অ্যাপার্টমেন্ট, এইচ-৪, রবীন্দ্র পল্লি, কেষ্টপুর, পো : প্রফুল্ল কানন, থানা : বাগুইআটি, কলকাতা- ৭০০১০১	**ক)** ১,৭৭,৭১,৪৭৭.০০ টাকা লোন এ/সি নং **********7980, ০৫.১০.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.১০.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ৮১,৮৮,৮৪১.৯৬ টাকা লোন এ/সি নং **********2777, ৩০.০৯.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৯.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া **খ)** ০৪.১১.২০২৫ **গ)** ১৭.০৪.২০২৬

জামিনদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি নং ৩ প্রথম তপশিল : (জমি সম্পত্তি) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া ৫ কাঠা কমবেশি পাঁচতলা ভবন, মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৬০০০ বর্গফুট কমবেশি বাণিজ্যিক এরিয়া এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৬০০ বর্গফুট কমবেশি বাণিজ্যিক এরিয়া এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৪০০ বর্গফুট এরিয়া কমবেশি বসবাসের এরিয়া অবস্থিত মৌজা : নোয়াপাড়া, ১ নং ৮৩, আরএস নং ১৩৭, সাবেক খতিয়ান নং ৪০, হাল খতিয়ান নং ১৪২৬, আরএস দাগ নং ১৭৩, আরএস খতিয়ান নং ১৪২৬, থানা - বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস বারাসত, স্থানীয় বারাসত পুরসভার ওয়ার্ড নং ২২ (বর্তমানে ওয়ার্ড নং ০৩), কৃষ্ণনগর রোড (এনএইচ-৩৪), হোল্ডিং নং ৩৯১/৩৭৯/১, গীতাঞ্জলি পল্লি, কলকাতা- ৭০০১২৫, পশ্চিমবঙ্গ। চৌহদ্দি : উত্তরে : মাদেন আলির জমি। দক্ষিণে : গোবিন্দ সাহার জমি। পূর্বে : ৪০ ফুট কৃষ্ণনগর রোড (এনএইচ-৩৪)। পশ্চিমে : জমি দাগ নং ১৭২। দ্বিতীয় তপশিল (বন্ধকদত্ত ইউনিট) : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক বাণিজ্যিক এরিয়া সমুদয় একতলা, পরিমাপ আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩২০০ বর্গফুট কমবেশি ভবনের এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ নির্মিত ভবন জমির। মার্বেল মেঝে অবস্থিত ডি এবং অবস্থিত মৌজা নোয়াপাড়া, ২ নং ৮৩, আরএস নং ১৩৭, সাবেক খতিয়ান নং ৪০। হাল খতিয়ান নং ১৪২৬, আরএস দাগ নং ১৭৩, আরএস খতিয়ান নং ১৪২৬, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস বারাসত, স্থানীয় বারাসত পুরসভার ওয়ার্ড নং ২২ (বর্তমানে ওয়ার্ড নং ০৩) কৃষ্ণনগর রোড (এনএইচ-৩৪)। হোল্ডিং নং ৩৯১/৩৭৯/১ , গীতাঞ্জলি পল্লি, কলকাতা ৭০০১২৫, পশ্চিমবঙ্গ, সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সহ আরও বিস্তারিতভাবে দলিলের সঙ্গে সংযুক্ত নথিতে লাল কালিতে চিহ্নিত অংশ চৌহদ্দি : উত্তরে : মাদেন আলির জমি। দক্ষিণে : গোবিন্দ সাহার জমি। পূর্বে : ৪০ ফুট কৃষ্ণনগর রোড (এনএইচ-৩৪)। পশ্চিমে : জমি দাগ নং ১৭২। সম্পত্তি শ্রী রোহিত খান্ডেলওয়াল এর নামে।

তারিখ : ২১.০৪.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

SBI
এসবিআই এইচএলসি বারুইপুর (৬৪২০২)
সাইট্রাস কোভ, ২য় ফ্লোর, কামালগাজী মোড়,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১০৩,
ই-মেইল- sbi.64202@sbi.co.in
পরিশিষ্ট-৪ {রুল-৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার বারুইপুর (৬৪২০২)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **১০.০২.২০২৬** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী শ্রেয়সী জানা** এবং **শ্রী অরুণ দাস** -কে বকেয়া **৩৪,৭৯,৮৫৮.০০ টাকা (চৌত্রিশ লক্ষ উনআশি হাজার আটশত আটান্ন টাকা মাত্র) ০৫.০২.২০২৬ তারিখ হিসাবে এবং ০৬.০২.২০২৬ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ** সহ পরিশোধ করতে বলেন উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **১৮ এপ্রিল, ২০২৬** তারিখে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন **৩৪,৭৯,৮৫৮.০০ টাকা (চৌত্রিশ লক্ষ উনআশি হাজার আটশত আটান্ন টাকা মাত্র) ০৫.০২.২০২৬ অনুযায়ী এবং ০৬.০২.২০২৬ তারিখ থেকে এর ওপর পরবর্তী সুদ,** খরচ সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার বারুইপুর** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী শ্রেয়সী জানা এবং শ্রী অরুণ দাস
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুর থানা এবং রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় সীমার অন্তর্গত এ.ডি.এস.আর.- সোনারপুরের অধীন মৌজা- জগন্নাথপুর, জে.এল. নং ৫১-এ অবস্থিত মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৩১১২, জগন্নাথপুর (বর্তমানে নজরুল সরণি নামে পরিচিত), মিশন পল্লী রোড, কলকাতা ৭০০১৫০-এ একটি বহুতল ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি স্বাধীন গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান সহ ব্লক ০২-এর প্রথম ফ্লোরে অবস্থিত **এফ-১০৬** নম্বর স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক অ্যাপার্টমেন্টের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটের ব্যালকনি সহ কার্পেট এরিয়া **৭৮৩.২৮ বর্গফুট** এবং সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া **১০৬০ বর্গফুট,** যার মধ্যে তিনটি শোবার ঘর, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং হল, একটি রান্নাঘর, দুটি শৌচালয়, একটি ব্যালকনি (দক্ষিণ মুখী) এবং একটি ব্যালকনি (দক্ষিণ-পূর্ব মুখী) রয়েছে।
আবাসন কমপ্লেক্সের চতুঃসীমা নিম্নরূপ:- উত্তরে- ২০ ফুট ০৬ ইঞ্চি চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, **দক্ষিণে-** আর.এস. দাগ নং ৭৫২, **পূর্বে-** আর.এস. দাগ নং ৫৬৩, ৫৬০ এবং ৫৬২-এর অংশের অধীনে থাকা বসতবাড়ি এবং **পশ্চিমে-** আর.এস. দাগ নং ৫৬৬ এবং ৫৬৭-এর অংশের অধীনে থাকা বসতবাড়ি।

তারিখ: ১৮.০৪.২০২৬, স্থান: বারুইপুর অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Punjab & Sind Bank
ঘিদহ শাখা
মুদিবাড়ি বাস স্টপ, পোস্ট- নীলগঞ্জ বাজার, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ)
কোনো বাধ্যবাধকতাহীন তারিখ ২৩.০২.২০২৬

১. **শ্রীমতি শিপ্রা শাউ (ঋণগ্রহীতা),** পিতা ফণীভূষণ চ্যাটার্জি, ২ নং মোতিলাল কলোনি, দমদম (এম), রাজবাড়ি কলোনি, উত্তর ২৪ পরনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৮১
২. **শ্রী প্রীতম শাউ (জামিনদাতা),** পিতা উত্তম কুমার শাউ, ২ নং মোতিলাল কলোনি, দমদম (এম), রাজবাড়ি কলোনি, উত্তর ২৪ পরনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৮১

২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে নোটিশ
প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,
১. আপনারা প্রাপক নং ১ ব্যাঙ্কের নিকট আর্থিক সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ব্যাঙ্ক আপনাদের ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে সংশ্লিষ্ট সুবিধা এবং মঞ্জুর করেছিল :

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট নং	মঞ্জুরিকৃত পরিমাণ(টা)	লোন টাইপ	সুদের হার	মঞ্জুরের তারিখ
১.	১১২১১২০০০০০৩৪৪	১০,৮০,০০০.০০	টিএল-বন্ধক লোন	(রেপো+০.১৯+৩.৩৬%) অর্থাৎ ১০.০৫ %	১৭.১১.২০২৩

উক্ত ঋণসুবিধা যথাযথভাবে সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ০২, একতলায়, পরিমাপ সুপার বিল্টআপ এরিয়া ৭০০ বর্গফুট কমবেশি নির্মিত অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ ৩ কাঠা ১ ছটাক ২২.৬ বর্গফুট, অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৯৩, মৌজা -সুলতানপুর, দাগ নং ২৬৪২, জেএল নং ১০, আরএস নং ১৪৮, ইপি নং ২৮৪, এসপি নং ২৮৫, মোতিলাল কলোনি, ওয়ার্ড নং ০৪,এডিএসআরও -কাশীপুর দমদম , স্থানীয় দম দম পুরসভা অধীন, কলকাতা - ৭০০০২৮ ঠিকানা প্রাপক নং ১ এর অধীন।
২. ঠিকানা প্রাপক নং ১ উক্ত সুবিধা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ঋণনথি দ্বারা ১৭.১১.২০২৩ তারিখে ইবিএলার ১০.০৫ শতাংশ হারে বার্ষিক মাস অন্তর সুদ দিতে সম্মত হওয়ার কড়ারে ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা অনুযায়ী সময়ে সময়ে চুক্তি সম্পাদন করেন।
৩. আপনি ঠিকানা প্রাপক নং ২ জামিনদাতা(গণ) হিসেবে ঠিকানা প্রাপক নং ১ এর উক্ত ঋণ সুবিধা পাওয়ার বিষয়ে ১৭.১১.২০২৩ তারিখে ব্যাঙ্কের অনুকূলে দায়বদ্ধতার ঠিকানা প্রাপক ২ হিসেবে সহ কারী হিসেবে ঠিকানা প্রাপক ১ এর হিসেবে এবং আপনারা যৌথভাবে দায়বদ্ধভাবে বকেয়া সুদ, শুল্ক এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কের চার্জ পরিশোধের বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন করেন।
৪. ঠিকানা প্রাপক নং ১ সমপরিমাণ বন্ধক স্থাবর সম্পত্তি উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪(ই) ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঋণ সুবিধা সম্পর্কিত সম্পাদন করেন।
ক) বন্ধকদাতার নাম : শ্রীমতি সিপ্রা শাউ
খ) বন্ধক গ্রহীতা : পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক।
গ) পরিমাণ জামিনদত্ত : ১০,৮০,০০০.০০ টাকা (দশ লাখ আশি হাজার টাকা)
ঘ) সুদের হার : ইবিএলআর (আরওআর + মার্কআপ + সিআরপি + বিএসপি) অর্থাৎ ১০.০৫ শতাংশ, যা অনুমোদনের সময় মাসিক ভিত্তিতে ধার্য করা হবে।
ঙ) বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ০২ একতলায়, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭০০ বর্গফুট কমবেশি নির্মিত অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ ৩ কাঠা ১ ছটাক ২২.৬ বর্গফুট অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৯৩, মৌজা - সুলতানপুর, দাগ নং ২৬৪২, জেএল নং ১০, আরএস নং ১৪৮, ইপি নং ২৮৪, এসপি নং ২৮৫, মোতিলাল কলোনি, ওয়ার্ড নং ০৪, এডিএসআরও কাশীপুর দমদম স্থানীয় দম দম পুরসভা অধিক্ষেত্রে কলকাতা -৭০০০২৮, ঠিকানা প্রাপক নং ১ এর মালিকানাধীন, **(সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০২৯৬৩৮৮৫৩)।**
চ) বন্ধকদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দলিলএর বিস্তারিত : হস্তান্তরদলিল নং ৯৬৬৫/২০০৯ , সম্পত্তি সিপ্রা শাউ এর নামে, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআরও কাশীপুর দমদম।
ছ) সম্পত্তির চৌহদ্দি : (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : কলোনি রোড, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ এবং ইপি নং ২৮৪বি, পূর্বে : ইপি নং ২৭৮, ২৭৯, ২৮৩। পশ্চিমে : কলোনি রোড এবং সাধারণ চলার পথ।
মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকৃত : উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া রোড। দক্ষিণে : ২ তলা ভবন এবং আরইট শেড হাউস। পূর্বে : ২ তলা ভবন। পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া রোড।
জ) বর্তমান প্রদেয় অর্থ : অ্যাকাউন্ট নং ১১২১১২০০০০০৩৪৪-এ ১০,১০,৮৬০.৯৯ টাকা (দশ লক্ষ দশ হাজার আটশত ষাট টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা), **৩১.০১.২০২৬ পর্যন্ত সুদ সহ।**
৫. উক্ত মেয়াদী ঋণের পরিমাণটি সুদসহ চাহিবা মাত্র **১৪৩০৩ টাকার ১২০টি ইএমআই**-তে পরিশোধযোগ্য ছিল। এছাড়াও, সম্পূর্ণ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত মাসিক কিস্তিতে ১০.০৫ শতাংশ বার্ষিক হারে সুদ প্রযোজ্য ছিল।
৬. আপনি অনুমোদন এবং ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্রের শর্তাবলী লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, স্বাভাবিক সম্মত সুদের হারের উপরে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে বার্ষিক ২ শতাংশ হারে অতিরিক্ত সুদ পরিশোধ করতে সম্মত হয়েছিলেন।
৭. ২৮.১১.২০২৫ তারিখে অ্যাকাউন্টটি আইনের ধারা ২(ও)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল।
৮. আমার ব্যাঙ্ক নিয়মিত হিসাবের খাতা রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং এখন **অ্যাকাউন্ট নং ১১২১১২০০০০০৩৪৪-এ ৩১.০১.২০২৬ পর্যন্ত সুদসহ ১০,১০,৮৬০.৯৯ টাকা** (দশ লক্ষ দশ হাজার আটশত ষাট টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) আইনত পাওনা রয়েছে, যা আপনাদের, অর্থাৎ উপরে উল্লিখিত ঠিকানা প্রাপক/অনুমোদনযোগ্য এবং আপনারা সকলে যৌথভাবে ও পৃথকভাবে উপরে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ সুদ, খরচ এবং অন্যান্য প্রচলিত ব্যাঙ্ক চার্জসহ সম্পূর্ণ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত ব্যাঙ্কে পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ।
৯. ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ নির্দেশিকা অনুযায়ী সুদের হার সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা অনুসারে মাসিক বিরতিসহ বর্তমান সুদের হার **বার্ষিক ৮.০৮ শতাংশ।**
১০. আপনারা উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন।
১১. আপনাকে আরও অবহিত করা হচ্ছে যে, ১৩ ধারার উপধারা ১৩ অনুসারে, আপনি ব্যাঙ্কের লিখিত সম্মতি গ্রহণ ব্যতীত নোটিশে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত উক্ত জামানতকৃত সম্পদসমূহ বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করতে পারবেন না।
১২. উক্ত ব্যাঙ্ক বকেয়া দেনার অধীনে উদ্ভূত দায় পরিশোধের জন্য আপনাকে আহ্বান জানানোর অধিকার সংরক্ষণ করে।
১৩. সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যার অধীনে আপনি শুধুমাত্র প্রকাশ্য নিলাম, দরপত্র আহ্বান, জনসাধারণের কাছ থেকে দরপত্র অথবা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ(সমূহ) বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত, ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়সহ বকেয়া পাওনার সম্পূর্ণ পরিমাণ জমা দিতে পারবেন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে, যদি প্রকাশ্য নিলাম, দরপত্র আহ্বান, জনসাধারণের কাছ থেকে দরপত্র অথবা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যয়িত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়সহ বকেয়া পাওনার সম্পূর্ণ পরিমাণ জমা না দেওয়া হয়, তবে আপনি সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার অধিকারী নাও হতে পারেন।
১৪. অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে, উপরোক্ত বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য উপযুক্ত আদালত এবং/অথবা ট্রাইব্যুনালে যথাযথ আইনি কার্যক্রম শুরু করাসহ ব্যাঙ্কের জন্য উপলব্ধ অন্যান্য অধিকার এবং প্রতিকারসমূহের প্রতি কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি না করেই এই বিজ্ঞপ্তিটি আপনাকে পাঠানো হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি, সংশোধিত ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধারা এবং/অথবা সংশোধিত ২০০৭ সালের নিষ্পত্তি পরিশোধ আইনের অধীনে ব্যাঙ্ক কর্তৃক দায়েরকৃত যেকোনো অভিযোগের বিচারকার্য পরিচালনার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করবে না।
অতএব, এই আইনি নোটিশের বলে আমি এতদ্বারা আপনাদের সকলকে অর্থাৎ ঠিকানা নং ১ থেকে ২-কে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা এই নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে **অ্যাকাউন্ট নং ১১২১১২০০০০০৩৪৪-এ থাকা ১০,১০,৮৬০.৯৯ টাকা** (দশ লক্ষ দশ হাজার আটশত ষাট টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) পরিমাণ দেনা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করেন। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে উপরে অনুচ্ছেদ ৮-এ উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী ৩১.০১.২০২৬ পর্যন্ত সুদ, ভবিষ্যৎ সুদ + **০১.০২.২০২৬ তারিখ থেকে** মাসিক কিস্তিসহ চার্জ। অন্যথায়, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত সুরক্ষিত পাওনা আদায়ের জন্য সারফেসি আইন ২০০২-এর তৃতীয় অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে এবং সেক্ষেত্রে আপনারা এর থেকে উদ্ভূত সমস্ত খরচ এবং অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করতে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন।
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, এই বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি আমাদের অফিসে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

আপনার বিশ্বস্ত,

তারিখ : ২৩.০২.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : উত্তর ২৪ পরগনা পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

বিজেপিকে ভোট দিলে মিলবে তিন হাজার! ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ

বিজেপি-তৃণমূলের সংঘর্ষ, অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: 'বিজেপিকে ভোট দিলেই মিলবে নাকি অন্নপূর্ণা যোজনার তিন হাজার টাকা' একাংশ ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এমনভাবে প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠল মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের সাহাপুর এলাকার বিজেপি দলের দুই নেতা-নেত্রীর বিরুদ্ধে। আর বিষয়টি জানতে পেরেই ওই দুইজনকে একটি বাড়িতে আটকে রেখে পাল্টা স্থানীয় তৃণমূলীরা মারধর করে বলে অভিযোগ। সোমবার দুপুরে এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর বিমল দাস কলোনি এলাকায়। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকেও তাদের ওপর হামলা এবং মারধর করার পাল্টা অভিযোগ জানানো হয়েছে। উভয়পক্ষই পুরো বিষয়টি নিয়ে পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এদিন দুপুর থেকেই কার্যত সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে অবশ্য ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ।

যদিও এক নম্বর বিমল দাস কলোনি এলাকার একাংশ বাসিন্দাদের অভিযোগ, এদিন সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের এক পঞ্চায়েত সদস্য রেখা বিশ্বাস এবং ১৮৪ নম্বর বুথ সভাপতি সত্যজিৎ হালদার অনেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অন্নপূর্ণা যোজনা একটি ফর্ম ফিলাপ করতে বলেন। আর তাতেই বলা হয় এর মাধ্যমে বিজেপি সরকার আসলে তিন হাজার টাকা দেবে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে এক নম্বর বিমল দাস কলোনির বাসিন্দা মণ্টু হালদার, বিভাস মণ্ডল বলেন, 'বিজেপির কয়েকজন নেতানেত্রীরা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁরা একটি ফর্ম দেখিয়ে বলেন এটি ফিলাপ করলে মাসে মাসে নাকি তিন হাজার টাকা পাওয়া যাবে। সেই ফর্ম নেওয়ার পরেই আচমকাই বাড়ির বাইরে দুই দলের মধ্যেই গোলমাল শুরু হয়ে যায়।' পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল দলের সদস্য তথা সাহাপুর এলাকার দলীয় নেতা দিব্যকান্ত দাসের অভিযোগ, এদিন দুপুরে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের এক পঞ্চায়েত সদস্যা রেখা বিশ্বাস এবং ১৮৪ নম্বর বুথ সভাপতি সত্যজিৎ হালদার মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের তিন হাজার টাকা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন। তার সঙ্গে অন্নপূর্ণা যোজনার একটি ফর্ম ফিলাপ করানো হচ্ছিল। ভোটারদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছিল। এটা সম্পূর্ণ নির্বাচন বিধি ভাঙন করা হয়েছে। এরপরই বিষয়টি জানতে পেরে দলীয় কিছু কর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে গেলে ওরা আমাদের ওপর দলবল নিয়ে হামলা চালায়। তারপরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। এদিকে পাল্টা সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮৪ নম্বর বিজেপির বুথ সভাপতি সত্যজিৎ হালদার এবং পঞ্চায়েত সদস্য রেখা বিশ্বাসের অভিযোগ, 'আমরা কোনও ফর্ম ভোটারদের কাছে দিই নি। বরং তৃণমূলের স্থানীয় কিছু নেতাকর্মীরা আমাদের ভোট প্রচারে বাধা দিয়েছে। ওরাই আমাদের গায়ে হাত দিয়েছে এবং মারধর করেছে। পাশাপাশি আমাদের দু'জনকে এক ঘণ্টা ধরে একটি বাড়িতে আটকে রাখে। এই হেনস্তার বিষয়ে পুলিশকে জানানো হয়েছে।'

গোপীবল্লভপুরে শুভেন্দুর নিশানায় আইপ্যাক ও তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: 'তৃণমূল কোনও রাজনৈতিক দল নয়। আইপ্যাক ও পুলিশের উপর নির্ভরশীল একটি কোম্পানি মাত্র। যে আইপ্যাক কয়লা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত রয়েছে।' সোমবার গোপীবল্লবপুরে বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাতোর সমর্থনে বক্তব্য রাখার সময় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এভাবেই তৃণমূলকে আক্রমণ করেন। এদিন নিশ্চিন্তা ফুটবল মাঠের জনসভায় শুভেন্দু বলেন, 'কয়লা দুর্নীতি মামলায় ইডি যখন নোটিস পাঠিয়ে তল্লাশিতে গিয়েছিল, তখন তারা দিল্লি এবং হাইকোর্টে গেলেও তাদের পাশে কেউ দাঁড়ায়নি। গোয়ায় নির্বাচনের সময় তৃণমূল এবং অনান্য দলের একাউন্ট থেকে হাওলার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আইপ্যাকের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়। সেই তথ্য প্রমানের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির এই অপারেশন। আইপ্যাকের হয়ে উচ্চ আদালতে না গিয়ে মমতা বলছেন, আইপ্যাকের হয়ে যারা কাজ করছিলেন তাঁদের চাকরি দেবেন। অর্থাৎ মমতা ফের ক্ষমতায় এলে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের বাদ দিয়ে আবার চাকরি চুরি করে টাকার বিনিময়ে এদের এবং তাঁর দলের ক্যাডারদের চাকরি দেবেন।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি আক্রমণ করে শুভেন্দু আরও বলেন, 'এই মুখ্যমন্ত্রী হিন্দু, আদিবাসী, প্রতিবন্ধীদের বঞ্চিত করে এসেছেন। আমরা ক্ষমতায় এলে তাঁদের যোগ্য সম্মান দেব। তাই গোপীবল্লভপুরের ভোটারদের কাছে আবেদন তারা যেন পদ্ম ফুলের প্রার্থী তথা অধিকার আন্দোলনের নেতা রাজেশ মাহাতোকে অন্তত ৩০ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী করেন।' এদিন প্রচন্ড রোদেও শুভেন্দুর সমাবেশে লোক ছিল চোখে পড়ার মত।

তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলে তোপ

দুর্নীতি, সিন্ডিকেটমুক্ত খনি অঞ্চল গড়ে তোলার ডাক কেন্দ্রীয় খনি মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: সম্প্রতি আসানসোলে এসে বছরের পর বছর ধরে চলা দুর্নীতি, সিন্ডিকেট রাজ এবং সম্পদের সুপরিকল্পিত লুঠের জন্য সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে দায়ী করলেন কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনি মন্ত্রী জি. কিষাণ রেড্ডি। মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার ধারাবাহিকভাবে এই অঞ্চলে উন্নয়নমূলক কাজ করে এলেও, আসানসোলের মানুষ তার পূর্ণ সুফল থেকে বঞ্চিত। এর কারণ, রাজনৈতিক স্বার্থে রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে কেন্দ্রের বেশ কিছু প্রকল্প আটকে রেখেছে।' তীব্র আক্রমণ শানিয়ে রেড্ডি বলেন, 'কারখানাগুলো নিজে থেকে বন্ধ হয়ে যায়নি। এটি দুর্নীতি, সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ এবং অবৈধ চক্রগুলোকে দেওয়া রাজনৈতিক আশ্রয়েরই ফল।' অবৈধ খনি খনন প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, 'এই অঞ্চলে অবৈধ কয়লা খনন রোধে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো একাধিকবার প্রচেষ্টা চালালেও, রাজ্য সরকার কোনও ভাবেই সহযোগিতা করেনি। তৃণমূলের শাসনকালে আসানসোলের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকাশ্যে লুঠ করা হচ্ছে এবং সেই অর্থ দলের তহবিলে জমা করা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'ব্যবসায়ী, বণিক এবং পরিবহণকারীরা এক গভীর শিকড় গেড়ে বসা সিন্ডিকেট ব্যবস্থার জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছেন। যেখানে চাঁদাবাজি এবং ভয়ের পরিবেশই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করছে।' একইসঙ্গে তাঁর আশ্বাস, 'কয়লা মাফিয়া এবং অপরাধী চক্রগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ও পূর্ণাঙ্গ দমন অভিযান চালানো হবে। পশ্চিমবঙ্গে একবার বিজেপি সরকার গঠিত হলে, সেই 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার' সিন্ডিকেট রাজ এবং 'কাটমানি' সংস্কৃতিকে নির্মূল করবে।' উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্পকারখানাগুলোকে পুনরায় চালু করা হবে, নতুন নতুন কয়লা-ভিত্তিক শিল্প স্থাপন করা হবে এবং স্থানীয় যুবকদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।'

প্রসঙ্গেত, তিনি রবিবার রানিগঞ্জে 'শিশুবাগান'-এর 'স্পোর্টস অ্যাসেম্বলি' হলে বিএমএস কর্মী ও বিশিষ্ট ভোটারদের সঙ্গে একটি বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি আসানসোলে জেলা বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। এরপর জামুড়িয়ার 'আর এন কলোনি'-তে বিএমএস কর্মীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। দিনের কার্যক্রম শেষ করার আগে মন্ত্রী পাণ্ডবেশ্বরে অবস্থিত 'জামবাদ বেঁধি দুর্গা মন্দির'ও পরিদর্শন করেন। সব শেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'সময় এসেছে আপনাদের অধিকার, আপনাদের সম্পদ এবং আপনাদের ভবিষ্যৎ পুনরুদ্ধার করার। জনগণের সমর্থনে আমরা উন্নয়ন বয়ে আনব, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করব এবং এই 'কয়লা রাজধানীর' হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনব।'

হরিরামপুরে মিঠুন চক্রবর্তীর মেগা র‍্যালি

'সনাতনী' ঐক্যের ডাক দিয়ে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের রণদামামা বেজে গিয়েছে। সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুরে বিজেপি প্রার্থী দেবব্রত মজুমদারের সমর্থনে এক বিশাল জনসভায় অংশ নিলেন মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী। প্রবীণ এই অভিনেতা তথা বিজেপি নেতার উপস্থিতি ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উন্মাদনা চোখে পড়ে।

সোমবার দুপুরে হরিরামপুর এএসডিএম হাইস্কুল মাঠে তৈরি অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নামে মিঠুন চক্রবর্তীর হেলিকপ্টার। প্রিয় তারকাকে একবার সামনে থেকে দেখ তে সকাল থেকেই রাস্তার দু'পাশে ভিড় জমিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা ও দলীয় কর্মীরা। ফুল, পতাকা এবং স্লোগানে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। জনসভায় সমর্থকদের উদ্দেশে হাত নেড়ে অভিবাদন জানান মিঠুন। বক্তব্যে তিনি রাজ্যের ভবিষ্যৎ গড়তে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'আমি নিজেকে একজন সনাতনী বলে পরিচয় দিই। নিজেদের অস্তিত্ব ও পরিচয়ের লড়াইয়ে জয়ী হতে এবং দলের জয় নিশ্চিত করতে সমস্ত 'সনাতনী' ভোটারদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।' পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থী দেবব্রত মজুমদার জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন। প্রচারের গতি ও মানুষের সাড়া দেখে তিনি নির্বাচন নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। সমাবেশ ঘিরে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছিল। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই সভার কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে। ভোটের মুখে মিঠুন চক্রবর্তীর মতো হাই-প্রোফাইল তারকাকে মাঠে নামিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরে বিজেপি তাদের প্রচারের ঝাঁজ বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শেষ মুহূর্তের এই প্রচার ভোটারদের মন জয়ে বড় ভূমিকা নিতে পারে।

কাঁকসায় জনসভা থেকে মিঠুন চক্রবর্তীকে 'খামোশ' শত্রুঘ্ন সিনহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: হাতে গোনা আর মাত্র একদিন। আগামী ২৩শে এপ্রিল প্রথম দফার নির্বাচন হবে পশ্চিমবঙ্গে। যার মধ্যে প্রথম দফার নির্বাচন হবে দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে। গত দু'দিন আগে কাঁকসার সিলামপুরে দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে জনসভা করেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। ওইদিন মিঠুন চক্রবর্তী সভা মঞ্চ থেকে দাবি করেন, 'বাংলায় এবার বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বিজেপি সরকার আসলে দুর্নীতিমুক্ত সরকার গঠন হবে।' মিঠুন চক্রবর্তীর পাল্টা তৃণমূলের সভা অনুষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুরে। এদিন সভা শুরু হতেই মাইকে দুর্গাশ্রী প্রকল্পের কথা ঘোষণা করতেই আনন্দে মেতে ওঠেন এলাকার মহিলারা। পরে সভায় যোগ দিয়ে শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, 'দু'দিন আগে মিঠুন চক্রবর্তী যা বলে গিয়েছে সবই মিথ্যা। বিজেপি এসআইআর করে মানুষকে বিপদে ফেলে দিয়েছে। মানুষের পাশে গিয়ে দিদি দাঁড়ান। এছাড়াও মহিলাদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বাংলায় বারবার প্রধানমন্ত্রী এসে নানান ভাঁওতাবাজির কথা বলে যাচ্ছেন। দুরদর্শনে বসে প্রধানমন্ত্রী কান্নাকাটি করছেন, মহিলা সংরক্ষণ বিল নাকি সবাই চালু করতে দিল না। যা দু'বছর আগেই পাশ হয়েছে। এখন মানুষের সমর্থন পেতেই নানান নাটক করছে।' এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী কেশব দে, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, তৃণমূলের কিষাণ ক্ষেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য, কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নব কুমার সামন্ত,ব্লকের যুব সভাপতি কুলদীপ সরকার, আমলা জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কণিকা বাগদি, উপ প্রধান নাসিম আলী মির-সহ অন্যান্যরা। সংগীত শিল্পী কেশব দে দলীয় প্রচারের গান গেয়ে সকলের মন জয় করেন। সোমবার বিভিন্ন জায়গায় দলীয় প্রচার থাকার কারণে দুর্গাপুর পূর্বের তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার সভার শেষে এলাকায় পৌঁছে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সোমবার সিউড়ি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী উজ্জল চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে চলছে পথপ্রচার। সন্ধ্যায় সিউড়ির ৬ নম্বর ওয়ার্ডেও বাড়ি বাড়ি প্রচার সারেন প্রার্থী।

চন্দ্রকোনায় উন্নয়ন ও কৃষি ইস্যুতে কেন্দ্র সরকারকে তোপ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: চন্দ্রকোনা ও ঘাটাল বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে জোরালো জনসভা অনুষ্ঠিত হল চন্দ্রকোনার বসনছোড়া ফুটবল ময়দানে। চন্দ্রকোনা কেন্দ্রের প্রার্থী সূর্য্যকান্ত দোলই এবং ঘাটাল কেন্দ্রের প্রার্থী শ্যামলী সরদারের সমর্থনে এই সভা থেকে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করে তিনি বলেন, 'বহুদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে। ইতিমধ্যেই ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি চন্দ্রকোনা-ঘাটাল রাজ্য সড়কের কেঠিয়া ব্রিজ, শিলাবতী নদীর উপর একাধিক সেতু নির্মাণ-সহ বিভিন্ন উন্নয়ন হয়েছে।' কৃষকদের বিষয়েও একাধিক ঘোষণা করা হয় এদিনের সভায়। আলুর বাম্পার ফলনের কথা তুলে ধরে অভিষেক কৃষকদের আশ্বাস দেন, 'ভবিষ্যতে বেশি ফলন হলে সরকার ন্যায্য দামে আলু কিনবে। কৃষকদের জন্য আলাদা কৃষি বাজেট এবং রাজ্য জুড়ে ৫০টি নতুন হিমঘর তৈরি করা হবে।' একইসঙ্গে এদিনের সভা থেকে কৃষি সার ও অন্যান্য কৃষি সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির জন্য সরাসরি কেন্দ্রকে দায়ী করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, 'আলু রপ্তানিতে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই এবং এই বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।' একইসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ শানিয়ে আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে জয়ী করার আহ্বান জানান তিনি। অভিষেক বলেন, 'আমরা কথা দিলে কথা রাখি। ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়িত হবেই। সূর্য্যকান্ত দোলই ও শ্যামলী সর্দ্দারের পাশে থেকে এলাকার উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।'

নরেন্দ্রনাথের সমর্থনে পাণ্ডবেশ্বরে ভুঁইয়া সমাজের হাইভোল্টেজ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমর্থনে পাণ্ডবেশ্বরে ভুঁইয়া সমাজের একটি বিশাল ও হাইভোল্টেজ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিভিসি মোড় থেকে শুরু করে পাণ্ডবেশ্বর রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত এই মিছিলটি কয়েক হাজার মানুষের অংশগ্রহণে এক অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছে। মিছিলটি ডিভিসি মোড় থেকে শুরু হয়ে বাজার, স্থানীয় পাড়াগুলি এবং প্রধান রাস্তা পেরিয়ে রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে শেষ হয়। এই দীর্ঘ পথের প্রতিটি কোণায় ভুঁইয়া সমাজের বিপুল জনস্রোত নজরে পড়ে। ঢোল, বাদ্যযন্ত্র এবং টিএমসি-র প্রতীকী পতাকায় সজ্জিত মিছিলে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং উৎসাহ ছিল লক্ষ্যণীয়। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। এই প্রেক্ষিতে পাণ্ডবেশ্বরে ভুঁইয়া সমাজের এই বিশাল মিছিল তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য এক বিশাল শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চ হিসেবে পরিণত হয়েছিল বলে মত রাজনৈতিকবিদদের।

স্থানীয় সূত্রের খবর, ভুঁইয়া সমাজের বিপুল জনসংখ্যা এই এলাকায় নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জয়ের সম্ভাবনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মিছিলে অংশ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ভুঁইয়া সমাজের এই সমর্থনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ভুঁইয়া সমাজের এই অভূতপূর্ব সমর্থন আমাকে বিপুল উৎসাহ দিয়েছে। আমি তাদের পাশে থেকে তাদের উন্নয়নে সর্বদা কাজ করে যাব।'

অক্ষয় তৃতীয়ায় 'জনআশীর্বাদ'কে হাতিয়ার করে প্রচারে গৌতম ধাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অক্ষয় তৃতীয়ার শুভদিনকে সামনে রেখে সোমবার সকাল থেকেই জোরকদমে নির্বাচনী প্রচারে নামলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার, খণ্ডঘোষ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী গৌতম ধাড়া। সকাল থেকে শুরু হয়ে টানা সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে তাঁর ম্যারাথন জনসংযোগ কর্মসূচি। একাধিক গ্রাম ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন তিনি, শোনেন তাঁদের অভাব-অভিযোগ। পাশাপাশি তুলে ধরেন দলের বার্তা। এদিনের প্রচার শুরু হয় খণ্ডঘোষ ব্লকের মোল্লা রোড থেকে। সেখান থেকে সুলতানপুর, মৌর ওয়ানিয়া হয়ে খোরকোল, শাঁখারী অঞ্চল ঘুরে শেষ পর্যন্ত খুদকুরি গ্রামে গিয়ে প্রচার পর্ব শেষ করেন তিনি। পথে পথে কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ চোখে পড়ে। বহু জায়গায় প্রার্থীকে ফুলের মালা পরিয়ে, হাত মিলিয়ে এবং দুই হাত তুলে শুভেচ্ছা ও সমর্থন জানাতে দেখা যায় স্থানীয়দের। প্রচারের ফাঁকে গৌতম ধারা বলেন, 'শাঁখারী ২ নম্বর অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করেছি। মানুষের মধ্যে যে আবেগ ও উৎসাহ দেখছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। অনেকেই আবেগ ধরে রাখতে পারছেন না কেউ আশীর্বাদ করছেন, কেউ গলায় মালা পরাচ্ছেন। প্রতিদিনই এই ভালোবাসা পাচ্ছি।' তিনি আরও দাবি করেন, 'এলাকার মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে মনস্থির করে ফেলেছেন।' অক্ষয় তৃতীয়ার মতো শুভ দিনে প্রচারে নামাকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর কথায়, 'এই শুভদিনে মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে প্রচার শুরু করা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনৈতিক সৌজন্য তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: আবারও সৌজন্যে রাজনীতি দেখল শাসন। হাড়োয়া বিধানসভার শাসন অঞ্চলের তৎকালীন দাপুটে বাম নেতা মজিদ মাস্টারের বাড়িতে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী মহম্মদ আব্দুল মাতিন। এদিন তিনি প্রচারে বেরিয়ে একদা শাসনের ত্রাস তথা সিপিএম নেতা মজিত মাস্টারের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। উভয়ের মধ্যে ভাব বিনিময় হয়। পরে মজিদ মাস্টার বলেন, 'আমি একজন বাঙালি ও ভারতীয়। ভারতীয়দের মতে অতিথি হল নারায়ণ। নারায়ণ কি আমি জানি না, তবে এটুকু জানি বাড়িতে কেউ এলে তাঁকে আদর আপ্যায়ন করতে হয়। আমি অতি সাধারণ মানুষ, আমার সাধ্যমত তৃণমূল প্রার্থীকে আপ্যায়ন করেছি।' এদিন দু'জনের মধ্য ভালোবাসার ভাব বিনিময় হয়। এবং তাঁরা দীর্ঘক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলোচা করেন। তৃণমূল প্রার্থী বলেন, 'প্রচারে সব বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি। সেই একইভাবে মজিত মাস্টারের বাড়িতেও যাই প্রচারে। সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়। এটাই বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি। রাজনৈতিক মতাদর্শ আলাদা হতেই পারে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যেন অটুট থাকে।'

'ফসল ভালো, দাম নেই'

আরামবাগে কৃষকদের ক্ষোভই ভোটের ইস্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কৃষি নির্ভর আরামবাগ বিধানসভা এলাকায় ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে বড় ইস্যু হতে চলেছে কৃষকদের আর্থিক সংকট। মাঠে উৎপাদন ভালো হলেও, বাজারে ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় চাষিদের মধ্যে গভীর হতাশা এবং ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। চলতি মরশুমে আবহাওয়ার অনুকূল পরিস্থিতির কারণে বোরো ধান, আলু এবং বিভিন্ন শাকসবজির ফলন তুলনামূলকভাবে ভালো হয়েছে বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় কৃষকেরা। তবে সেই সাফল্যের ছবি মাঠেই সীমাবদ্ধ। বাজারে গিয়ে চাষিরা যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন বাস্তবের মুখোমুখি হচ্ছেন। স্থানীয় কৃষক রমেশ মণ্ডল ক্ষোভের সুরে বলেন, 'এবার ধানের ফলন খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু খরচও কম হয়নি। সার, বীজ, শ্রম সবকিছুর দাম অনেক বেড়েছে। আমরা যখন ধান বিক্রি করতে যাই, তখন সেই অনুযায়ী দাম পাই না। এতে লাভ তো দূরের কথা, খরচ তোলাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় চাষ করে টিকে থাকাই মুশকিল।' শুধু ধান চাষিরাই নন, একই সমস্যায় জর্জরিত আলু চাষিরাও। সুকুমার দাস নামে এক চাষি বলেন, 'আমরা আলু চাষ করি মূলত। এবছর ফলন ভালো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কোল্ড স্টোরেজে রাখতে অনেক খরচ হয়। তার ওপর বাজারে দাম কম থাকলে আলু রেখে দিয়েও লাভ হয় না। অনেক সময় বাধ্য হয়ে কম দামে বিক্রি করতে হয়, না হলে আরও ক্ষতি হয়।' কৃষকদের বক্তব্যে উঠে আসছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থার দুর্বলতা। অনেকেই মনে করছেন, পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ সুবিধা এবং সরকারি ভর্তুকি না থাকায় তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভর করতে। আরেক কৃষক, গোপাল হাঁসদা, বলেন, 'সরকারি অনেক প্রকল্পের কথা শুনি ভর্তুকি, উন্নত বীজ, যন্ত্রপাতি। কিন্তু সব সুবিধা সবার কাছে পৌঁছায় না। কেউ পাচ্ছে, কেউ পাচ্ছে না।' তবে শুধুমাত্র সমস্যার কথাই নয়, কিছু ইতিবাচক দিকও তুলে ধরছেন স্থানীয়রা। সেচ ব্যবস্থার আংশিক উন্নতি এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার কিছুটা হলেও উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করেছে। সরকারি উদ্যোগে উন্নত বীজ ও কৃষিযন্ত্রে ভর্তুকি পাওয়ায় অনেক চাষি উপকৃতও হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মতে, এই উদ্যোগগুলো এখনও সর্বত্র সমানভাবে কার্যকর হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, সরকার কৃষকদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নে যথেষ্ট উদ্যোগ নেয়নি। তাঁদের দাবি, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কার্যকর করা, কোল্ড স্টোরেজে ভর্তুকি বৃদ্ধি এবং সরাসরি কৃষক-বাজার সংযোগ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। অন্যদিকে শাসক পক্ষের বক্তব্য, কৃষকদের উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প ইতিমধ্যেই চালু রয়েছে এবং ধাপে ধাপে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। তবে মাঠের বাস্তব চিত্রে যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, তা অস্বীকার করা যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, আরামবাগের মতো কৃষিনির্ভর অঞ্চলে শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি যথেষ্ট নয়। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাজার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, সংরক্ষণ সুবিধার বিস্তার এবং কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সব মিলিয়ে, 'ফসল আছে, দাম নেই', 'সংরক্ষণে ভর্তুকি চাই' এবং 'কৃষকের পণ্য, কৃষকের বাজার' এই দাবিগুলিই এখন আরামবাগের গ্রামেগঞ্জে জোরালোভাবে উঠছে। ফলে স্পষ্ট, কৃষকদের এই ক্ষোভ এবং প্রত্যাশাই এবারের নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

রাজস্থানের শোধনাগারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

আজ উদ্বোধনের কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর

জয়পুর, ২০ এপ্রিল: আজই উদ্বোধন করার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। তার ঠিক আগেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড রাজস্থানের শোধনাগারে। আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই প্রশাসন, নিরাপত্তা সংস্থা এবং শোধনাগার কর্তৃপক্ষের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা দেখা দেয়।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, শোধনাগারের একটি ইউনিটে আগুন লাগে। এই ঘটনায় চত্বরের ভেতরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আগুন লাগার পর ধোঁয়া ও আগুনের শিখা প্রায় এক কিলোমিটার দূর থেকেও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। আগুনের তীব্রতার কারণে আশেপাশের এলাকায় ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। ধোঁয়ার বিশাল কুণ্ডলী থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় আগুন কত ব্যাপক ভাবে ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানের জন্য কারিগরি দল ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলো ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দমকলের ২০টিরও বেশি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান চালানো হয়। এবং আগুন যাতে অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো হয়।

উল্লেখ্য, এটাই দেশের প্রথম সংশোধনাগার ও পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স। রাজস্থান সরকার ও হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের যুগ্ম প্রয়াসে যা নির্মিত হয়েছে। বিদেশি নির্ভরতা কমিয়ে 'আত্মনির্ভরতা'র পথে হাঁটতেই এই শোধনাগার তৈরি করা হয়েছে। ২০১৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সোনিয়া গান্ধি। সেই সময় এর নির্মাণ খরচ ধরা হয় ৩৭ হাজার ২৩০ কোটি টাকা। পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন করে প্রকল্পটি শুরু করেন ২০১৮ সালে।

আমেরিকাকে কড়া বার্তা ক্ষুব্ধ আমিরশাহির

আবু ধাবি, ২০ এপ্রিল: পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় শান্তি বৈঠক শিকেয় উঠেছে। হরমুজকে কেন্দ্র করে ফের সম্মুখ সমরে ইরান ও আমেরিকা। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের প্রমাদ গুনছে মধ্যপ্রাচ্য। এহেন পরিস্থিতিতেই আমেরিকার উপর রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাল মিত্র দেশ সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। আমেরিকাকে তোপ দেগে আমিরশাহীর কমেন্টেটর আবদুল খালেক আবদুল্লা জানান, আমেরিকা আমাদের কোনও সাহায্যে আসেনি। ওদের আর প্রয়োজন নেই। দেশের সমস্ত মার্কিন সেনাঘাঁটি বন্ধ করা হোক। এক্স হ্যান্ডলে আমেরিকাকে দুষে আবদুল্লা লেখেন, 'আমিরশাহীর নিরাপত্তার জন্য আমেরিকার কোনও প্রয়োজন নেই।

৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল জাপান, জারি সুনামি সতর্কতা

টোকিও, ২০ এপ্রিল: তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপান। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৭.৫। ভূমিকম্পের পরই জাপানের উত্তর-পূর্ব উপকূলে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও তথ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। ভূমিকম্পের জেরে ব্যাহত হয়েছে পরিবহণ পরিষেবা। শক্তিশালী এই ভূমিকম্পের পর অনেককেই ফুকুশিমার ভয়াবহ সেই আতঙ্ক গ্রাস করেছে।

জাপানের আবহাওয়া সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার সকালে জোরাল ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে জাপানের উত্তর-পূর্ব উপকূল। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল প্রশান্ত মহাসাগরের ১০ কিলোমিটার গভীরে। তারপরই সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, উত্তর জাপানের আইওয়েট প্রদেশের কুজি বন্দরে সমুদ্রের জলস্তরের উচ্চতা ২.৬ ফুট পর্যন্ত বেড়েছে।

জাপানের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ভূমিকম্পের প্রভাব সবচেয়ে বেশি টের পাওয়া গিয়েছে উত্তর জাপানে। ভূমিকম্পের প্রভাব সবচেয়ে বেশি টের পাওয়া গিয়েছে উত্তর জাপানে। ভূমিকম্পের জেরে কতটা কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই উত্তর জাপানের উপকূলবর্তী এলাকা থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে বলা হয়েছে।

জাপান এমনিতেই বিশ্বের অন্যতম ভূকম্পপ্রবণ দেশ। প্রশান্ত মহাসাগরের অগ্নিবলয় বা 'রিং অফ ফায়ার'-এর উপর অবস্থান করায় বছরে প্রায় ১৫০০টি বড়-ছোট ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে জাপান। ২০১১ সালে ৯ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল জাপান এবং সংলগ্ন এলাকা। মৃত্যু হয়েছিল প্রায় ১৮ হাজার জনের।

সূত্রের খবর, ইওয়াটে, আওমোরি এবং হোক্কাইডোর মতো উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে সুনামির ঢেউ ৩ মিটার পর্যন্ত উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জাপানের পরমাণু কেন্দ্রগুলিতেও। জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের পর একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

দি গ্রোব টি কোম্পানি লিমিটেড
CIN : L74110WB1895PLC000963
রেজি অফিস : "হাউট স্ট্রিট", ১০ম তল,
৮৬এ তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ০৪৬
টেলিফোন নং : ০৩৩-৪০০৩১৩২৫/২৬
ইমেল : grobtea@rawalwasia.co.in, ওয়েবসাইট : www.grobtea.com

শেয়ারহোল্ডারগণের অবগতির জন্য
দ্বিতীয় আইইপিএফ ১০০ দিনের প্রচার- "সক্ষম নিবেশক"

এতদ্বারা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (আইইপিএফএ) এর নির্দেশ মোতাবেক দ্য গ্রব টি কোম্পানি লিমিটেড (কোম্পানি) উদ্যোগ নিয়েছে ১০০ দিনের প্রচার অভিযানের-"**সক্ষম নিবেশক**" ০১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ৯ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত যেসকল শেয়ারহোল্ডারগণের ডিভিডেন্ড/শেয়ার অপ্রদেয়/অদাবিকৃত রয়েছে।
অভিযানের উদ্দেশ্য হল শোয়ারহোল্ডারগণকে বিশেষভাবে অবহিত করা তাদের কেওয়াইসি এবং নমিনেশন বিস্তারিত হালনাগাদ করার জন্য। শেয়ারহোল্ডারগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে তাদের বিস্তারিত হালনাগাদ করার এবং অপ্রদেয় দাবি/অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড এবং/বা শেয়ার আইইপিএফএ তে সংশ্লিষ্ট শেয়ার এবং/বা ডিভিডেন্ড স্থানান্তরিত প্রতিরোধের জন্য।
সংশ্লিষ্ট সকল শেয়ারহোল্ডারগণ এর অপ্রদেয়/অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড/শেয়ারসমূহ বা যারা তাদের কেওয়াইসি এবং নমিনি বিস্তারিত হালনাগাদ করতে চান কোনও জিজ্ঞাসা /বিষয় থাকলে সংশ্লিষ্ট অপ্রদেয়/অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড এবং বা শেয়ারসমূহ সম্পর্কে অনুরোধ করা হচ্ছে যে লিখিতভাবে কেম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাতে :
মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রা লি.,
৩এ অকল্যান্ড প্লেস, ৮মতল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা- ৭০০০১৭।
ইমেল - nichetechpl@nichetechpl.com, ফোন ০৩৩ ২২৮০ ৬৬১৬/১৭/১৮।
শেয়ারহোল্ডারগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, কেওয়াইসি ফর্ম ডাউনলোড করতে কোম্পানি ওয়েবসাইট https://www.grobtea.com/resource/Investor-Relation/Download_ Forms.aspx থেকে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
নেহা সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি
এসিএস-৫৪৩১৫

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২০ এপ্রিল ২০২৬

নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আমি আনিসুর রহমান পিতা মরহুম সিরাজুল ইসলাম গ্রাম কাউকে পাড়া পোস্ট দেবালয়া থানা দেগঙ্গা জেলা উত্তর ২৪ পরগনা পিন ৭৪৩৪২৪ বর্তমানে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে 120 নম্বর দেগঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। আমার বিরুদ্ধে একটি বিচারাধীন মামলা রয়েছে LD SPECIAL JUDGE CBI (1), BICHAR BHAWAN, KOL - 700001,
যার বিবরণ নিম্নরুপ -
মামলা নং : ML 16/2023
(ECIR/KLZO-I/04/2022
Dated - 10/04/2022)
Sections – U/S- 3 & 4 Prevention of Money Laundering Act 2002.
উপরিউক্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিস লি.
রেজিস্টার্ড অফিস : কঙ্কারিয়া এস্টেট, ৬ষ্ঠ তল, ৬ লিটল রাসেল স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০ ০৭১, ভারত CIN : L65993WB1979PLC032394
ফোন : ৯১-৩৩-২২৮৮-০০৬৪, জিএসটিআইএন 19AACCA2034K1ZU
ই-মেইল : info@ludlowjute.com ওয়েবসাইট : www.ludlowjute.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
(দ্বিতীয় ১০০ দিনের প্রচারাভিযান - "সক্ষম নিবেশক"
১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ৯ জুলাই, ২০২৬)

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") -এর অধীনস্থ বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ ("আইইপিএফএ")-এর চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে, লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড ("কোম্পানি") তার শেয়ারহোল্ডারদের **১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ৯ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত দ্বিতীয় ১০০ দিনের প্রচারাভিযান- "সক্ষম নিবেশক"** চালু করার বিষয়ে জানাতে পেরে আনন্দিত।
এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে, আইইপিএফএ শেয়ারহোল্ডারদের কেওয়াইসি এবং অন্যান্য বিবরণ হালনাগাদ করার এবং দাবিহীন/অপরিশোধিত লভ্যাংশ আইইপিএফ-এ স্থানান্তর রোধ করার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে।
এই প্রচারাভিযান এবং 'সক্ষম নিবেশক'-এর প্রথম ১০০ দিনের প্রচারাভিযান শুরুর আগে থেকেই, কোম্পানি নিয়মিত অনুস্মারক পাঠিয়ে এবং সময়মতো বিবরণ হালনাগাদ করতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের তাদের বকেয়া লভ্যাংশ দাবি করার জন্য নির্দেশনা দিয়ে আসছে। দ্বিতীয় ১০০ দিনের প্রচারাভিযান, 'সক্ষম নিবেশক'-এর অধীনে, শেয়ারহোল্ডারদের রেকর্ড হালনাগাদ করতে এবং তাদের ন্যায্য পাওনা দাবি করতে সাহায্য করার জন্য এই প্রচেষ্টাগুলো আরও জোরদার করা হচ্ছে, যার ফলে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে লভ্যাংশ এবং শেয়ার হস্তান্তর প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।
শেয়ারহোল্ডারদের করণীয় পদক্ষেপ
যেসব সদস্য এখনও তাদের নিজ নিজ ফিজিক্যাল ফোলিও নম্বরের জন্য আধার-সংযুক্ত প্যান, মনোনয়নের পছন্দ, যোগাযোগের বিবরণ (পিন সহ ডাক ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর), ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ (ব্যাঙ্কের নাম ও শাখা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, MICR– IFSC কোড এবং বাতিলকৃত চেক) এবং নমুনা স্বাক্ষরের মতো তথ্য আপডেট করেননি, তাদের যথাযথভাবে পূরণ করা ও স্বাক্ষরিত নির্ধারিত ফর্মগুলি mcssta@rediffmail.com এই ইমেল ঠিকানায় আরটিএ -কে জমা দিয়ে অথবা কোম্পানির আরটিএ-এর কাছে এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, ৩৮৩ লেক গার্ডেনস, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০৪৫ এই ঠিকানায় একটি ফিজিক্যাল কপি পাঠিয়ে এই সমস্ত তথ্য সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
প্রয়োজনীয় ফর্ম এবং নথি :

ফর্ম	উদ্দেশ্য
ফর্ম আইএসআর-১	প্যান, কেওয়াইসি বিস্তারিত বা পরিবর্তন/হালনাগাদ এর নথিভুক্তিকরণ (যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত, স্বপ্রত্যয়িত কেওয়াইসি নথি সহ)
ফর্ম আইএসআর-২	শেয়ারহোল্ডারগণের স্বাক্ষরের হালনাগাদ (যথাযথভাবে পূরণ এবং স্বাক্ষরিত, ব্যাঙ্কের প্রত্যয়িত স্বাক্ষর এবং মূল বাতিল করা চেক যা আপনার নাম ছাপা বা স্বপ্রত্যয়িত ব্যাঙ্ক পাশবই /বিবৃতি)
ফর্ম আইএসআর-৩	ফিজিক্যাল শেয়ারহোল্ডারগণের দ্বারা নমিনেশন উল্লেখ
ফর্ম এসএইচ-১৩	নমিনি সংযুক্ত করার জন্য
ফর্ম এসএইচ -১৪	নমিনি যাচাই বা বাতিলের জন্য
ফর্ম আইএসআর-৩ এবং এসএইচ -১৪	নমিনেশন উল্লেখ বা বাতিলের জন্য

আপনি কোম্পানির ওয়েবসাইট, www.ludlowjute.com থেকেও এই ফর্মগুলি ডাউনলোড করতে পারেন।
যেসব শেয়ারহোল্ডার ইলেকট্রনিক ফর্মে শেয়ার ধারণ করেন এবং তাদের লভ্যাংশ দাবি করেননি, তারা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি)-দের কাছে নিজেদের বিবরণ আপডেট/সংশোধন করে তা দাবি করতে পারেন।
কোম্পানি যথাসময়ে শেয়ারহোল্ডারদের অপরিশোধিত লভ্যাংশের বিবরণ এবং তা দাবি করার প্রক্রিয়া উল্লেখ করে চিঠি/ইমেল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পাঠাবে। এই প্রচারণার সময়, যে সকল শেয়ারহোল্ডার ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত কোনো অর্থবর্ষের জন্য তাদের লভ্যাংশ দাবি করেননি অথবা তাদের কেওয়াইসি আপডেট করেননি অথবা যাদের দাবিহীন লভ্যাংশ এবং শেয়ার সংক্রান্ত কোনো সমস্যা রয়েছে, তাদের আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর এড়াতে সেই লভ্যাংশ দাবি করার জন্য কোম্পানি/আরটিএ-এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
শেয়ারহোল্ডারদের উপরোক্ত নির্দেশাবলী নোট করতে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
জিজ্ঞাসার জন্য যোগাযোগ করুন
এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড
৩৮৩ লেক গার্ডেনস, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০৪৫
ফোন ০৩৩-৪০৭২৪০৫১/৫৩, ইমেল mcssta@rediffmail.com
"সক্ষম নিবেশক" - এই ১০০ দিনের প্রচারাভিযান সম্পর্কিত আরও সহায়তার জন্য, শেয়ারহোল্ডাররা এই ঠিকানায়ও লিখতে পারেন : cs@ludlowjute.com

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নেহা জৈন
কোম্পানি সেক্রেটারি
এ৪৯৬৪০

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২০ এপ্রিল ২০২৬

TENDER NOTICE
Architects and Engineers are hereby invited to submit the quotation for the Architectural job (plan, sanctioning from NKDA, supervision, working drawing & obtaining CC) including structural design for G+4 Residential Building with 8 Nos. of flats of Aritri Co-operative Housing Society limited, having its Plot at Premises no. 15-0756, Plot No. AA-IIIA/2299, Action Area-IIIA, New Town, Kolkata. The last date of submission of the Quotation is (7 days gap from the date of publication) at Box no T-2104/26-27 of newspaper **EKDIN PATRIKA, Narasingha Broadcasting Pvt. Ltd. 1, Old Court, House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room no 306(S) Kolkata -700001,** The Selection Process is the discretionary part of the society.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৪৬৩৩-জিআরসি-সিই-সি-এসও-১৬-২০২৬, তারিখ ১৭.০৪.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/এস/গার্ডেনরিচ-৭০০০৪৩, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডার ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তারিখে দুপুর ১২টায় টেন্ডার বন্ধ হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কনস্ট্রাকশন-II) খড়গপুর, দঃপূঃ রেলওয়ের অধিক্ষেত্রাধীনে দঃপূঃ রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিশনের নিমপুরা রিসেপশন ইয়ার্ড (১২.৩৩ কিমি) ব্যতিরেকে কলাইকুন্ডা-নিমপুরা ওয়েস্ট আউটার-গোকুলপুর সংযোগ সম্পাদনের জন্য মিশ্র কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৭৫.৫১ কোটি টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,৫১,০২,২০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১৮ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ১৫.০৫.২০২৬। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** অন্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডার নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-58)**

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএইচ/৬০৭, তারিখ ১৭.০৪.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং : এসডিএসটিই/সিগ/টি/৫১/২৫-২৬/ক্যাপ,আরআরএসকেএসএফ। অবস্থানসহ কাজের নাম:** (১) শিয়ালদহ ডিভিসনে এএসটিই/II শাখায় ইন্টারলক্ড গেটগুলিতে (ওএসএল) আরটিইউ-এর ব্যবস্থা। (২) শিয়ালদহ ডিভিসনের শিয়ালদহ-রানাঘাট, দমদম-বালি হল্ট, কল্যাণী-কল্যাণী সীমান্ত শাখায় ৪৮এফ ওএফসি-র ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমান :** ৪,৪৭,২৫,৫৬৬.৭৫ টাকা। **বায়নামূল্য / বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে:** ৮,৯৪,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ:** ২৯.০৪.২০২৬। **টেন্ডার জমা করার শেষ তারিখ:** ১৩.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ:** ১৩.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে :** www.ireps.gov.in **কারিগরী যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতাকে গত ৭ (সাত) বছরে নিম্নলিখিত কাজের যে কোনও একটি অবশ্যই সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে বা যথেষ্ট পরিমাণে সম্পন্ন করতে হবে, যেটি দরপত্র আহ্বান করা মাসের আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত হয়েছে : (১) তিনটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (২) দুটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (৩) একটি অনুরূপ কাজের মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার 'ভি/এন' অথবা 'ভি', যেটি কম হবে, হতে হবে; যেখানে 'ভি' অর্থাৎ টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য কোটি টাকায়, 'এন' অর্থাৎ কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা যার জন্য দর আহ্বান করা হয়েছে। নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী, গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে "মোট চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদানের" গড় হিসেবে গণনা করা হবে। যদি পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না হয়ে থাকে তাহলে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনার জন্য পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি (এই টেন্ডার নথিপত্রের ফর্ম-৬) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত/চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের নিকট থেকে শংসিত যথাযথভাবে নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট দ্বারা সমর্থিত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটের কপি জমা করতে হবে। **অন্যান্য নথিপত্র জমা করতে হবে :** টেন্ডার নথিপত্র অনুযায়ী। **সমপ্রকৃতির কাজ :** ডেটালগার অথবা আরটিইউ সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ অথবা যে কোনও সিগন্যাল ইন্টারলকিং কাজ যাতে থাকবে ইআই অথবা আরআরআই অথবা পিআই অথবা আইবিএস অথবা আইবিএইচ অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা ইয়ার্ড সংশোধন অথবা ইউএফএসবিআই অথবা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি অথবা ডিসি টিসি) অথবা অ্যাক্সল কাউন্টার (এসএসডিএসি অথবা এমএসডিএসি অথবা এইচএএসএসডিএসি)। **দ্রষ্টব্য:** টেন্ডারদাতাকে দরপত্রের প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত তাঁর/তাঁদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণকারী দাবীর সমর্থনে নথিপত্র জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা করা প্রমাণপত্রে সমর্থনে নথিপত্র/শংসাপত্রের অনুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদাতা সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি দ্বারা স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নে অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)। (SDAH-13/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা মধ্যমগ্রাম শাখা
'দেবজ্যোতি ধাম' (সুমন প্লাজার পাশে), চন্দনগড়,
মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-৭০০১২৯ পঃবঃ, ভারত
ই-মেইল: madhya@bankofbaroda.com
পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, মধ্যমগ্রাম শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক, ঋণগ্রহীতাগণ কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ ইত্যাদি উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ফেরত দিতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, এখানে নিম্নে বিবৃত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন নিম্নে উল্লিখিত তারিখে উক্ত রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত এক্ট-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উক্ত পরিমান অর্থ ও তার উপর সুদ **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, মধ্যমগ্রাম শাখার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এইচ.বি. এন্টারপ্রাইজ,** ঠিকানা- প্রেমিসেস নং- ৪৭, বিএমসি-১/৪৭, ব্লক-এ, ছোট গন্তি, পোঃ- গন্তি, থানা- এয়ারপোর্ট (বর্তমানে নারায়ণপুর), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৩২। **স্বত্বাধিকারী: মিসেস হাবিবা খাতুন,** স্বামী-জনাব সাইদুর রহমান, ঠিকানা- ছোট গন্তি, পোঃ- গন্তি, থানা- এয়ারপোর্ট (বর্তমানে নারায়ণপুর), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৩২। **গ্যারান্টার: জনাব সাইদুর রহমান,** পিতা-জনাব সোরাব আলী, ঠিকানা- ছোট গন্তি, পোঃ- গন্তি, থানা- এয়ারপোর্ট (বর্তমানে নারায়ণপুর), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৩২। **অ্যাকাউন্ট নং ৩০৮৫০৪০০০০০১২২ (সিসি)**	**সম্পত্তি-১:** উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় সীমার অন্তর্গত ছোট গন্তি রোড, পোঃ- গন্তি, থানা- এয়ারপোর্ট (বর্তমানে নারায়ণপুর), কলকাতা-৭০০১৩২ -এ অবস্থিত মৌজা- গন্তি, জে.এল. নং ০১, প্লট নং- বি/১, আর.এস. নং- ১১৮, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৭৬, এল.আর. খতিয়ান নং- ৪৯৪, ৩৩২, ৪০২-এর অধীনস্থ **২.৬১ ডেসিমেল সমতুল্য ০১ কাঠা ০৯ ছটাক ১২ বর্গফুট** পরিমাপের জমি ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এটি এ.ডি.এস.আর.ও.-বিধাননগর -এর ২০২২ সালের আই-১৫০৪০১৮১৭ নম্বর দলিল হিসাবে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি মিসেস হাবিবা খাতুন, স্বামী- জনাব সাইদুর রহমান-এর নামে রয়েছে। সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ: উত্তরে-** ১'+৮'+১'=১০' চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ, দক্ষিণে- আর.এস. দাগ নং ৭৭, পূর্বে- ক্রেতার জমি এবং পশ্চিমে- আর.এস. দাগ নং ৭৬ এবং ১'+৮'+১'=১০' চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ। **সম্পত্তি-২:** উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত, এ.ডি.এস.আর.ও.- বারাসাত, মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ৭ (পুরানো), ৮ (নতুন) নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত হোল্ডিং নং ২৫৭/৬, পোঃ- মধ্যমগ্রাম, থানা- বারাসাত-এ অবস্থিত মৌজা- চন্দননগর, জে.এল. নং ৪৪, তৌজি নং ১৪৬, প্লট নং ৭, সাবেক দাগ নং- ৫৩, আর.এস. দাগ নং ২৮৪, এল.আর. দাগ নং ৬৪৭, সাবেক খতিয়ান নং- ১৩/১, আর.এস. খতিয়ান নং ২৪৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৫২২ -এর অধীনস্থ গ্রাউন্ড ফ্লোরে দক্ষিণ মুখী **২৫৩ বর্গফুট** সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট ১টি রোলিং শাটার যুক্ত দোকান ঘর নং ১-এর সকল। এটি ২০১২ সালের আই-০৫৮৮১ নম্বর দলিল হিসাবে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি ১) জনাব সাইদুর রহমান, পিতা- সোরাব আলী এবং ২) মিসেস হাবিবা খাতুন (বিবি), স্বামী- জনাব সাইদুর রহমান-এর নামে রয়েছে। দোকানটির চতুঃসীমা নিম্নরূপ: উত্তরে-** বাড়িওয়ালার ফাঁকা জমি, **দক্ষিণে-** ২ নং দোকান ঘর, **পূর্বে -** মিউনিসিপ্যাল রাস্তা এবং **পশ্চিমে-** বাড়িওয়ালার ভবন এবং ফাঁকা জমি।	১) ১৫.০১.২০২৬ ২) ১৮.০৪.২০২৬ ৩) ৪৬,৪২,৪৭৭.৩৪ টাকা (ছেচল্লিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার চারশত সাতাত্তর টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা মাত্র) ১০.০১.২০২৬ তারিখ হিসাবে এবং এর ওপর পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি।
২.	**মেসার্স এস. আর. এন্টারপ্রাইজ,** ঠিকানা- ছোট গন্তি, পোঃ- গন্তি, থানা- নারায়ণপুর (পুরানো এয়ারপোর্ট), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৩২। **স্বত্বাধিকারী: জনাব সাইদুর রহমান,** পিতা- জনাব সোরাব আলী, ঠিকানা- প্রেমিসেস নং- ৪৭, বিএমসি-১/৪৭, ব্লক-এ, ছোট গন্তি, পোঃ- গন্তি, থানা- নারায়ণপুর (পুরানো এয়ারপোর্ট), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৩২। **গ্যারান্টার: মিসেস হাবিবা খাতুন বিবি,** স্বামী- জনাব সাইদুর রহমান, ঠিকানা প্রেমিসেস নং- ৪৭, বিএমসি-১/৪৭, ব্লক-এ, ছোট গন্তি, পোঃ- গন্তি, থানা- নারায়ণপুর (পুরানো এয়ারপোর্ট), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৩২। **অ্যাকাউন্ট নং ৩০৮৫০৪০০০০০১২৫ (ওডি)**	**সম্পত্তি - ১** উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজারহাট গোপালপুর ১ নং পৌরসভার অন্তর্গত ছোট গন্তি রোড, পোঃ- গন্তি, থানা- নারায়ণপুর (পুরানো এয়ারপোর্ট), কলকাতা ৭০০১৩২-এ অবস্থিত মৌজা- গন্তি, জে.এল. নং- ০১, আর.এস. নং ১১৮, তৌজি নং ১৬৯, আর.এস. খতিয়ান নং ২৯৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৬৩, সাবেক দাগ নং ৪০৬, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৪৫১-এর অধীনস্থ **৪ কাঠা অথবা ৬.৫০ ডেসিমেল** কম-বেশি পরিমাপের জমি ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এটি এ.ডি.এস.আর.ও.- বিধাননগর (সল্ট লেক সিটি)-এর ২০১১ সালের ১ নম্বর বই, সিডি ভলিউম নং ২২, পৃষ্ঠা ২১২ থেকে ২২৬-এ আই-০৬৫৯১ নম্বর দলিল হিসাবে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি ১) জনাব সাইদুর রহমান, পিতা- সোরাব আলী এবং ২) মিসেস হাবিবা খাতুন (বিবি), স্বামী-জনাব সাইদুর রহমান-এর নামে রয়েছে। সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ: উত্তরে-** ৪৫১ নম্বর দাগ এবং ৮ ফুট সাধারণ যাতায়াতের পথ, **দক্ষিণে-** ৪৫২ নম্বর দাগ, **পূর্বে-** ৪৫১ নম্বর দাগ এবং **পশ্চিমে-** ৪৫১ নম্বর দাগ।	১) ৩০.০১.২০২৬ ২) ১৮.০৪.২০২৬ ৩) ৬০,২৯,১৭৫.১২ টাকা (ষাট লক্ষ উনত্রিশ হাজার একশত পঁচাত্তর টাকা এবং বারো পয়সা মাত্র) ২৯.০১.২০২৬ তারিখ হিসাবে এবং এর ওপর পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি।

তারিখ: ১৮.০৪.২০২৬
স্থান: মধ্যমগ্রাম
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন-১৩(১)(এ) দেখুন]
ডেটস্ রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি
২য় ফ্লোর, পিসিএম টাওয়ার বিল্ডিং,২য় মাইল,
সেভক রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ
কেস নং : ওএ/২১৯/২০২৫
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩-এর রুল ৫-এর সাব-রুল (২এ) সহ পঠিত অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে সমন।
ইএক্সএইচ. নং : ৩২৪৪
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
- বনাম -
মাস্টার ব্রিক্স ফিল্ড
স্বত্বাধিকারী- সাহাবুদ্দিন মন্ডল এবং অন্যান্য।
প্রতি,
(১) মাস্টার ব্রিক্স ফিল্ড, প্রোপ্রাইটর- সাহাবুদ্দিন মন্ডল, পিতা- স্বর্গীয় করিমবক্স মন্ডল, ব্যবসার ঠিকানা গ্রাম- সানকোয়া, পোঃ- আমতলা, থানা- নওদা, ৫ নং নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪২ ১২১।
(২) সাহাবুদ্দিন মন্ডল, পিতা- স্বর্গীয় করিমবক্স মন্ডল, বাসিন্দা- গ্রাম- সানকোয়া, পোঃ- আমতলা, থানা- নওদা, ৫ নং নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪২ ১২১।
(৩) মমতাজ বেগম, স্বামী- সাহাবুদ্দিন মন্ডল, বাসিন্দা- গ্রাম- সানকোয়া, পোঃ- আমতলা, থানা- নওদা, ৫ নং নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪২ ১২১।
(৪) মোহাইমেনুল মন্ডল, পিতা- সাহাবুদ্দিন মন্ডল, বাসিন্দা- গ্রাম- সানকোয়া, পোঃ- আমতলা, থানা- নওদা, ৫ নং নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪২ ১২১।
সমন
যেহেতু, ওএ/২১৯/২০২৫ গত ১৬.০১.২০২৬ তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার/ রেজিস্ট্রার -এর সামনে তালিকাভুক্ত ছিল। যেহেতু এই মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আপনার বিপক্ষে দায়ের করা উক্ত অ্যাপ্লিকেশন (ওএ)-এর উপর অ্যাক্টের ধারা ১৯(৪) অনুসারে সমন/নোটিশ জারি করতে সম্মত হয়েছেন, যা ৭৩,৮৮,১৫৭.০০ টাকা ঋণের পুনরুদ্ধার এর জন্য (অ্যাপ্লিকেশন সাথে নথিপত্রের অনুলিপি ইত্যাদি সংযুক্ত করা হয়েছে)।
অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর উপ-সেকশন (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে, নিম্নলিখিত নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে-
১) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে যে কেন প্রার্থিত প্রতিকার মঞ্জুর করা হবে না;
২) মূল অ্যাপ্লিকেশনের সিরিয়াল নম্বর ৩এ-এর অধীনে আবেদনকারী কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সম্পত্তি ও সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি বা সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করতে;
৩) সম্পত্তি সংযুক্তির জন্য আবেদনের শুনানি ও নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, মূল অ্যাপ্লিকেশনের সিরিয়াল নম্বর ৩এ-এর অধীনে প্রকাশ করা সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্য কোনো সম্পদ ও সম্পত্তির সাথে লেনদেন বা নিষ্পত্তি করা থেকে আপনারা বিরত থাকবেন;
৪) ট্রাইব্যুনালের পূর্বানুমতি ব্যতীত বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে, সাধারণ ব্যবসার গতিপথ ব্যতীত অন্যভাবে, যে কোনো সম্পদ যার উপর নিরাপত্তা স্বার্থ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং/অথবা মূল অ্যাপ্লিকেশনের সিরিয়াল নম্বর ৩এ-এর অধীনে নির্দিষ্ট বা প্রকাশিত অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি আপনারা হস্তান্তর করতে পারবেন না;
৫) সাধারণ ব্যবসার গতিপথে সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থের হিসাব দিতে আপনারা বাধ্য থাকবেন এবং সেই সম্পদগুলির উপর নিরাপত্তা স্বার্থ ধারণকারী ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে রাখা অ্যাকাউন্টে সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ জমা করতে বাধ্য থাকবেন।
আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ১৩.০৫.২০২৬ তারিখে [illegible] লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং [illegible] রেজিস্ট্রারের সামনে উপস্থিত থাকতে, অন্যথায় আপনার অনুপস্থিতিতেই আবেদনটির শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হবে।
আমার স্বাক্ষর ও এই ট্রাইব্যুনালের সীল মোহর সহ এই ১৭.০৪.২০২৬ তারিখে প্রদান করা হলো।
স্বা/- রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল
শিলিগুড়ি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি এবং ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, অধীনে
সিলভারটন স্পিনার্স লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : L18101WB1994PLC063733
রেজিস্টার্ড অফিস : ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর নং - ৪, ফলতা, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)-৭৪৩৫০৪, পশ্চিমবঙ্গ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে এবং বিধিমালা অধীনে সিলভারটন স্পিনার্স লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) **(কর্পোরেট ডেটর) (পূর্বতন প্যাসিফিক কটস্পিন লিমিটেড)** এর সম্পদ চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রির প্রস্তাব করা হয়েছে রেগুলেশন ৩২,-ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস ২০১৬ অধীনে, **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" এবং "পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে। উক্ত প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই। নিম্নোক্ত সারণিতে বর্ণিত সম্পদ এর ডাক সম্পাদিত হবে ব্যাঙ্কনেট, এক বৈদ্যুতিন নিলাম প্ল্যাটফর্ম বোর্ড কর্তৃক তালিকাভুক্ত ভায়া ওয়েবসাইট **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi** মাধ্যমে।

আবশ্যক ফর্ম, হলফনামা, ঘোষণা ইত্যাদি দাখিল	২১.০৪.২০২৬ থেকে ২০.০৫.২০২৬ পর্যন্ত
সাইট পর্যবেক্ষণ/পর্যবেক্ষণ তারিখ	২১.০৪.২০২৬ থেকে ১৯.০৫.২০২৬ (সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত সকল কাজের দিনে)
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	২০.০৫.২০২৬ দুপুর ১২.৩০টার মধ্যে।

নিম্নোক্ত সম্পদ ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ -২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলশেনসের রেগুলেশন ৩২ অধীনে :

নিলামের তারিখ এবং সময় : ২২.০৫.২০২৬, দুপুর ১২.৩০ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত
(প্রতিটি অসীমায়িত ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)

সম্পদের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	বায়না জমা দাখিল (আইএনআর)	বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)	সময়
বিকল্প ১ (ব্লক-এ) পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কারখানা এলাকার জমি সহ সমগ্র সম্পদের বিক্রয়।	১২,৫০,০০,০০০	১,২৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	দুপুর ১২.৩০ টা থেকে দুপুর ২.৩০ টা পর্যন্ত।
বিকল্প ২ (ব্লক বি (১)- প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি বৈদ্যুতিক সম্পদ সহ-বৈদ্যুতিক বন্টন ব্যবস্থা -সমুদয় লট বৈদ্যুতিক কেবলস, কন্ট্রোল প্যানেলস, ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, ২ টি, ২০০০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্ল্যান্টের জন্য, সমুদয় নন-আরসিসি ফ্যাক্টরি শেড -ক্লিয়ার -স্প্যান মেটাল স্ট্রাকচারাল এবং সিটিং, ওয়ার্কশপ মেশিনারি,-টুলস এবং স্পেয়ারস, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি, ল্যাব সরঞ্জাম/স্ক্র্যাপ, অফিস সরঞ্জাম/স্ক্র্যাপ, অফিস আসবাব এবং সমুদয় পড়ে থাকা স্ক্র্যাপ এবং একটি ভেহিকেল (আরসিসি ফ্যাক্টরি ভবন এবং ২ টি গুদাম) ব্যতীত)। **সফল নিলাম ক্রেতাকে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যুর পর সর্বোচ্চ ৪ মাসের মেয়াদে সমুদয় ব্লক বি-(১) সম্পদ এবং প্রেমিসেস খালি করার সময় অনুমোদন করা হবে।**	১০,১৫,০০,০০০	১,০১,৫০,০০০	৫,০০,০০০	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
বিকল্প ৩ (ব্লক বি-(২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজধারী জমি **(৯৯ বছরের লিজ শুরু ৬ অক্টোবর ১৯৯৪ থেকে)** এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ৪.৯৩১২ একর (কমবেশি) জমি এবং তদস্থিত আরসিসি ফ্যাক্টরি ভবন এবং ২ টি গুদাম অবস্থিত ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর -৪ মৌজা : রামনগর, জেএল নং ১৮, গ্রাম পঞ্চায়েত -কলাতলাহাট, থানা : রামনগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজধারী জমি এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ১.০১৪৭ একর (কমবেশি) জমি এবং তদস্থিত সমুদয় পূর্ত নির্মাণ, অবস্থিত প্লট নং এল ৫, এল ৬, এল ৭, এল ১৩, এল ১৪ এবং এল ১৫, ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর -৪, মৌজা : রামনগর, জেএল নং ১৮, গ্রাম পঞ্চায়েত-কলাতলাহাট, থানা : রামনগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সফল নিলাম ক্রেতা প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ক্রেতার থেকে পৃথক, সংশ্লিষ্ট জমি হস্তান্তর করা হবে চারমাস পরে, প্রেমিসেস থেকে ব্লক বি-(১) অধীন সম্পদ অপসারণের পর। ১ শতাংশ হস্তান্তর ফি লিজধারী জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিস্তারিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া জ্ঞাতব্য নথিতথ্যে উল্লেখ থাকবে।**	৪,৭৫,০০,০০০	৪৭,৫০,০০০	৫,০০,০০০	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত

***এতদ্বারা বিশ্লেষণাত্মক মতে পছন্দ ১(ব্লক এ) এর সম্পদের জন্য ই-নিলাম,অর্থাৎ সমুদয় কর্পোরেট ডেটরের বিক্রয় চালু সংস্থা হিসেবে সফল হয় তবে সমুদয় সম্পদ পছন্দ ২ এবং পছন্দ ৩ এর ই-নিলাম করা হবে না।**
আগ্রহী আবেদনকারীদের ই-নিলাম বিড আবেদনপত্র, ঘোষণাপত্র এবং আন্ডারটেকিং, অন্যান্য ফর্ম এবং সম্পদ বিক্রয় সম্পর্কিত শর্তাবলী সম্পর্কিত বিশদ সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিটি দেখতে হবে। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত নথিপত্র, প্রযোজ্য সমস্ত শর্তাবলী সহ সম্ভাব্য দরদাতারা BAANKNET ওয়েবসাইট https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi-এর মাধ্যমে অথবা silvertonspinners.liquidation@gmail.com-এ একটি ইমেল লিখে পেতে পারেন। সফল দরদাতার ইএমডি বিক্রয় বিবেচনার অংশ হিসাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং ব্যর্থ দরদাতাদের ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডি -তে কোনও সুদ থাকবে না। সফল বিডের পরিমাণের পেমেন্ট সময়সূচীর জন্য অনুগ্রহ করে ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিটি দেখুন।
সম্ভাব্য দরদাতাদের একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তারা কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে কোনও অযোগ্যতার সম্মুখীন নন এবং যদি কোনও পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো সময় যেকোনো দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করার অথবা ই-নিলামের যেকোনো শর্তাবলী সম্প্রসারণ বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো সময় ই-নিলাম বাতিল করার অধিকারও সংরক্ষণ করেন। [illegible]

রেজি. অফিস ঠিকানা:
ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর নং - ৪,
ফলতা, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)৭৪৩৫০৪ পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ: ২১.০৪.২০২৬
স্থান: কলকাতা

প্রতীম বয়াল
সিলভারটন স্পিনার্স লিমিটেড-
লিকুইডেটর বিক্রয় সম্পর্কিত
রেজি. নং. IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-19/12385
প্রক্রিয়া-নির্দিষ্ট যোগাযোগের ঠিকানা :
৭০৮, ৮ম তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০
যোগাযোগ নং : (+৯১) [illegible]৬৭৮২
ইমেল আইডি (প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট) silvertonspinners.liquidation@gmail.com

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404**, Phone: 033-4001 9663, E-mail # dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

দিবাকর ঘরামি • বিজেপি প্রার্থী

সোনামুখী কার, ২০২৬-এ লাখ টাকার প্রশ্ন বাঁকুড়ায়

শ্যামল সাঁতরা • তৃণমূল প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

সোনামুখী নামের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ইতিহাস। যার অর্থ 'সোনার মুখ'। এক সময়ের সমৃদ্ধ সিল্ক শিল্প এবং স্থানীয় বাণিজ্যের কারণেই এই নামকরণ বলে মনে করা হয়। সোনামুখীর রেশম শাড়ি আজও পরিচিত। দূরদূরান্ত থেকে আসেন ক্রেতারা।সঙ্গে টেরাকোটা মন্দিরও এই এলাকার গর্ব। জটিল নকশার এই মন্দিরগুলি ধর্মীয় ও শিল্প ঐতিহ্যের সাক্ষী। তবে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে সোনামুখী কার এই প্রশ্নটা ছুড়ে দিলে সঠিক উত্তর পাওয়া বড় কঠিন। কারণ, সোনামুখীর রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, ২০১১-তে রাজ্যে পালাবদলের রেশ ধরে বাঁকুড়া জেলার এই বিধানসভা কেন্দ্র বাম শিবিরের হাত থেকে চলে গিয়েছিল তৃণমূলের ঘরে। ২০১৬-তে সেই হারানো আসন ফেরায় বামেরা। ২০২১-এর নির্বাচনে এই কেন্দ্রে ফোটে পদ্ম। অর্থাত, টানা কোনও রাজনৈতিক দলই সোনামুখীতে তাদের আধিপত্য দেখাতে পারেনি। আর সেই কারণেই এবার সোনামুখী কার এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন বাঁকুড়ার মাটিতে।

তবে সোনামুখী কেন্দ্রে এবারও পদ্ম-শিবিরের ভরসা সেই দিবাকর ঘরামি। তৃণমূলের প্রার্থী কল্লোল সাহা, সিপিএমের প্রার্থী প্রাক্তন বিধায়ক অজিত রায়। আর বঙ্গের রাজনীতি থেকে অপ্রসাঙ্গিক হয়ে যাওয়া কংগ্রেসকে প্রাসঙ্গিকতায় ফেরাতে লড়বেন রাহুল বাউড়ি। তবে বিদায়ী বিধায়ক দিবাকর ঘরামি জানান, তাঁর এলাকা উন্নয়নের টাকা পুরোটাই খরচ হয়েছে। কমিউনিটি হল, সাংস্কৃতিক মঞ্চ, হাসপাতালের পাঁচিল, স্কুলের শেড, শ্মশানের শেড, ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিন, সোলার লাইট, হাইমাস্ট লাইট হয়েছে এলাকায়। আর সেই কারণেই হয়তো একটু বেশি-ই আত্মবিশ্বাসী দিবাকর স্পষ্ট জানান, 'এখানে লড়াই নেই। আমার জয় কেবল সময়ের অপেক্ষা। শেষবার জিতেছিলাম দশ হাজারেরও বেশি ভোটে, এ বার ব্যবধান দ্বিগুণ করাই লক্ষ্য।' যা শুনে তৃণমূল প্রার্থী কিছুটা কটাক্ষের সুরেই জানান, 'দিবাস্বপ্ন দেখছেন দিবাকর। শেষ পাঁচ বছরে দু'চারটি লাইট লাগানো ছাড়া এলাকার তেমন উন্নয়ন হয়নি। আর সেই কারণেই এবার বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের নিরিখে মানুষ তৃণমূলকে আশীর্বাদ করবেন।' আর বাম প্রার্থী অজিত আরও এক পা এগিয়ে জানান, 'তৃণমূল এবং বিজেপি, দু'টি দলকেই মানুষ চাইছে না। তাঁরা অনেক ভেবেচিন্তে তাই আমি মনে করি, মানুষ এ বার ভেবেচিন্তে ভোট দেবেন। আমাদের ফল ভালো হবে।'

তবে এলাকাবাসী জানাচ্ছেন, সোনামুখীর মানুষের জ্বলন্ত সমস্যা বাইপাস ও বাসস্ট্যান্ড। দীর্ঘদিনের দু'টি দাবি এখনও পূরণ হয়নি। সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা এও জানান, 'এখানে বাইপাস ও বাসস্ট্যান্ড অবিলম্বে তৈরি করা দরকার। রামপুরে শালি নদীর উপরে থাকা সেতুর হালও খুব খারাপ। দ্রুত মেরামত দরকার। সঙ্গে রয়েছে পানীয় জলের সমস্যা। রাস্তার হাল বেহাল। এছাড়াও সোনামুখী পুরসভা বহু প্রাচীন, অথচ আশানুরূপ উন্নয়ন হয়নি। এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নত করতে হবে।'

সোনামুখীর আর একটি বড় সমস্যা হাতি। বহুদিন ধরে এই অঞ্চলের জঙ্গলে রয়েছে দলমার হাতির দলের আনাগোনা। বাড়ি থেকে ফসল ক্ষতির সঙ্গে ঘটে প্রাণহানির ঘটনাও। বিশেষ জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে মানুষ প্রাণ হাতে নিয়ে বাস করেন। এলাকার বাসিন্দারা এও জানান, 'সরকার ফসলের ক্ষতি থেকে হাতির হানায় আহত ও মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অনেক বাড়িয়েছে। মৃতের পরিবারের একজন সদস্যের চাকরির ব্যবস্থাও করেছে। তবে এই সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। তার জন্য অবিলম্বে ময়ূরঝর্ণা প্রকল্পের রূপায়ণ দরকার।'

শুধু কী তাই, সঙ্গে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আরও নানা সমস্যা। তিন বছর হয়ে গেল এখনও পর্যন্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নামে নেওয়া প্রায় ৬ কোটি টাকার কোন হদিস মেলেনি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্কারভাবে জানানো হয়েছিল তদন্তে জানা গেছে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেত্রী যারা এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির দেখভাল করত সেই কমিউনিটি সার্ভিস প্রোভাইডার (সিএসপি) তারা মহিলাদের নাম করে এই ঋণ নিয়েছে। এদিকে ওই মহিলারা কিছুই জানেন না। এই অবস্থার ফলে হাজারো মহিলা সোনামুখীর মানিকবাজার অঞ্চলে আজ চরম বিপদের মধ্যে। কারণ, সরকারিভাবে তাঁদের নামে মোটা টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ গত তিনবছর আগে দু'জনকে গ্রেপ্তার করলেও তারা এখন জামিন পেয়ে বহাল তবিয়তে ঘুরছে। এই এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ এই প্রসঙ্গে এও জানান, তিনি জঙ্গলের পাতা কুড়িয়ে সংসার চালান। সরকারি নিয়ন্ত্রিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে কিছু কাজ তিনি করতেন। এখন সেটাও বন্ধ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা ঘটনা না বললেই নয়, বামফ্রন্ট সরকারের সময়ই বাংলাজুড়ে মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য সমস্ত জেলাতেই গ্রাম ও শহর এলাকায় এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি তৈরি হয়েছিল। তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত বিভিন্ন জিনিস তৈরি করার। যেমন ব্যাগ, কাপড়ে নক্সা করা, জ্যাম জেলি খাবার তৈরি সহ প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাতে তৈরি করে তাঁরা বাজারজাত করতে পারেন তার জন্য সেই বাজারও সরকার করে দিয়েছিল। প্রতি সপ্তাহে বুধবার সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাজকর্ম নিয়ে আলোচনাও হত। এরপর ২০১১ রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদলের পর সে সব উঠে গেছে। কাগজে কলমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি থাকলেও তার কোন প্রশিক্ষণ নেই। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, সোনামুখীর মানিকবাজার এলাকায় একাধিক গোষ্ঠী যারা দেখভাল করতেন সেই তৃণমূলের নেত্রীদের কাছে এই গোষ্ঠীর খাতা থাকত। সেই খাতা কারও দেখার উপায় ছিলনা। ঋণ নিয়ে শোধ করলেও কতটাকা তাঁদের নামে বাকি থাকছে তাঁরা তা জানতেও পারতেন না। এদিকে গত ২০২৩ সালে মহিলাদের নাম করে প্রায় ৬ কোটি টাকা জালিয়াতি করা হয়। আর এই জালিয়াতির ঘটনায় তৃণমূলের নেত্রীদের পাশাপাশি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের কর্মচারীও যুক্ত ছিলেন। এরপর সিপিআই (এম)- এর উদ্যোগে ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই টাকা উদ্ধার হয়নি আজও। তবে ২০২৬-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে ক্ষতিগ্রস্তরা মনে করেন, লালঝান্ডাই পারবে ওই টাকা উদ্ধার করতে।

এদিকে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত মফস্বল এলাকা সোনামুখীর ইতিহাস বলছে, আধা শহরকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে সোনামুখী বিধানসভা কেন্দ্র। আসনটি তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রে এই কেন্দ্রের ইতিহাস বেশ জটিল। বারবার বদলেছে সীমানা। বদলেছে রাজনৈতিক গুরুত্ব। সোনামুখী বিধানসভা কেন্দ্র প্রথম তৈরি হয় ১৯৫২ সালে। সে সময় এটি ছিল দ্বৈত আসন। পরে সাধারণ শ্রেণির কেন্দ্র হিসেবেও দীর্ঘদিন ছিল। ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালে রাজ্যের নির্বাচনী মানচিত্র থেকে কার্যত হারিয়ে যায় এই কেন্দ্র। ১৯৬৭ সালে ফের ফিরে আসে সোনামুখী। পরে আবার বদল। ২০০৮ সালে ডিলিমিটেশনের পরে এই কেন্দ্র তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত হয়। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে এই সংরক্ষণ কার্যকর হয়। বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম বার প্রয়োগ হয় ২০১১ সালে। বর্তমানে সোনামুখী পুরসভা এলাকা, সোনামুখী ব্লক এবং পত্রসায়ের ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত এই কেন্দ্র। বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের অধীন সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের একটি সোনামুখী। সোনামুখী বিধানসভা কেন্দ্রের ইতিহাস এই কেন্দ্রে এখনও পর্যন্ত ১৫টি বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে। দীর্ঘ সময় এই অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার দাপট ছিল। মোট ১০ বার এই আসনে জিতেছে তারা। শেষ বার জেতে ২০১৬ সালে। কংগ্রেস জিতেছে তিন বার। তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি এক বার করে জয় পেয়েছে। সংরক্ষিত হওয়ার পরে তিনটি নির্বাচন হয়েছে। তিনটি নির্বাচনে জয় পেয়েছে তিনটি আলাদা দল। প্রতিবারই ব্যবধান ছিল বেশ কম।

২০১১ সালে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী দীপালি সাহা। সিপিএমের মনোরঞ্জন চোংড়েকে হারান তিনি। ব্যবধান ছিল ৭,২৮৯ ভোট। ২০১৬ সালে ঘুরে দাঁড়ায় সিপিএম। অজিত রায় হারান দীপালি সাহাকে। ব্যবধান ছিল ৮,৭১৯ ভোট। ২০২১ সালে বিজেপি বাজি ধরে। প্রার্থী বদলের কৌশল নেয় গেরুয়া শিবির। সেই কৌশল সফল হয়। দিবাকর ঘরামি হারান তৃণমূলের শ্যামল সাঁতরাকে। ব্যবধান ছিল ১০,৮৮৮ ভোট। এর পাশাপাশি লোকসভা নির্বাচনের ফলেও সোনামুখীতে বিজেপির উত্থান স্পষ্ট। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোট শতাংশ ছিল মাত্র ৮.০৮। কিন্তু ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ছবিটা বদলে যায়। তৃণমূলের থেকে ২৩,৮৩৫ ভোটে এগিয়ে যায় বিজেপি। শতাংশের হিসেবে লিড ছিল ১২.৩০। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সেই লিড কমে। ব্যবধান দাঁড়ায় ১১,৬১৪ ভোটে। শতাংশের হিসেবে ৫.৬০।

এদিকে লক্ষণীয় ভাবে সোনামুখী বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার সংখ্যাও বেড়েছে। ২০২৪ সালে এই কেন্দ্রে নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ২ লক্ষ ৪১ হাজার ৬৫১ জন। ২০২১ সালে ছিলেন ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫৯ জন। ২০১৯ সালে ছিলেন ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৮৪৪ জন। ভোটারদের মধ্যে তফসিলি জাতির হার ৪২.৮৪ শতাংশ। তফসিলি উপজাতি ভোটার ৩.১৫ শতাংশ। মুসলিম ভোটার ১০.৯০ শতাংশ। এই কেন্দ্র মূলত গ্রামীণ। মাত্র ১০.১০ শতাংশ ভোটার শহুরে এলাকায় বসবাস করেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা না বললেই নয়, এই সোনামুখীতে ভোটদানের হার বরাবরই বেশি। বিশেষ করে বিধানসভা নির্বাচনে। ২০১১ সালে ভোট পড়েছিল ৯১.৪৮ শতাংশ। ২০১৬ সালে তা কিছুটা কমে হয় ৮৯.০৫ শতাংশ। ২০২১ সালে ভোট পড়ে ৮৯.২৩ শতাংশ। লোকসভা নির্বাচনে হার কিছুটা কম। ২০১৯ সালে ৮৭.০৫ শতাংশ। ২০২৪ সালে ৮৬.১৬ শতাংশ।

সোনামুখীর ভূপ্রকৃতি মূলত সমতল। কোথাও কোথাও সামান্য ঢেউ খেলানো। গন্ধেশ্বরী নদীর মতো ছোট নদী রয়েছে। কৃষিকাজে জল জোগান দেয় এই নদী। চাষবাসই এখানকার অর্থনীতির মূল ভরসা। সঙ্গে আছে তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প, রেশম শিল্প। ছোট ব্যবসা ও সাপ্তাহিক হাটও গুরুত্বপূর্ণ এখানকার অর্থনীতিতে। এই সোনামুখীতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুল, প্রশাসনিক দফতর থাকলেও বিশেষ পরিষেবার জন্য আশপাশের শহরের উপর নির্ভর করতে হয়। বিষ্ণুপুর থেকে সোনামুখীর দূরত্ব ২২ কিলোমিটার। বাঁকুড়া জেলা সদর থেকে প্রায় ৪৭ কিলোমিটার। কলকাতা থেকে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার দূরে এই শহর। বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ও পাত্রসায়ের ১৬ থেকে ১৯ কিলোমিটারের মধ্যে। দুর্গাপুর প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে। সোনামুখীতেই রয়েছে নিকটতম রেল স্টেশন। বাঁকুড়া হয়ে কলকাতার সঙ্গে সরাসরি রেল যোগাযোগ রয়েছে এই সোনামুখীর।

এদিকে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে উত্তেজনা। সোনামুখীতে লড়াই মূলত বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে। আপাতত সামান্য এগিয়ে বিজেপি। তবে হিসাব সহজ নয়। আর সেই কারণেই বিজেপির চোখ এখন কংগ্রেস ও সিপিএমের দিকে। কারণ, বাম বা কংগ্রেস হঠাত ভোটে থাবা বসালে তৃণমূলের ভোট ভাগ হতে পারে। তাতে সুবিধা হতে পারে বিজেপির। তা হলে কী এ বার বদল, নাকি আগের অবস্থাতেই আস্থা, এই প্রশ্নে মুচকি হেসে মুখে কুলুপ সোনামুখীর ভোটারদের।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের হিসাব

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
দিবাকর ঘরামি	বিজেপি	৯৮,১৬১	৪৭.২৫ %
শ্যামল সাঁতরা	তৃণমূল কংগ্রেস	৮৭,২৭৩	৪২.০১ %
অজিত রায়	সিপিএম	১৫,৭২৫	০৭.৫৭ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
সোনামুখী	২,৪১,৬৫১	২,৩৪,৭৫৪	২,৩৪,২৪২

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে বহরমপুর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরী।

প্রচারে নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং।

নির্বাচনী প্রচারে যাদবপুর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

প্রচারে বরানগর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ।

প্রচারে কামারহাটি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্র।

জনসংযোগে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য।